৭৮৬
৯২

اعلیٰ حضرت بریلی شریف

এশিয়া মহাদেশের ইমাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

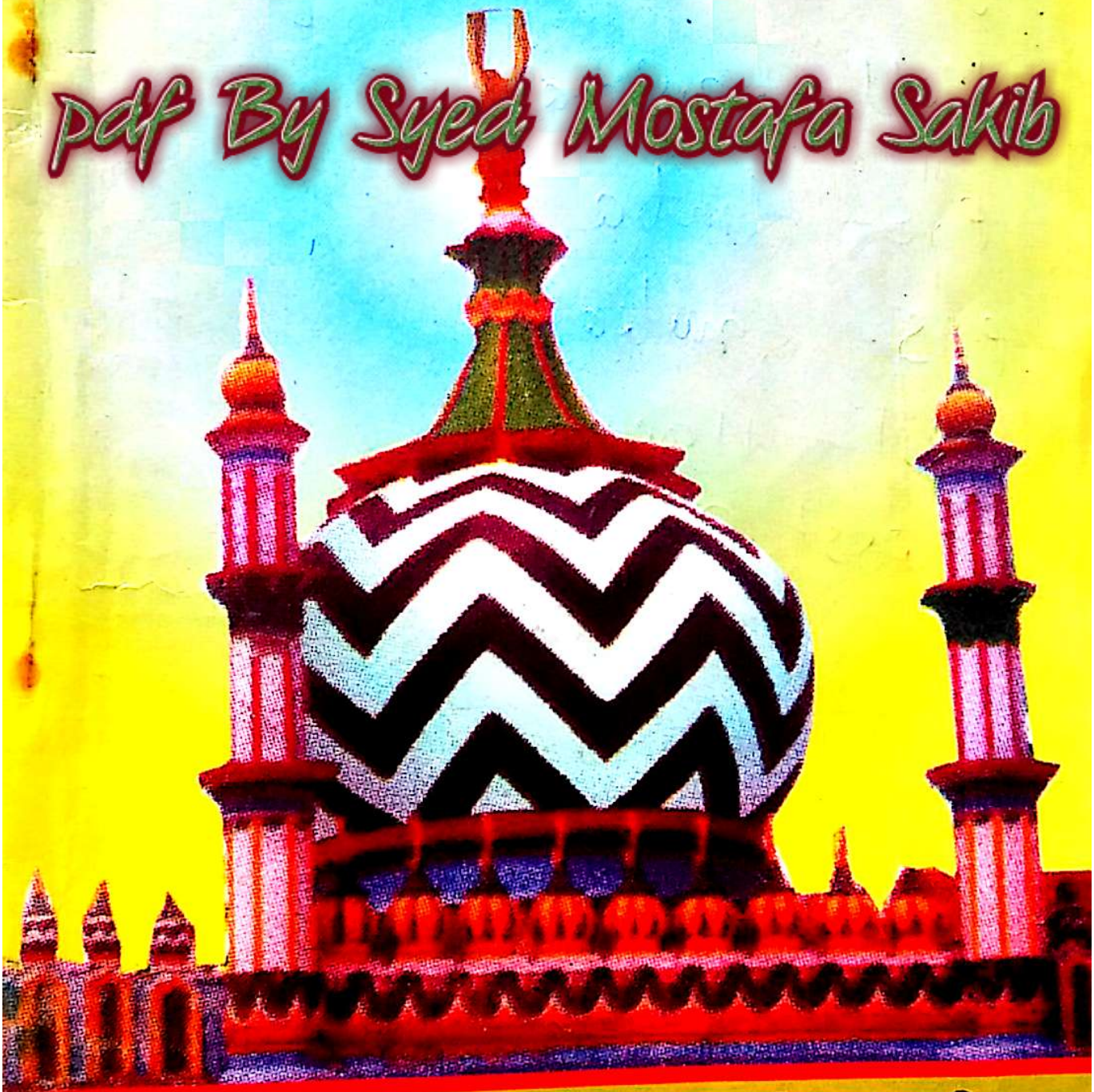

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

-ঃ এশিয়া মহাদেশের ইমাম ঃ-

৭৮৬/৯২

এশিয়া মহাদেশের ইমাম

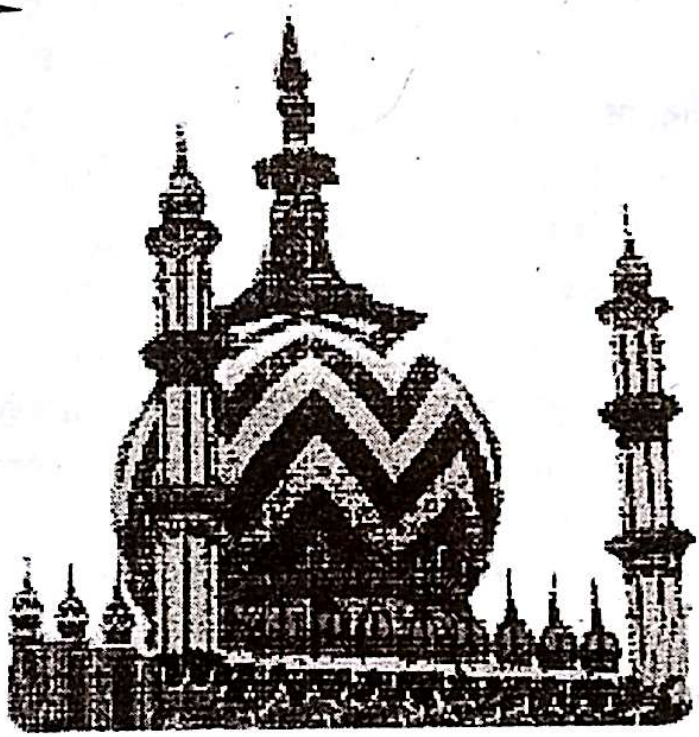

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলাম পুর কলেজ রোড
পোঃ - ইসলামপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ
বাড়ির ফোন - ৯৭৩৩৫০৩৮৯৫
মোবাইল - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

— ঃ ভূমিকা ঃ —

"আল হামদু লিল্লাহ"

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার যে, তিনি আমাকে একজন মহান মুজাদ্দিদ আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পবিত্র জীবনের উপর বাংলা ভাষায় সর্ব প্রথম সতন্ত্র পুস্তক প্রনয়ন করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে ইমাম আহমাদ রেজার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খুব সংক্ষিপ্তভাবে একশত বাহান্ন পৃষ্ঠায় - 'ইমাম আহমাদ রেজা' নামে এমখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি। যাহাতে তাঁহার জীবনের কিছু কিছু দিকের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। কিন্তু আমার আশা ছিল যে, তাঁহার জীবনের সমস্ত দিকের উপর বিস্তারিত আলোচনা করতঃ একখানা মোটা কিতাব লিখিব। সময়ের অভাবে তাহা সম্ভব না হওয়ায় আবার তাঁহার জীবনের উপর এক সুযোগে সংক্ষিপ্তভাবে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করিয়া দিলাম - এশিয়া মহাদেশের ইমাম। পুস্তকটি প্রশ্নোত্তরের আকারে লেখা হইয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে চল্লিশটি প্রশ্ন ও সেগুলির উত্তর। পুস্তকটি ছোট হইলেও ইহার মধ্যে বেশ নুতন্যত্ব রহিয়াছে। যদি আল্লাহ তায়ালা আমার এই সামান্য খিদমাতকে কবুল করতঃ আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহির সহিত রূহানী সম্পর্ক কায়েম করিয়া দেন এবং তাঁহার রূহানী ফায়েজ আমার উপর জারী করিয়া দেন, তাহাহইলে আমার সব কিছু সার্থক হইবে। আমীন!

ইয়া রব্বাল আ'লামীন বেজাহে সাইয়েদিল মুরসালীন।

গোলাম ছামদানী রেজবী

১/১/২০০৬

প্রকাশক ঃ —

মূল্য ঃ — Rs 35 00

প্রথম সংস্করণ ঃ — ০১/০১/২০০৬

কম্পিউটার কম্পোজ - নূর পাবলিকেশান্স,

প্রযত্নে ঃ - মৌলানা এম, এ, হালিম ক্বাদেরী

(মুবাইল —৯৭৩৩৯৩৬৪৯৪)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العٰلمين والصلوٰة والسلام علىٰ

سيد المرسلين اعنيمحمدا عليه السلام

এশিয়া মহাদেশের ইমাম

(১)

এশিয়া মহাদেশের ইমাম কাহাকে বলা হইতেছে? তাঁহার উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করিলে ভাল হয়।

উত্তর ঃ—এখানে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রাদি আল্লাহু আনহুকে এশিয়া মহাদেশের ইমাম বলিয়া চিহ্নীত করা হইতেছে। ১০ই শওয়াল ১২৭২ হিজরী অনুযায়ী ১৪ই জুন ১৮৫৬ সালে ভারতের বেরেলী শহরে জাসুলী মহল্লাতে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মাত্র চার বৎসর বয়সে ১২৭৬ হিজরী অনুযায়ী ১৮৬০ সালে পবিত্র কুরআন পাঠ সমাপ্ত করেন। জীবনের প্রথম ছয় বৎসর বয়সে রবিউল আউওয়াল মাসে ১২৭৮ হিজরী অনুযায়ী ১৮৬১ সালে বিরাট সভাতে মীলাদ শরীফ পাঠ করেন। ১২৮৫ হিজরী অনুযায়ী ১৮৬৮ সালে সর্ব প্রথম আরবী ব্যাকরনের বিখ্যাত কিতাব - "হিদায় তুন্নাহাব" এর আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা লেখেন। তের বছর দশ মাস পাঁচ দিন বয়সে ১২৮৬হিজরী অনুযায়ী ১৮৬৯ সালে সম্মানের পবিত্র পাগড়ী পরানো হয়। ঐ সালে জীবনের প্রথম ফতওয়া লেখেন। ঐ সালে মুদার্রিসের মসনদে বসেন। ১২৯১ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৪ সালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১২৯২হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৫সালে তাঁহার বড় সাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা হামিদ রেজা খানের জন্ম হয়। ১২৯৩হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৬সালে ফতওয়া বিভাগে মুফতীর মসনদে বসিয়া ফতওয়া লিখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ২১বৎসর বয়সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ এশিয়া মহাদেশের ইমাম ঃ-

১২৯৪ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৭ সালে হজরত আলে রাসুল মারহারাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বায়েত গ্রহন ও খিলাফত প্রাপ্ত হন। ঐ সালে সর্ব প্রথম উর্দু ভাষায় কিতাব লেখেন। ১২৯৫হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৮ সালে প্রথম হজ করেন। ঐ সালে পবিত্র মক্কার মুফতী শায়েখ আব্দুর রহমান সিরাজ মক্কী,শায়েখ আহমাদ বিন জায়েদ বিন দাহলান মক্কী ও কাবা শরীফের ইমাম শায়েখ হোসাইনবিন সালেহ মক্কীর নিকট হইতে হাদীসের সনদ প্রাপ্ত হন। ঐ সালে শায়েখ হোসাইন বিন সালেহ মক্কী তাঁহার পেশানিতে খোদার নূর দেখিতে পান। ঐ সালে মসজিদে হানীফে মাগফিরাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। ১২৯৮হিজরী অনুযায়ী ১৮৮১ সালে বর্তমান যুগের ইহুদী ও ঈসায়ী মহিলাদের সহিত বিবাহ হারাম বলিয়া ফতওয়া প্রদান করেন। ১২৯৯হিজরী অনুযায়ী১৮৮২সালে সর্ব প্রথম ফারসী ভাষায় কিতাব লেখেন। ১৩০৩ হিজরী অনুযায়ী ১৮৮৫ সালের পূর্বে উর্দু ভাষায় ''ক্বাসীদায় মি'রাজীয়া'' লেখেন। ২২শে জিলহাজ ১৩১০ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯২সালে তাঁহার কনিষ্ঠ সাহেব জাদা মুফতীয়ে আজমে হিন্দ আল্লামা মোস্তফা খানের জন্ম হয়। ১৩১১হিজরী অনুযায়ী ১৮৯৩ সালে কানপুরে 'নদওয়াতুল উলামা' এর সভায় অংশ গ্রহন করেন। ১৩১৫ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯৭ সালে 'নদওয়াতুল উলামা' এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৩১৬ হিজরী মোতাবিক ১৮৯৮ সালে মাজারে মহিলাদিগের উপস্থিত হওয়া হারাম বলিয়া কিতাব লেখেন। ১৩১৮ হিজরী মুতাবিক ১৯০০ সালে 'নদওয়াতুল উলামা' এর বিরুদ্ধে পাটনাতে সভা করিয়া ছিলেন। উক্ত সভাতে অখন্ড ভারতের বড় বড় আলেমগন তাঁহাকে যুগের মুজাদ্দিদ বলিয়া ঘোষনা করেন। ১৩২২ হিজরী মুতাবিক ১৯০৪ সালে তিনি বেরেলী শহরে দারুল উলুম 'মাঞ্জারে ইসলাম' কায়েম করেন। ১৩২৯ হিজরী অনুযায়ী ১৯০৫ সালে দ্বিতীয় বার হজ করেন। ১৩২৪ হিজরী অনুযায়ী ১৯০৬ সালে কাবা শরীফের ইমাম শায়েখ আব্দুল্লা মিরদাদ এবং তাঁহার উস্তাদ হামিদ আহমাদ মোহাম্মাদ মক্কী যৌথ ভাবে প্রশ্ন পত্র প্রেরন করিলে তিনি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। ঐ সালে মক্কা ও মদীনা শরীফের উলামাগনকে ইজাজত নামা ও খিলাফত প্রদান করেন। ১৩২৫ হিজরী অনুযায়ী ১৯০৭ সালে তাঁহার আরবী ফতওয়া দেখিয়া সাইয়েদ ইসমাঈল খলীল মক্কী ভূয়সী প্রসংশা করেন। ১৩৩০ হিজরী অনুযায়ী ১৯১২ সালে ১৪ই রবিউল আউওয়াল -শায়েখ হিদায় তুল্লাহ সিন্ধী মুহাজিরে মাদানী তাঁহাকে মুজাদ্দিদ বলিয়া সমর্থন করেন। ঐ সালে তিনি কুরআন শরীফের অনুবাদ ''কাঞ্জুল ঈমান'' লেখেন। ঐ সালে শায়েখ মুসা আলী শামী আজহারী তাঁহাকে ''ইমামুল আইম্মা'' ও ''মুজাদ্দিদুল হিন্দিয়া'' উপাধি দেন। ঐ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সালে শায়েখ ইসমাঈল খলীল মক্কী তাঁহাকে 'খাতেমুল ফুক্কাহা অল মুহাদ্দিসীন' উপাধি দেন। ১৩৩১ হিজরী অনুযায়ী ১৯১৩ সালে ডক্টোর জিয়াউদ্দীন সাহেবের একটি ছাপানো প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। ঐ সালে ভাওয়াল পুর হাইকোর্টের বিচার পতির একটি গুরুত্ব পূর্ন প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। ঐ সালে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একখানা কিতাব লেখেন। ১৩৩২ হিজরী অনুযায়ী ১৯১৪ সালে আলীগড় বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দীন সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাত করতঃ একটি জটিল সমস্যার সমাধান করেন। ১৩৩৬ হিজরী অনুযায়ী ১৯১৭ সালে বেরেলী শরীফে 'জামাতে রেজায় মুস্তফা' কায়েম করেন। ১৩৩৭ হিজরী মুতাবিক ১৯১৮ সালে 'তাজিমী সিজদা' হারাম বলিয়া কিতাব লেখেন। ১৩৩৮ হিজরী মুতাবিক ১৯১৯ সালে তাঁহার নিকটে আমেরিকান প্রফেসার আলবাটের শোচনীয় পরাজয় হয়। ১৩৩৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯২০ সালে আইজাক নিউটন ও আইন্‌স্টাইন এর খন্ডনে 'ফাউজে মুবিন' লেখেন। ঐ সালে পূর্ব বর্ত্তী দার্শনিকদের চরম ভাবে খন্ডন করেন। ১৩৩৯ হিজরী অনুযায়ী ১৯২১সালে খিলাফত আন্দোলনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে কিতাব লেখেন। ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী অনুযায়ী ২৮শে অক্টোবর ১৯২১ সালে শুক্র বার দিন জুমার আজানের সময়ে এশিয়া মহাদেশের ইমাম আলা হজরত আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রাদী আল্লাহু তায়ালা আনহু ইন্তেকাল করেন,— ইন্নালিল্লাহি অ-ইন্না ইলাইহি রাজেউন।।

(২)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর নামের পরে 'রাদী আল্লাহু আনহু' লেখা হয় কেন? ইহা কি সাহাবা দিগের জন্য খাস নয়?

উত্তর ঃ — 'রাদী আল্লাহু আনহু' সাহাবাদের জন্য খাস নয়। উলামা ও আউলিয়ায় কিরামগনের নামের পর 'রাদী আল্লাহু আনহু' লেখা জায়েজ। (ইমাম নওবীর আল্ আজকার ১০০ পৃষ্ঠা) ফাইজুল বারী শরহে বোখারী ২য় খন্ড ৩৯পৃষ্ঠায়, আল ফাতাওয়াল হাদসীয়া ১৮০/১৮১ পৃষ্ঠায়, নূরুল আবসার ২৩৭পৃষ্ঠায়, রদ্দুল মুহতার ১ম খন্ড ৫১/৬০/৬১পৃষ্ঠায় -ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর নামের পরে 'রাদী আল্লাহু আনহু' লেখা হইয়াছে। 'হিদাইয়া' কিতাবের সর্বত্রে লেখকের নামের পরে ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

'ফুতুহুল গায়েব' এর সর্বত্রে বড় পীর হজরত আব্দুল ক্বাদের জিলানীর নামের পরে 'রাদী আল্লাহু আনহু' লেখা হইয়াছে। 'মিশকাত' এর শুরুতে 'মাসাবীহ'এর লেখকের নামের পরে 'রাদী আল্লাহু আনহু' লেখা হইয়াছে। দেওবন্দী আলেমগন তাহাদের পীর ও মুর্শিদের নামের পরে 'রাদি আল্লাহু আনহু' লিখিয়া থাকেন। যেমন 'তাজকেরা তুর রশীদ' ১ম খন্ড ২৮ পৃষ্ঠায় দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী ও রশীদ আহমাদ গাংগুহীর নামের পর 'রাদী আল্লাহু আনহু' লেখা হইয়াছে।

(৩)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রাদী আল্লাহু আনহু কি মুজতাহিদ ছিলেন? ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁহার কেমন পান্ডিত্য ছিল ?

উত্তর ঃ —তিনি মুজ্তাহিদ ছিলেন না। মুজ্তাহিদ হইবার দাবীও তাঁহার ছিলনা। বরং তিনি ইজতেহাদের দরওয়াজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধারনা করিতেন। তবে বর্তমান যুগের শীর্ষস্থানীয় উলামায় কিরাম তাঁহার ফিকাহ শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্যের উপর গভীর ভাবে লক্ষ্য করিবার পর সর্ব সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তাঁহার মধ্যে ইজতিহাদের প্রতিভা ছিল।

(৪)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর ইজতেহাদী প্রতিভার দুই - একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে ভাল হয়।

উত্তর ঃ —ইহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যেমন সাধারনতঃ উসুলের কিতাবে শরীয়তের আহকাম নয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা —ফরজ, অয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ, মুস্তাহাব,মুবাহ, হারাম, মাকরুহ তাহরিমী, মাকরুহ তানজিহী। কিন্তু ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী এগারো ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা — উপরের নয়টির পরে 'ইসায়াত' ও 'খিলাফে আওলা' বেশি করিয়াছেন। এখানে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা পৃথক পৃথক ভাবে প্রদান করা হইতেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফরজ ঃ — যাহা শরীয়তের অকাট্য দলীলে প্রমানীত হইয়াছে। ইহা পালন করা জরুরী। বিনা কারনে ত্যাগকারী ফাসেক ও জাহান্নামী । অস্বীকার করিলে কুফরী হইবে।

অয়াজিব ঃ — যাহা অকাট্য দলীলে প্রমানীত নয়। বরং জান্নী দলীলে প্রমানীত। উহা অস্বীকার করিলে কাফের হইবেনা বরং গোমরাহ ও বদমাজহাব হইবে। বিনা কারনে ত্যাগ করিলে ফাসেক এবং আজাবের উপযুক্ত হইবে।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ঃ — যাহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম সর্বদা করিয়াছেন। অবশ্য খুব কম ত্যাগ করিয়াছেন। উহা পালন করা খুব সওয়াবের কাজ। হঠাৎ কোন সময়ে ত্যাগ হইয়া গেলে তিরষ্কারের উপযুক্ত হইবে। ত্যাগ করিবার অভ্যাস করিয়া ফেলিলে আযাবের উপযুক্ত হইবে।

সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ ঃ — যাহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম কখন করিয়াছেন আবার বিনা কারনে কখন ত্যাগ করিয়াছেন। উহা আদায় করিলে সওয়াব। ত্যাগ করিলে তিরষ্কারের উপযুক্ত হইবে।

মুস্তাহাব ঃ — যাহা করিলে সওয়াব এবং না করিলে তিরষ্কার নাই।

মুবাহ ঃ — যাহা করা এবং না করা সমান। করায় ও না করায় কোন তিরষ্কার নাই।

হারাম ঃ — যাহা শরীয়তের অকাট্য দলীলে প্রমানীত। উহা ত্যাগ করা জরুরী এবং সওয়াবের কারন। ইচ্ছা কৃত করিলে ফাসেক ও জাহান্নামী হইবে। আর অস্বীকার করিলে কাফের হইবে।

মাকরুহ তাহরিমী ঃ — যাহা শরীয়তের অকাট্য দলীলেপ্রমানীত নয়। উহা অস্বীকার করিলে কাফের হইবেনা কিন্তু করিলে গোনাহগার হইবে। অবশ্য হারামের তুলনায় কম গোনাহ হইবে। অভ্যাসে পরিনত করিলে কাবীরাহ গোনাহ হইবে। মোট কথা উহা ত্যাগ করা জরুরী।

ইসায়াত ঃ — যাহা করা খারাপ। হঠাৎ করিয়া ফেলিলে তিরষ্কারের উপযুক্ত হইবে এবং অভ্যাস করিয়া ফেলিলে আযাবের উপযুক্ত হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাকরুহ তান্‌জিহী ঃ — যাহা শরীয়তে পছন্দনীয় নয়। উহা করিলে আযাব হইবেনা। কিন্তু তিরস্কারের উপযুক্ত হইবে।

খিলাফে অওলা ঃ — যাহা ত্যাগ করা উত্তম এবং সওয়াবের হক্‌দার হইবে। কিন্তু করিয়া ফেলিলে কোন দোষ নাই।

আহকামে শরীয়ার এই শ্রেণী ভাগ সম্পর্কে স্বয়ং আহমাদ রেজা বেরেলবী বলিতেন-আমি আশা করি , যদি ইহা ইমাম আজম আবু হানিফা রাদী আল্লাহু আনহুর দরবারে পেশ করা হইত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় বলিতেন-ইহা মাজহাবের সুগন্ধি ও মাজহাবের সৌন্দর্য। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ১ম খন্ড ১৭৫ পৃষ্ঠা)

অনুরূপ তিনি তাইয়াম্মুম সম্পর্কে তিন শত এগারোটি জিনিষের কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে এক শত একাশিটি জিনিষ দ্বারা তাইয়াম্মুম করা জায়েজ। এই এক শত একাশির মধ্যে মাত্র চুয়াত্তরটির বিবরন দিয়াছেন পূর্ববর্ত্তী ফকীহগন এবং বাকী সেই এক শত সাতটি-যাহা ইমাম আবু হানিফার মাজহাবের উপর ইজতেহাদ করিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ তিনি এক শত তিরিশটি জিনিষের নাম বর্ণনা করিয়াছেন-যাহার দ্বারা তাইয়াম্মুম করা নাজায়েজ। তন্মধ্যে আটান্নটি জিনিষের বিবরণ দিয়াছেন পূর্ববর্ত্তী ইমামগন এবং ইমাম আহমাদ রেজা ইমাম আবু হানিফার মাজহাবের উপর ইজতেহাদ করিয়া বাহাত্তরটি জিনিষের নাম বর্ণনা করিয়াছেন। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ১ম খন্ড ৬৯৫ পৃষ্ঠা হইতে ৭০৩ পৃষ্ঠার সারাংশ)

এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে দুইটি নজীর পেশ করা হইল। অন্যথায় বারো খন্ডে সমাপ্ত ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে এই ধরনের শতাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এই ইজতেহাদী প্রতিভা ও ক্ষমতা থাকা সত্বেও তিনি নিজেকে ইমাম আবু হানিফার একজন মুকাল্লিদ বলিয়া গৌরব করিতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫)

মুজতাহিদ কয় প্রকার, ইমাম আহমাদ রেজার মধ্যে কোন পর্য্যায়ের ইজতেহাদী প্রতিভা ছিল?

উত্তর ঃ — আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার' প্রথম খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন - মুজতাহিদ ছয় প্রকার।

(১) মুজতাহিদ ফিশ্ শারাহ ঃ — ইহারা ইজতেহাদ করিবার নিয়মাবলী নির্ধারণ করিয়াছেন। যথা — ইমাম আবু হানিফা , ইমাম মালিক, ইমাম শাফয়ী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল। ইহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিয়মাবলীর অনুসরনে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াস এর মাধ্যমে মসলা বাহির করিতে স্বতন্ত্র ছিলেন। ইহারা কোন সময়ে একে অন্যের অনুসরণ করিতেন না।

(২) মুজতাহিদ ফিল মাজহাব ঃ — ইহারা উপরের চারজন ইমামের মধ্যে কোন এক জনের নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া কুরআন, হাদীস থেকে মসলা বাহির করিতে পূর্ণ সামর্থ রাখিতেন। যথা -ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মাদ। ইহারা নিয়মাবলীর দিক দিয়া ইমাম আবু হানিফার মুকাল্লিদ বা অনুসরণকারী। কিন্তু মসলা বাহির করিবার দিক দিয়া স্বয়ংসম্পন্ন মুজতাহিদ।

(৩) মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল ঃ — ইহারা নিয়মাবলী ও মসলা সমুহের দিক দিয়া মুকাল্লিদ বা অনুসরণ কারী। কিন্তু ইমামগন কর্তৃক যে সমস্ত মসলা পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হয় নাই, কুরআন হাদীসের দলীল দিয়া সেই মসলা গুলি বাহির করিতে সামর্থ রাখেন। যথা — ইমাম খাস্সাফ, ইমাম আবু জাফর তাহাবী, আবুল হাসান কারখী, ইমাম কাজীখান ইত্যাদি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসহাবুত্ তাখরীজ ঃ — ইহারা মুলত ইজতেহাদ করিতে পারেন না। কিন্তু ইহারা ইজতেহাদের নিয়মাবলী থেকে অবগত ইমাম গনের অস্পষ্ট উক্তি গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারেন। যথা — ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী ও ইমাম কারখী।

আসহাবুত্ তারজীহ ঃ — ইহারা ইমাম আবু হানীফার একাধিক উক্তির মধ্যে কোন্‌টি সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ তাহা নির্ধারণ করিয়া থাকেন। অনুরূপ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মাদের মধ্যে মতভেদ হইলে কাহার উক্তি বেশি গুরুত্ব পূর্ণ তাহা নির্ধারণ করিতে পারেন। যথা — ইমাম আবুল হাসান ও'হিদাইয়া কিতাবের লেখক বুরহানুদ্দীন আলী মর্গেনানী।

আসহাবুত্ তামীজ ঃ — ইহারা সহীহ ও যঈফ এর মধ্যে পার্থক্য করিতে পারেন এবং কোন সময়ে যঈফ উক্তি নকল করেন না। যথা — শরহে বিকাইয়া ও দুর্রে মুখতার ইত্যাদি কিতাবের লেখকগন।

তাবকাতুল মুকাল্লিদীন ঃ — ইহারা উপরে বর্ণিত ছয় শ্রেণীর মুজতাহিদ্ দিগের মধ্যে কোন এক শ্রেণীর পর্য্যায় পড়ে না। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম ছয় শ্রেণীর মুজতাহিদ দিগের বহু বিশেষত্ব ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর মধ্যে মওজুদ ছিল। বিশেষ করিয়া 'মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল' এর সমস্ত বিশেষত্ব তাঁহার মধ্যে ছিল। সূতরাং তাঁহার যূগে এমন বহু নতুন নতুন মসলা আবিষ্কার হইয়াছে যেগুলির সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার কোন উক্তি পাওয়া যায় নাই। তিনি তাঁহার উসুল বা নিয়মাবলীর ইত্তেবা করিয়া সেই মসলা গুলির মিমাংসা করিয়াছেন। এই গুলি জানিতে হইলে ইমাম আহমাদ রেজার ফতওয়ায় রেজবীয়া পাঠ করা প্রয়োজন। কেহ যেন ভূল বুঝিয়া না থাকেন যে, ইমাম আহমাদ রেজাকে মুজতাহিদ প্রমান করা হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৬)

ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আহমাদ রেজা কত খানা কিতাব লিখিয়াছেন ? তন্মমধ্যে বিশেষ বিশেষ কয়েক খানা কিতাবের নাম উল্লেখ করিলে ভাল হয়।

উত্তর ঃ — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ফেকাহ শাস্ত্রে দুই শত ষাটের অধিক কিতাব প্রনয়ন করিয়াছেন। তন্মমধ্যে সব চাইতে বড় কিতাব 'ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ'। এই কিতাবটি বারো খন্ডে সমাপ্ত। অখন্ড ভারত ও বহির্ভারত হইতে তাঁহার নিকটে যে সমস্ত প্রশ্ন আসিয়াছিল এবং তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন সেই গুলির অবিকল নকল। এই মহান কিতাবটির সম্পর্কে বোম্বাই হাই কোর্টের স্বনাম ধন্য অমুসলিম পারসী জজ প্রফেসার ডি, এফ, মোল্লা মন্তব্য করিয়াছেন - "ফিকাহ শাস্ত্রে দুইটি অতুনীয় কিতাব লেখা হইয়াছে। একটি হইল 'ফাতাওয়ায় আলমগিরী' অপরটি হইল 'ফাতাওয়ায় রেজবীয়া' (মুকাদ্দামায় ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ১ম খন্ড পৃষ্ঠা - ০) ইহার প্রথম খন্ডটি প্রায় সম্পূর্ণ আরবী ভাষায় লেখা। বর্তমানে এই খন্ডটি পাকিস্তান হইতে ঊর্দুতে অনুবাদ হইয়াছে। এই প্রথম খন্ডের মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া পবিত্র কাবা শরীফের কুতুব খানার মুফতী সাইয়েদ ইসমাঈল রহমাতুল্লাহি আলাইহি আশ্চার্য হইয়া বলিয়া ছিলেন — "আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, আমি সত্য বলিতেছি - ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি যদি এই কিতাব খানা দেখিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার চক্ষু শীতল হইয়া যাইত এবং ইহার লেখককে তাঁহার শিষ্যগনের মধ্যেই গন্য করিতেন। (রসায়েলে রেজবীয়া ১০৬ পৃষ্ঠা, জাদ্দুল মুমতার ১৭ পৃষ্ঠা)

সম্প্রতি কয়েক মাস পূর্বে 'মাহনামায় আ'লা হজরত' এর কোন এক সংখ্যায় প্রকাশ হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার উলামায় কিরামগনের প্রচেষ্টায় নেল্‌শন ম্যান্ডেলা সর্কার অনুমদন করিয়াছেন যে, সেখানকার কোর্ট কাছারীতে ফাতাওয়ায় আলমগিরী ও ফাতাওয়ায় রেজবীয়া অনুযায়ী মুসলমানদের বিচার হইবে। প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়ায় রেজবীয়া এর শারাহ বা ব্যাখ্যা ছাব্বিশ খন্ডে বাহির হইয়াছে। যার মূল্য - এগারো হাজার টাকা ।।

(খ) - ফাতাওয়ায় আফ্রিকা ঃ — ইমাম আহমাদ রেজার নিকটে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন আসিয়াছিল এবং তিনি সে গুলির যে উত্তর দিয়াছিলেন, সেই প্রশ্ন ও উত্তর গুলির সমষ্টি 'ফাতাওয়ায় আফ্রিকা' নামে মুদ্রিত হইয়াছে।

(গ) - জাদ্দুল মুমতার আলা রদ্দিল মুহতার ঃ — এই কিতাব খানা শামী কিতাবের ব্যাখ্যায় আরবী ভাষায় লিখিয়াছেন। ইহা পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত। এই কিতাবে এমন বহু মসলার মিমাংসা রহিয়াছে যেগুলি সম্পর্কে আল্লামা শামী নীরবতা পালন করিয়াছেন। যথা — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম আফজাল অথবা কুরআন শরীফ আফজাল; এই মসলাতে আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার' ১ম খন্ড ১৭৮ পৃষ্ঠায় কোন ব্যাখ্যা না করিয়া নীরবতা শ্রেয় বলিয়াছেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী 'জাদ্দুল মুমতার' ১ম খন্ড ১১৯/১২০ পৃষ্ঠায় নিম্নোরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। নিরবতা পালন করিবার প্রয়োজন নাই। খোদাই তৌফীকে এই মসলা আমার নিকটে খুবই পরিষ্কার। সুতরাং — কুরআনের অর্থ যদি কাগজ এবং কালী ধরিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে এই গুলি ধংস শীল; ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ধংস শীলই মাখলুক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম সমস্ত মাখলুক হইতে শ্রেষ্ঠ। আর যদি কুরআনের অর্থ আল্লাহর বানী বা তাহার সিফাত গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর সিফাত সমস্ত মাখলুক অপেক্ষা আফজাল।

(ঘ) - কিফলুল ফাকীহিল ফাহিম ফী আহকামে কিরত্বাসিদ্ দারাহিম ঃ — ইমামে আহলে সুন্নাত আহমাদ রেজা বেরেলবী দ্বিতীয় হজ্ব করিবার উদ্দ্যেশ্যে মক্কা শরীফে উপস্থিত হইলে তথাকার উলামায় কিরাম যথা — আল্লামা আব্দুল্লা মির্দাদ, আল্লামা আহমাদ জাদাবী কাগজের নোট সম্পর্কে একটি প্রশ্ন পত্র পেশ করিয়াছিলেন। যাহাতে বারোটি প্রশ্ন ছিল। প্রকাশ থাকে যে, ঐ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সময়ে সবে মাত্র কাগজের নোট আবিষ্কার হইয়াছিল। নোটের মসলাটি উলামায় ইসলামের নিকট অত্যন্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বড় বড় মুফতিগন এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিতে ছিলেন না। এমনকি মক্কা শরীফের হানিফী মুফতি মাওলানা জামাল ইবনো আব্দিল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত মসলায় সঠিক সিদ্ধান্তে আসিতে না পারিয়া বলিয়া ছিলেন — ইহা সমস্ত উলামা দিগের দায়িত্ব। এশিয়া মহাদেশের ইমাম আ'লা হজরত ফাজেলে বেরেলবী বারোটি প্রশ্নের উত্তরে "কিফ্লুল ফাকিহিল ফাহিম" লিখিয়া সমস্ত দুনিয়ার উপরে বড় অবদান রাখিয়াছেন। যখন তিনি এই কিতাবের হস্তলিপিটি কাবা শরীফের কুতুব খানায় পাঠাইয়া ছিলেন, তখন বড় বড় মুফতিয়ে কিরাম আশ্চর্য হইয়াছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজা উক্ত কিতাবে প্রমান করিয়া দিয়াছেন - কাগজের নোট ক্রয়, বিক্রয় করায় দোষ নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৭)

ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর কি কোন সনদ রহিয়াছে?

উত্তর ঃ — নিশ্চয় রহিয়াছে। ফিকাহ শাস্ত্রে ফাজেলে বেরেলবীর সনদ্ ধারা বাহিক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ফাতাওয়ায় রেজবীয়া প্রথম খন্ড ৫পৃষ্ঠা হইতে সনদের নকল প্রদান করা হইল। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী - মক্কা শরীফের হানিফী মুফতী শায়েখ আব্দুর রহমান সিরাজ - মক্কা শরীফের মুফতী জামাল বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার - শায়েখ মোহাম্মাদ আবিদুল আনসারী মাদানী - শায়েখ ইউসুফবিন মোহাম্মাদ বিন আলাউদ্দীন মিযজাজী - শায়েখ আব্দুল ক্বাদের বিন খলীল - শায়েখ ইসমাঈল বিন আব্দুল্লাহ বোখারী - শায়েখ আব্দুল গনী নাবলিসী - তাঁহার পিতা শরহে দুরার ও গুরার এর লেখক - আহমাদ আশ্শার বারী ও হাসান শারাম বুলালী - শায়েখ উমার বিন নুজাইম - শায়েখ আব্দুল্লাহ নাহরিরী - শায়েখ আহমাদ বিন ইউনুস শালবী - সারী উদ্দীন আব্দুল বার - আল কামাল ইবনুল হুমাম - আস্সিরাজ কারিউল হিদাইয়া - আলাউদ্দীন সায়রাফী - সাইয়েদ জালাল উদ্দীন খাব্বাজী - শায়েখ আব্দুল আজিজ বোখারী - জালাল উদ্দীন আল কাবীর - ইমাম আব্দুস্ সাত্তার বিন মোহাম্মাদ বিন কারদারী - ইমাম বুরহানুদ্দীন - ইমাম ফাখরুল ইসলাম বুজদুবী - শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী - কাজী আবু আলি নাসাফী - আবু বাকার মোহাম্মাদ বিন ফজল বোখারী - ইমাম আব্দুল্লাহ - আব্দুল্লাহ বিন আবু হাফ্স বোখারী - আহমাদ বিন হাফ্স - আবু আব্দিল্লাহ মোহাম্মাদ বিন হাসান শীবানী - ইমাম আ'জম আবু হানীফা - হজরত হাম্মাদ - হজরত ইব্রাহীম - হজরত আল্কামা ও আল আসওয়াদ - আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু - হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৮)

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আহমাদ রেজার পান্ডিত্য কেমন ছিল, তিনি কি কোনো উঁচ্চ পর্য্যায়ের মোহাদ্দিস ছিলেন, তাঁহার কি কোন স্বতন্ত্র মোসনাদ রহিয়াছে ?

উত্তর ঃ — মোহাদ্দিস ও মোফাস্‌সির হইবার জন্য ফকীহ হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু ফকীহ হইতে হইলে মোহাদ্দিস, মোফাস্‌সির হওয়া একান্ত জরুরী। ইমাম আহমাদ রেজা যুগের শ্রেষ্ঠতম ফকীহ্ ছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পান্ডিত্য ও প্রতীভা দেখিয়া কেবল দোস্ত নয়, দুশমন পর্যন্ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। যথা — দেওবন্দী জামাতের খ্যাত নামা মুফতী নিজামুদ্দীন সাহেব 'ফাতাওয়ায় রেজবীয়া' এর উপর মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন - আল্লামা শামী ও ফতহুল ক্বাদীরের লেখক ইমাম ইবনোল হুমাম ইমাম আহমাদ রেজার শিষ্য এবং তিনি দ্বিতীয় ইমাম আবু হানীফা। (জাদ্দুল মুমতারের সঙ্গে হায়াতে ইমাম আহমাদ রেজা (আরবী) ৪৪পৃষ্ঠা, ইমাম আহমাদ রেজা নম্বর ১৮৬পৃষ্ঠা) তিনি যুগের খ্যাত নামা মোহাদ্দিস ছিলেন। 'সাওয়ানেহে আ'লা হজরত' এর ৩৯৫/৩৯৬ পৃষ্ঠায় তাঁহার লিখিত হাদীস শাস্ত্রের উপর পঁয়তাল্লিশ খানা কিতাবের নাম উল্লেখ হইয়াছে। এই গুলির অধিকাংশই আরবী ভাষায় লেখা। তিনি যখন কোন মসলার সপক্ষে হাদীস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে একজন সুদক্ষ মুহাদ্দিস মনে হইয়াছে। মুর্দা শুনিতে পায় এবং আউলিয়ায় কিরামগনের আরওয়াহ বিভীন্ন স্থানে ভ্রমন করিতে পারেন; ইহার স্বপক্ষে তাঁহার 'হায়াতুল মাওয়াত' নামক কিতাবে ষাটটি হদীস নকল করিয়াছেন। আল্লাহ ছাড়া কাহারো জন্য কোন প্রকার সিজদা জায়েজ নয়; ইহা প্রমান করিতে তিনি তাঁহার 'জুবদাতুজ্ জাকিয়া' নামক কিতাবে চল্লিশটি হদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের শাফায়াত এর স্বপক্ষে তাঁহার 'ইস্‌মাউল আরবাঈন ফী শাফাতে সাইয়েদিল মাহবুবীন' কিতাবে চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার যে কোন ছোট একটি পুস্তিকা পাঠ করিলে অনুমান করা যায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে, হাদীস দানীতে তাঁহার জ্ঞান কত গভীর ছিল। কেবল তাই নয়, বরং হাদীস নির্বাচনে তিনি একজন উচ্চ পর্য্যায়ের মুহাক্কীক্ ছিলেন। 'আসমাউর রেজাল' বা হাদীস বর্ণনা কারীগনের জীবন চরিত সম্পর্কে এমন গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁহার যুগের বড় বড় গায়ের মুকাল্লিদ আলেম আশ্চর্য্য হইয়াছেন। লা-মাজহাবী সম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস মিয়া নাজির হোসাইন দেহলবী তাহার 'মি'য়ারুল হক' নামক কিতাবে গৌরবের সহিত দাবী করিয়াছিলেন যে, 'জামউ বাইনাস্ সলাতাইন' এর ব্যাপারে হানিফীদের মসলা হাদীসের বিপরীত। ইমাম আহমাদ রেজা তাঁহার জীবনের একচল্লিশ তম বয়সে মিয়া মুহাদ্দীস সাহেবের জবাবে 'হাজিজুল বাহরাইনিল অয়াকি আন জামইস্ সলাতাইন' নামক কিতাব লিখিয়া ছিলেন। সুবহানাল্লাহ; এই কিতাবের খন্ডন না মিয়াজী করিয়া গিয়াছেন, না আজ পর্যন্ত তাহার ভারত পাকিস্তানের কোন ভক্ত আলেম খন্ডন করিয়া মিয়াজীর আত্মাকে খোশ করিতে পারিয়াছেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে হইলে — 'আলফাজলুল মাওহাবী ফী মা'না ইজা সাহ্হাল হাদীসু ফাহুয়া মাজহাবী' ও 'আন্ নাইরুশ্ শিহাবী আলা তাদলিসিল ওহাবী' ও 'আস্সাহমুশ্ শিহাবী আলা খাদাইল ওহাবী' ইত্যাদি পুস্তিকা গুলি পাঠ করা প্রয়োজন। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী স্বতন্ত্র কোন মোসনাদ বা হাদীসের কিতাব করিয়া যান নাই। অবশ্য বর্তমানে তাঁহার স্বতন্ত্র মোসনাদ তৈরী হইয়া গিয়াছে। তিনি জীবনে ছোট বড় কম বেশি এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। বেরেলী শরীফের হজরত মাওলানা হানিফ খান রেজবী সাহেব কিবলা আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজার মাত্র তিন শত কিতাবের মধ্যে অনুসন্ধান চালাইয়া প্রায় দশ হাজারের মত হাদীস পাইয়াছেন। তবে একই হাদীস একাধিক স্থানে আসিয়াছে এই প্রকার হাদীস বাদ দিয়া হাদীসের সংখ্যা আসিয়াছে সাড়ে চার হাজার। এই সাড়ে চার হাজার হাদীস একত্রিত ভাবে 'জামেউল আহাদীস' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। এই জামেউল আহাদীস কিতাব খানা দশ খন্ডে সমাপ্ত। এই কিতাবের মধ্যে সাড়ে চার হাজার হাদীস ছাড়াও ছয় শত আয়াত পাকের উপর তাঁহার তাফসীর ও আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোক পাত পাইবেন। উলামায় কিরাম অনুমান করিতেছেন যে, তাঁহার সমস্ত কিতাব অনুসন্ধান করিলে প্রায় তিরিশ হাজারের মত হাদীস পাওয়া যাইতে পারে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৯)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী কোন্ কোন্ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছিলেন?

উত্তর ঃ — তিনি যে সমস্ত বিদ্যা ও বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছিলেন, সেই গুলির সংখ্যা কম বেশি পঞ্চান্ন। এই সমস্ত বিষয়ের উপর কমপক্ষে দুই এক খানা কিতাব লিখিয়াছেন। ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আহমাদ রেজা প্রথম ব্যাক্তি, যিনি পঞ্চান্ন বিষয়ে কিতাব লিখিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে পঁয়ত্রিশের বেশি বিষয়ে কেহ কিতাব লেখেন নাই। ইমাম জালালুদ্দীন সীউতীর পরে তাঁহার মত আলেম ইসলামের ইতিহাসে সন্ধান পাওয়া বিরল। তিনি যে বিষয় গুলির উপরে পূর্ণ জ্ঞানার্জন করিয়া ছিলেন সে গুলির তালিকা নীম্নে প্রদান করা হইল। (১) -ইল্মে কুরআন (২) - ইল্মে হাদীস (৩) -উসুলে হাদীস (৪) -ফিকাহ (৫) -উসূলে ফিকাহ (৬) -জাদাল (৭) -তাফসীর (৮) -আক্বায়েদ (৯) -কালাম (১০) -নূহু (১১) -সরফ (১২) -মায়ানী (১৩) -বায়ান (১৪) -বাদীয় (১৫) -মানতেক (১৬) -মুনাজারাহ (১৭) -ফালসাফা (১৮) -তাকসীর (১৯) -হাইয়াত (২০) -হিসাব (২১) -হিন্দাসা (২২) -ক্বিরাত (২৩) -তাজবীদ (২৪) -তাসাউফ (২৫) -সালুক (২৬) -আখলাক (২৭) -আসমাউর রিজাল (২৮) -সিয়ার (২৯) -তারিখ (৩০) -লোগাত (৩১) -আদব (৩২) -আরাস্ মাতিক্বী (৩৩) -জাবর ও মুকাবালা (৩৪) -হিসাব রাসতায়নী (৩৫) -লোকার সামাত (৩৬) -তাওক্বীত (৩৭) -মুনাজারা অ-মুরায়া (৩৮) -আকার (৩৯) -যীজাত (৪০) -মাসলাস কারবী (৪১) -মাসলাস মাসতাহ (৪২) -হাইয়াতে জাদীদা (৪৩) -মরাব্বায়াত (৪৪) -জাফর (৪৫) -যায়রাজাহ (৪৬) -ইল্মুল ফারায়েজ (৪৭) -উরুজ অ-ক্বাওয়াফী (৪৮) -নুজুম (৪৯) -আওফাক্ব (৫০) -ফান্নে তারীখ (আদাদ) (৫১) -নজম অ-নসর উর্দু (৫২) -নজম অ-নসর ফারসী (৫৩) -নজম অ-নসর আরবী (৫৪) -নজম অ-নসর হিন্দী (৫৫) -খত্তে নসখ অ-খত্তে নাসতা'লীক্ব। (তায়ারুফে ইমাম আহমাদ রেজা ১৭ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১০)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর লিখিত কিতাবের সংখ্যা কত?

উত্তর ঃ — এ পর্যন্ত তাঁহার লিখিত কিতাবের সংখ্যা নির্ণয়ে সতন্ত্র কোন পুস্তক প্রকাশ হয় নাই। উলামায় ইসলামের ধারণায় তিনি হাজারের অধিক কিতাব লিখিয়াছেন। এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁহার পান্ডুলিপি পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি বহু অনুসন্ধানের পর পাকিস্তান, সৌদী আরব, তুরস্ক ও লন্ডন হইতে অনেক গুলি পান্ডলিপি পাওয়া গিয়াছে। 'ইমাম আহমাদ রেজা নাম্বার' কিতাবে ৩০৬ পৃষ্ঠা হইতে ৩২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঁচ শত আট চল্লিশটি কিতাবের নাম ও কিতাবের সাল সহ একটি তালিকা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা অসম্পূর্ণ তালিকা। ১৩২৭ সাল পর্যন্ত তাঁহার লিখিত কিতাব গুলির মধ্যে যে গুলি জানা গিয়াছিল সেই গুলির নাম তালিকা ভুক্ত হইয়াছে। ইহার পরে তিনি ১৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ তেরো বৎসর তিনি লেখনীর ময়দানে অবিরাম কলম চালাইয়া ছিলেন। এক এক দিনে কয়েক শত করিয়া প্রশ্ন পত্র তাঁহার সামনে রাখা হইত। তিনি যত্ন সহকারে সেগুলির উত্তর প্রেরণ করিতেন। এক দুই দিনের মধ্যে পূর্ণ পুস্তিকা তৈয়ার করিয়া ফেলিতেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার কিতাবের পূর্ণ তালিকাটি খুব ছোট হইবেনা। এখানে পাঁচ শত আট চল্লিশটি কিাবের নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কেবল কোন্ বিষয়ে কত খানা কিতাব লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা হইল।

বিষয় ঃ —	কিতাবের সংখ্যা ঃ —
(১)-তাফসীর	১১

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) - আক্বায়েদ ও কালাম	৫৪
(৩) - হাদীস ও উসূলে হাদীস	৫৩
(৪) - ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, লোগাতে-ফেকাহ, ফারায়েজ, তাজবীদ	২১৪
(৫) - তান্‌কিদাত	৪০
(৬) - তাসাউফ, আজকার, আওফাক্ব,তা'বীর, আখলাক্ব	১৯
(৭) - তারীখ, সিয়ার, মানাক্বিব, ফাজায়েল, আদব, নূহু, লোগাত, আরুশ	৫৫
(৮) - জাফর ও তাকসীর	১১
(৯) - জাবর ও মুকাবালাহ	৪
(১০) - মাসলাস, আরাস্‌মা তাবকী, লোগার্ সাম	৮
(১১) - তাওক্বীত, নুজুম, হিসাব	২২
(১২) - হাইয়াত, হিন্দাসা, রিয়াজি	৩১
(১৩) - ফালসাফা ও মানতেক্ব	৬
মোট	৫৪৮

এই পাঁচ শত আট চল্লিশ খানা কিতাবের মধ্যে দুই শত দশ খানা আরবী ভাষায়, দুই শত একান্ন খানা কিতাব উর্দু ভাষায় ও উনো চল্লিশ খানা কিতাব ফারসী ভাষায় লেখা। বাকী কিতাব গুলি আরবী, ফারসী ও উর্দুর সংমিশ্রণে লেখা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১১)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী কি মুজাদ্দিদ ছিলেন ?

উত্তর ঃ — নিশ্চয়ই ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী মুজাদ্দিদ ছিলেন। বেদ্বীন ও বাতিল ফিরকা ছাড়া তাঁহার মুজাদ্দিদ হওয়াতে কাহারো সন্দেহ নাই। মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য যাহা প্রয়োজন , তাহা তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় মওজুদ ছিল। তাঁহার যুগে ইসলামের উপর যত রকমের ফিৎনা আসিয়া ছিল, তিনি মরদে মুজাহিদ হইয়া সমস্ত ফিৎনার মস্তক কাটিয়া দিয়াছিলেন। আমি আমার 'ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী' নামক পুস্তকে তাঁহার মুজাদ্দিদীয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখন ইসলামের শুরু থেকে এপর্যন্ত যাঁহারা মুজাদ্দিদ হইয়াছেন তাঁহাদের তালিকা প্রদান করিতেছি।

প্রথম শতাব্দির মুজাদ্দিদ উমার বিন আব্দুল আজিজ, দ্বিতীয় শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম শাফয়ী, ইমাম হাসান বিন জিয়াদ, তৃত্বীয় শতাব্দির মুজাদ্দিদ কাজী আবুল আব্বাস বিন শারীহ শাফয়ী, ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী, মোহাম্মাদ বিন জারির তাবারী, চতুর্থ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম আবু বাকার বিন বাকলানী, ইমাম আবু হামিদ আসফারাইনী, পঞ্চম শতাব্দির মুজাদ্দিদ কাজী ফখরুদ্দীন হানিফী, ইমাম মোহাম্মাদ বিন গেজালী, ষষ্ঠ শতাব্দির ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, সপ্তম শতাব্দির ইমাম তাক্কি উদ্দীন বিন দাক্কিক, অষ্টম শতাব্দির ইমাম জয়নুদ্দীনইরাকী, আল্লামা শামসুদ্দীন জাজরী, আল্লামা সিরাজুদ্দীন বেলকিনী, নবম শতাব্দির ইমাম জালাল উদ্দীন সিউতী, আল্লামা শামসুদ্দীন সাখাবী, দশম শতাব্দির ইমাম শিহাবুদ্দীন রামলী, মোল্লা আলী ক্বারী, এয়োদশ শতাব্দির ইমামে রব্বানী শায়েখ আহমাদ সারহান্দী, শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী, আল্লামা মির আব্দুল অহেদ বেলগ্রামী, দ্বাদশ শতাব্দির শাহেন শাহে হিন্দুস্তান বাদশাহ আলমগীর, শায়েখ গোলাম নকশ বন্দ লাখনুবী, কাজী মুহিব বুল্লাহ বিহারী, তের শতাব্দির শাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আব্দুল আজিজ দেহলবী, চৌদ্দ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ১৩৬/২৩৭ পৃষ্ঠা)

শাহ্ ওলি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবীকে অনেকেই দ্বাদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উলামায় ইসলামের শর্তানুযায়ী শাহ সাহেব মুজাদ্দিদ ছিলেন না। কারন, তিনি ১১১৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১১৭২ হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়া ছিলেন। তিনি কোন শতাব্দির শুরু এবং শেষ পাইয়া ছিলেন না।

ওহাবী দেওবন্দী সম্প্রদায় সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবীকে ও ইসমাঈল দেহলবীকে মুজাদ্দিদ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। আসলে ইহারা মুসলমান কিনা সন্দেহ। ইহারা পাক্কা ওহাবী ও ইংরেজদের পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। ইহাদের দ্বারায় অখন্ড ভারতে ওহাবী মতবাদ প্রচার হইয়াছে। ইহারা সুপরিকল্পিত ভাবে হানাফী মাজহাব ধংস করিতে চাহিয়া ছিলেন। ইহারা সংশোধনের নামে শত শত মুসলমানকে শহীদ করিয়াছেন। এই সমস্ত মৌলিক কারনে পাঠান মুসলমানেরা এই দুই ভন্ড পীর ও মুরীদকে হত্যা করিয়া মরঘাটে পাঠাইয়া ছিলেন। ইহাদের কলংকময় চরিত্র ইতিহাসের আলোকে উলোঙ্গ করা হইয়াছে আমার লেখা 'সেই মহা নায়ক কে ?' নামক পুস্তকে। যদি মূহুর্ত কালের জন্য মানিয়া নেওয়া যায় যে, ইহারা ওহাবী ছিলেন না। তবুও কেহ ইহাদের মুজাদ্দিদ প্রমান করিতে পারিবে না। কারন, উলামায় ইসলাম মুজাদ্দিদ হইবার জন্য একটি বিশেষ শর্ত কায়েম করিয়াছেন যে, এক শতাব্দির শেষ ও অপর শতাব্দির শুরু পাইতে হইবে। এই শর্ত ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ১২০১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৪৬ হিজরীতে নিহত হন। অনুরূপ ইসমাঈল দেহলবী ১১৯৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৪৬ হিজরীতে নিহত হন। সায়েদ সাহেব দ্বাদশ হিজরীর এক দিনও পান নাই। ইসমাইল দেহলবী দ্বাদশ হিজরী পাইলেও মাত্র সাত বৎসরের শিশু ছিলেন। দেওবন্দী জামায়াতের পরম বুজর্গ মাওলানা আব্দুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাই লাখনুবী সাহেব পর্যন্তও ইহাদের মুজাদ্দিদ সামর্থন করেন নাই। লাখনুবী সাহেব লিখিয়াছেন — উলামায় ইসলামের উক্তি অনুযায়ী পরিষ্কার প্রমাণ হইয়া গেল যে, সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী এবং তাহার মুরীদ মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী মুজাদ্দিদ নহেন। কারন, সাইয়েদ সাহেবের জন্ম ১২০১ হিজরীতে হইয়া ছিল (সারংশ - মজমুয়ায় ফাতাওয়ায় আব্দুল হাই লাখনুবী ২য় খন্ড ১৫১ পৃষ্ঠা)

উলামায় ইসলাম মুজাদ্দিদের যে, তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে কোন বাঙ্গালীর নাম নাই। বর্তমানে এপার বাংলায় ও অপার বাংলায় দেওবন্দীদের পৃষ্ঠ পোষক একটি গোষ্ঠি, যাহাদের পীরী মুরীদীর সূত্র সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী পর্যন্ত রহিয়াছে তাহারা নিজেদের খান্কায়ী পীর মর্শিদকে মুজাদ্দিদ বলিয়া খুব হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ইহা একটি ফিৎনা ও গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। এই সমস্ত ভন্ডদের আক্বীদাহ ও তরীকা সম্পূর্ণ বাতিল। ইহাদের নিকটে মুরীদ হওয়া হারাম। মুরীদ থাকিলে তাহা বাতিল করতঃ সূন্নী কোন শায়েখ মাশায়েখ এর হাতে বায়েত গ্রহণ করা জরুরী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১২)

বর্তমান শতাব্দির মুজাদ্দিদ কে ? তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী জানিতে চাই।

উত্তর ঃ — উলামায় ইসলাম গভীর ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বর্তমান শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর সাহেব জাদা মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ আল্লামা মুস্তফা রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁহার জীবনের উপর অনেক গুলি সতন্ত্র কিতাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে কেবল যত সামান্য আলোক পাত করা হইতেছে।

২২শে জিলহাজ্ ১৩১০ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯২ সালে সোমবার দিন ভারতের উত্তর প্রদেশ এর বেরেলী শহরে তাঁর জন্ম হয়। আসল নাম মোহাম্মাদ। তাঁহার জন্ম গ্রহণের দিন আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী মার্হারা শরীফে ছিলেন। সেখানে তিনি স্বপ্নে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া স্বপ্নের মাধ্যমেই "আলুর রহমান" নাম রাখিয়া ছিলেন। এই কারনে স্বপ্নের নামটি রাখা হইয়া ছিল। আবার পীরের নির্দেশ মোতাবিক নাম রাখা হয় 'আবুল বারকাত মুহ্য়ী উদ্দীন জীলানী'। ডাক নাম ছিল 'মোস্তফা রেজা' এবং সংক্ষিপ্ত নাম 'নূরী' ছিল।

উলামায় ইসলাম তাঁহাকে 'মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ' - 'আ'লা হজরত' - 'তাজদারে আহলে সুন্নাত' - 'ইমামুল ফুকাহা' 'আরিফ বিল্লাহ' ইত্যাদি উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বংশের দিক দিয়া পাঠান, মাজহাবের দিক দিয়া হানিফী এবং তরীকাতের দিক দিয়া ক্বাদেরী ছিলেন। ২৫শে জুমাদাল উখরা ১৩১১হিরীতে যখন তাঁহার বয়স মাত্র ছয় মাস ছিল, তখন শাহ সাইয়েদ আবুল হুসাইন আহমাদ নূরী মারহারাবী রাদী আল্লাহু আনহু তাঁহাকে মুরীদ করতঃ সমস্ত সিললিার খিলাফত প্রদান করিয়া ছিলেন। অনুরূপ স্বীয় পিতা আ'লা হজরতের নিকট থেকেও ইজাজত ও খিলাফত প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ রেজার প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম মাঞ্জারে ইসলামে তাঁহাকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। ১৮ বৎসর বয়ষে সমস্ত বিদ্যায় সনদ লাভ করেন। অতঃপর 'মাঞ্জারে ইসলাম' এর মুদার্রিসের মসনদে বসেন। ১৩২৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯১০ সালে ১৮ বৎসর বয়সে প্রথম ফতওয়া লিখিয়া ছিলেন। এই দিন হইতে শেষ জীবন পর্যন্ত ফতওয়া প্রদানের কাজে লিপ্ত ছিলেন। তিনি এক লক্ষেরও বেশি ফতওয়া প্রদান করিয়া ছিলেন।

১৯১১ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন। তাঁহার এক মাত্র সাহেব জাদা হজরত আনওয়ার রেজা শৈশব কালে ইন্তেকাল করিয়া যান। তাঁহার দশ কন্যা ছিলেন। ১৩২৩ হিজরী মুতাবিক ১৯০৫ সালে পিতা আহমাদ রেজার সহিত প্রথম হজ করিতে যান। ১৩৬৪ হিজরী মুতাবিক ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় হজ আদায় করেন। এই সময় পর্যন্ত ফটো করিবার কোন প্রয়োজন ছিলনা । ১৩৯১ হিজরী অনুযায়ী ১৯৭১ সালে বিনা ফটোতে হজ করিয়া ছিলেন। ইহা এক ঐতিহাসিক হজ।

ভারতের সমস্ত প্রদেশে অবিরাম তাবলিগী সফর করিতেন। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাবীজ দিয়া সৃষ্টির সেবা করিয়াছেন। তাঁহার হাতে শত শত অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। হাজার হাজার মানুষ বদ্ আক্বিদাহ থেকে তওবা করিয়াছেন। ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া মক্কা ও মদিনা শরীফ, মিসর, ইরাক, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশের বড় বড় আলেম ফাজেল ও শায়েখগন তাঁহার মুরীদ ছিলেন। তাঁহার মুরীদের সংখ্যা এক কোটিরও বেশি।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর পঞ্চাশের বেশি কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'আল্ মওতুল আহমার' ও 'ফাতাওয়ায় মুস্তফাবীয়া' অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ কিতাব। তাঁহার লিখিত প্রদান করা ফতওয়ার সংখ্যা এক লক্ষের বেশি। তন্মধ্যে দুইটি ফতওয়া ঐতিহাসিক। জেনারেল আইউব খানের আমলে উড়ো জাহাজে ঈদের চাঁদ দেখিবার ব্যাপারে সমস্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাকিস্তান ব্যাপী হাঙ্গামা সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীর বহু দেশ থেকে ফতওয়া সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সমস্যা সমাধানে কার্যকরী হইয়াছিল মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দের ফতওয়া। অনুরূপ ইন্দিরাগান্ধির আমলে নস্‌বন্দি বা ফেমিলি প্লানিং এর বিরুদ্ধে তাঁহার ফতয়াটি ছিল অত্যন্ত কঠোর।

১৪ই মুহার্রম ১৪০২ হিজরী অনুযায়ী ১২ই নভেম্বর ১৯৮১ সালে বৃহস্পতি বার রাত একটা চল্লিশ মিনিটে বিরানব্বই বৎসর বয়সে তাঁহার ইন্তেকাল হয়। সংবাদ পত্রের এক রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁহার জানাজায় পঁচিশ লক্ষ মানুষ সমবেত হইয়া ছিলেন। তাঁহার পবিত্র জীবনের উপর এক খানি সতন্ত্র পুস্তক প্রনয়নের পূর্ণ আশা রাখিলাম। সামর্থ প্রদানের মালিক মহান আল্লাহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৩)

'ইলমে রিয়াযী' কাহাকে বলে এবং এই বিদ্যায় কি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর পান্ডিত্য ছিল ?

উত্তর ঃ — গণিত বিদ্যাকে 'ইল্মে রিয়াযী' বলা হয়। এই বিদ্যায় তাঁহার অসাধারন পান্ডিত্য ছিল। মাওলানা হুসাইন মিরাঠী বর্ণনা করিয়াছেন — আলিগড় বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সালার ডক্টর স্যার জিয়াউদ্দীন এই গনিত বিদ্যায় ইউরোপ থেকে সনদ লাভ করিয়া ছিলেন। ঘটনা ক্রমে এই রিয়াযী বা গণিত বিদ্যায় কোন একটি জটিল বিষয় তাহার সামনে আসিলে বহু চেষ্টার পরেও যখন সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে, তখন তিনি জার্মান যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এই বিষয়টি উক্ত বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রফেসার মাওলানা সুলাইমান আশরাফ সাহেব জ্ঞাত হইয়া ডক্টর সাহেবকে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি বেরেলী গিয়া ইমাম আহমাদ রেজার নিকটে বলুন। ইনশাল্লাহ, নিশ্চয়ই তিনি সঠিক উত্তর প্রদান করিবেন। ডক্টর সাহেব বলিলেন - মাওলানা আপনি কি বলিতেছেন! আমি কোথায় কোথায় থেকে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, অথচ আমার দ্বারায় সম্ভব হইতেছে না। আপনি এমন এক জনের নাম বতিেছেন যে, তিনি বিদেশে যাওয়া তো দুরের কথা নিজের দেশের কোন কলেজে ভর্ত্তি হইয়া শিক্ষা লাভ পর্যন্ত করেন নাই ; আবার তিনি এই সমস্যা সমাধান করিবেন। দুই চার দিন পর ডক্টর সাহেবের চঞ্চলতা দেখিয়া মাওলানা সাহেব পূণরায় বেরেলী যাইতে পরামর্শ দিলেন। ডক্টর সাহেবের একই উত্তর যে, তিনি কি করিবেন! ইউরোপ যাইবার পূর্ণ প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। সাইয়েদ সুলাইমান সাহেব তৃত্বীয় বারে আবার বেরেলী যাইতে পরামর্শ দিলে, তিনি রুক্ষ্ম মেজাজে বলিলেন - মাওলানা ! বুদ্ধি বলিয়া একটি জিনিষ আছে, আপনি আমাকে কি পরামর্শ দিচ্ছেন! সাইয়েদ সাহেব বলিলেন যাইহোক

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহাতে দোষ কোথায়? এত দুর দেশে সফর করিবার তুলনায় বেরেলী যাওয়া তো খুবই সহজ। আলীগড় থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার রাস্তা। আপনি একবার সেখান থেকে ঘুরিয়া আসুন না কেন! ডক্টর সাহেব মানিয়া নিলেন। সূতরাং সাইয়েদ সুলাইমান সাহেবকে সঙ্গে লইয়া মারহারা শরীফে উপস্থিত হইলেন। এখান থেকে ইমাম আহমাদ রেজার পীর জাদা সাইয়েদ মেহদী হাসান সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বেরেলী শরীফ উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপারটি খুলিয়া বলিলেন। হুজুর আ'লা হজরত বলিলেন — আপনার প্রশ্নটি বলুন। ডক্টর সাহেব বলিলেন - ইহা কোন মামুলি বিষয় নয় যে, এত তাড়া তাড়ি বলিয়া দিব। আ'লা হজরত বলিলেন কম পক্ষে কিছু বলুন। ডক্টর সাহেব প্রশ্ন বলিয়া দিলেন। আ'লা হজরত শুনা মাত্র বলিলেন - ইহার উত্তর এই। ডক্টর সাহেব আশ্চর্য হইয়া গেলেন, যেন তহার চক্ষু থেকে আবরণ উঠিয়া গিয়াছে। ডক্টর সাহেব বলিলেন- আমি শুনিতাম, ইল্মে লাদুন্নী বলিয়া কোন জিনিষ রহিয়াছে ; আজ আমি তাহা চাক্ষুস দেখিলাম। এই মসলাটি জানিবার জন্য আমি জার্মানী যাইতে চাহিয়া ছিলাম। আমার প্রফেসার সাইয়েদ সুলাইমান সাহেব আমাকে রাস্তা দেখাইলেন। উত্তর শুনিয়া আমার মনে হইতেছে , যেন আপনি এই মসলাটি এখনই কিতাবে দেখিতে ছিলেন। অতঃপর ডক্টর জিয়াউদ্দীন সাহেব আলীগড় ফিরিলেন।

ইমাম আহমাদ রেজার জীবনী কার আল্লামা জাফরুদ্দীন বিহারী বলেন - ঘটনাটি শুনিয়া আমার সন্দেহ হইয়া ছিল। ১৩৪৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯২৯ সালে আমি শিমলা গিয়া ছিলাম। ঘটনা ক্রমে ডক্টর জিয়াউদ্দীন সাহেবও শিমলায় আসিয়া ছিলেন এবং তিনি একটি বিশেষ হোটেলে থাকিতেন। আমি জানিতে পারিয়া সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হইলাম এবং যাহা কিছু শুনিয়াছি তাহা সত্য কিনা জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন — আ'লা হজরত একজন আদর্শবান এবং খুবই নম্র মানুষ ছিলেন। রিয়াযী বিদ্যায় তিনি বিশেষ প্রতিভা রাখিতেন। তিনি কাহারো নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন নাই বরং ইল্মে লাদুন্নী ছিল। আমার জটিল প্রশ্নের এমনই তাৎক্ষনিক উত্তর দিয়া ছিলেন যে, যেন তিনি এই বিষয়ে বহু দিন রিসার্চ করিয়া ছিলেন। বর্তমানে হিন্দুস্তানে এই বিষয়ের কেহ বিদ্যান নাই। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ১১১/১১২/১১৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৪)

বিজ্ঞান সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর ধারণা কি ছিল, তিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কিতাব লিখিয়াছেন ?

উত্তর ঃ — তিনি বৈজ্ঞানিকদের সমস্ত ধারণার সহিত এক মত ছিলেন না। যেমন - বৈজ্ঞানিকদের ধারনায় 'পৃথিবী সূর্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে' । তিনি এই ধারনার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। 'ফাওযে মুবীন দর রদ্দে হরকাতে জমীন' নামক কিতাব লিখিয়া কুরআন হাদীস এমন কি বিজ্ঞানের থিউরী দিয়া প্রমান করিয়া দিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিকদের এই ধারনাটি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরধী। অনুরূপ বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার আরো কয়েক খানা কিতাব রহিয়াছে। যথা — মুঈনে মুবীন, আলকালেতুল মুলহিমা, মাকামিউল হাদীদ আলা খাদ্দিল মানতিকিল জাদিদ ইত্যাদি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৫)

ইমাম আহমাদ রেজার যুগে যে সমস্ত বড় বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তিনি তাহাদের প্রতি কি ধারনা রাখিতেন ?

উত্তর ঃ — আমেরিকার সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আল বার্ট আইন ইস্টাইন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর যুগের মানুষ ছিলেন। অনুরূপ তাঁহার যুগের মানুষ ছিলেন প্রফেসার আল্‌বার্ট এফ, পোর্টা। তিনি এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের থিউরী ও তাহাদের ভবিষ্যত বানীকে ভ্রান্ত প্রমান করিয়া দিয়াছেন। — ১৯১৯ সালে প্রফেসার আল্‌বার্ট এফ, পোর্টা ভবিষ্যত বানী করিয়া ছিলেন যে, ১৯১৯ সালে ১৭ই ডিসেম্বর কয়েকটি গ্রহ এবং সূর্য সামনা সামনি হইয়া যাইবে। ফলে সূর্য ও গ্রহগুলির মধ্যে একটি সংঘর্ষ হইবে। যাহার কারনে ভূমিকম্প, প্রচন্ড বিদ্যুত ও বর্ষন এবং সাংঘাতিক তুফান হইবে। ইহাতে পৃথিবীতে বিরাট অঘটন ঘটিয়া যাইবে। প্রফেসার এফ, পোর্টার এই ভবিষ্যত বানীটি ২৩শে মুহার্রম ১৩৩৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯১৯ সালে ১৮ই অক্টোবর পাটনার 'এক্স প্রেস' ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশ হয়। মানুষের মধ্যে চলিয়া আসে চরম চঞ্চলতা। হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া যায় সারা দুনিয়া জুড়ে। দুর্বল ঈমানের মানুষেরা অমুসলিমদের মত ভাঙিয়া পড়ে। শামসুল হুদা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা জাফরুদ্দীন বিহারী এই ভবিষ্যত বানী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে জ্ঞাত করিলে মুসলমানদের সাবধান করতঃ একটি বিবৃতি প্রকাশ করতঃ বলিয়া ছিলেন - মুসলমান! নিজেদের বদ আমলের কারনে খোদাকে ভয় কর। ১৭ই ডিসেম্বর সম্পর্কে আলবার্টের ভবিষ্যত বানী নিছকই ভিত্তিহীন। তাহার এই ভবিষ্যত বানীর উপর বিশ্বাস করা আদৌ শরীয়ত সম্মত নয়। ইহাতে কেহ কোন প্রকার ভয় পাইবেন না। ইহার পর তিনি কুরআনের আলোকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং বৈজ্ঞানিকদের থিউরী দিয়াও প্রমান করিয়া ছিলেন যে, আলবার্টের ভবিষ্যত বানী একেবারেই ভিত্তিহীন। তাঁহার বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ এখানে নকল করা সম্ভব হইলনা। এ বিষয়ে বিস্তারীত জানিতে হইলে 'হায়াতে আ'লা হজরত' ৯৫ পৃষ্ঠা হইতে ৯৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করুন। বৈজ্ঞানিকদের বহু থিউরীকে তিনি অকাট্য ভাবে খন্ডন করিয়া রাখিছেন তাঁহার 'ফাওযে মুবীন' ও 'মুঙ্গনে মুবীন' ইত্যাতি কিতাবে।

১৯১৯ সালে ১৮ই ডিসেম্বর নিউ ইউর্ক টাইম্জ (আমেরীকা) পত্রিকা থেকে জানা গিয়াছে যে, ১৭ই ডিসেম্বর বিশ্ব ব্যাপি আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকগন দুরবিক্ষণ যন্ত্র লইয়া উপরের দিকে খুব লক্ষ্য রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু বিশ্বের কোন স্থানে কোন রকমের দুর্ঘনা ঘটে নাই। — পরিশেষ ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমানিত হইয়াছে। (গুনাহে বেগুনাহী ৪১ পৃষ্ঠা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এর সেই পবিত্র বানী মনে পড়িয়া যায়। হুজুর বলিয়াছেন — "ইত্তাকু ফিরাসাতাল মুমিনে ফাইন্নাহু ইয়াঞ্জুরু বে নূরিল্লাহ" অর্থাৎঃ — মুমিনের দুরদর্শিতাকে ভয় কর। কারন, সে আল্লাহর নূরে দেখিয়া থাকে। (মিশকাত শরীফ) আ'লা হজরত ছিলেন একজন মুমিনে কামিল। যদি মুসলমান তাঁহার কথায় অটল থাকিতে পারিত, তাহা হইলে আজ গোমরাহীর শিকার হইত না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৬)

শোনা যায়, ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ইংরেজ সর্কারের স্বপক্ষে এবং আযাদী আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন; ইহা কত দুর সত্য ?

উত্তর ঃ — ইহা আদৌ সত্য নয়। সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মহান মুজাদ্দীদের প্রতি অপবাদ। মিথ্যাবাদীদের প্রতি খোদায়ী অভিসম্পাত। অপবাদ দেওয়া সহজ কিন্তু প্রমান করা বড়ই কঠিন। যাহারা ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর প্রতি এই ধরনের অপবাদ রটনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহারা আজ পর্যন্ত কোন দুশমনের কিতাব থেকেও প্রমান করিতে পারেন নাই যে, তিনি ইংরেজ সর্কারের কোন পদস্ত কর্মচারীর আমন্ত্রনে কোন দিন উপস্থিত হইয়াছিলেন অথবা ইংরেজ সর্কারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কোন বেতন প্রদান করা হইত অথবা কোন সময়ে সর্কারী কর্মচারীর পক্ষ থেকে তাঁহাকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইয়া ছিল অথবা ইংরেজ সর্কারের কোন অফিসারের সহিত তাঁহার গোপন সাক্ষাত হইত অথবা তিনি জীবনে কোন দিন কোন ইংরেজ অফিসারের সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য তাঁহার বাংলোয় উপস্থিত হইয়া ছিলেন অথবা তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য কোন ইংরেজ অফিসার আসিয়া ছিল অথবা তিনি পদ্য কিংবা গদ্যের মাধ্যমে কোন দিন ইংরেজ সর্কারের কোন প্রকারের প্রশংসা করিয়াছেন।

মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা সমস্ত বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিচার করিতেন। তিনি শরীয়তের বিধান সামনে রাখিয়া লক্ষ্য করিয়া ছিলেন — দুশমন সবাই সমান, চাই দেশী হউক অথবা বিদেশী। বরং অনেক সময়ে বিদেশী

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুশমন অপেক্ষা দেশী দুশমন বেশি ক্ষতি করিয়া থাকে। তাঁহার দুরদর্শিতায় লক্ষ্য করিয়া ছিলেন — ভারত বাসী মুসলিমদের সুদুর ভবিষ্যত। স্বাধীনতার সঠিক অর্থে মুসলিমরা কোন দিন স্বাধীন হইতে পারিবেনা। বিদেশী বেঈমানদের তাড়াইয়া সাময়ীক স্বাধীনতা লাভ করিলেও পরোক্ষনে দেশি দুশমনদের কাছে চির পরাধীনতা বরন করিতে হইবে এবং ঈমান ও ইসলামের উপর জীবন ধারন করা কঠিন হইয়া পড়িবে। ভারতবাসী মুসলিমদের সামনে সেই দুর্দিন দৌড়াইয়া আসিতেছে। কিন্তু কয়জন বুঝিতেছে ইমাম আহমাদ রেজার সেই অতীতের ইংগিত! বিদেশী বেঈমান বৃটিশ সর্কারকে সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়া দিয়াও কি মুসলমানেরা স্বাধীন হইতে পারিয়াছে ? আপনি কি ইসলামী জীবন যাপন করিবার মত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন? আমাকে নয়, আপনার মনকে সন্তুষ্ট করিবার মত উত্তর প্রস্তুত করিতে পারিলে নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন — ইমাম আহমাদ রেজা আযাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন নাই কেন? তবে ইহা অতি সত্য কথা যে, তিনি হিন্দু ও মুসলিমের যৌথ স্বাধীনতার সপক্ষে না থাকিলেও নিছক ইসলামিক স্বাধীনতার স্বপক্ষে আন্তরিক আশাবাদী ছিলেন। যাহা বাস্তবে রূপ নিয়া ছিল পাকিস্তান স্বাধীন হইবার সময়ে। তাঁহার হাজার হাজার মুরীদ, মুতাক্কিদ, ভক্ত ও খলীফাগন অংশ নিয়া ছিলেন এই স্বাধীনতায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৭)

ইমাম আহমাদ রেজা কি ইংরেজদের রাজত্বকে আন্তরিক ভাবে পছন্দ করিতেন ? ইংরেজদের প্রতি তাঁহার মনোভাব কেমন ছিল ?

উত্তর ঃ — না, কখনই না, দুর থেকেও নয়, মনেতে নয়, মুখেতেও নয়; কোন সময়ে তাহাদের রাজত্বকে পছন্দ করিতেন না। ইংরেজদের প্রতি তাঁহার মনোভাব অত্যন্ত কঠোর ছিল। দুই চোখ দিয়াতো নয়ই, এক চোখের কোনা দিয়াও তাহাদের দেখিতে পছন্দ করিতেন না। বন্ধু-বন্ধুর সমস্ত জিনিষকে পছন্দ করিতে বাধ্য। মনেতে পছন্দ না হইলেও মুখেতে পছন্দ বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য। অন্যথায় বন্ধুত্ব বজায় থাকা সম্ভব নয়। যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের আন্তরিক ভাবে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদের পোষাককে অপছন্দ করিতেন না। তিনি ইংলিশ কাটিং এর পোষাক পরিধান করা কেবল 'হারাম' বলেন নাই , বরং কঠিন হারাম বলিয়াছেন। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া তৃত্বীয় খন্ড ৪৪২পৃষ্ঠা, ছাপা লাইলপুর)

যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষার বিরোধীতা করিতেন না। তিনি ইংরেজী শিক্ষার বিরোধীতা করতঃ বলিয়াছেন — উহা শিক্ষা করা অনোর্থক এবং সময় নষ্ট করা। উক্ত শিক্ষায় শিশুদের ইসলাম থেকে দুরে রাখা হয়। ইসলামের মৌলিক বিষয় গুলি পর্যন্ত শিশুরা জানিতে পারেনা যে, আমরা কি এবং আমাদের দ্বীন কি ! (আল মুহাজ্জাতুল মু'তামিনা ফি আয়াতিল মুমতাহিনা ৯৩ পৃষ্ঠা, ছাপা লাহোরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের আন্তরিক ভাবে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদের পাদরীদের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রনয়ন করিতেন না। ১৩১৫ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯৭ সালে তিনি 'আস্ সাম্ সাম আলা মুশাক্কি কিন্ ফি আয়াতে উলুমিল আরহাম' নামক কিতাবে ইংরেজদের ধর্মীয় ধারনাকে অপবিত্র বাতিল ঘোষনা করতঃ তাহাদেরকে জাহান্নামী বলিয়াছেন। যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের আন্তরিক ভাবে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদের মহিলাদের সহিত বিবাহ জায়েজ বলিতেন। অনুরূপ তাহাদের জবাহ জোর গলায় হালাল বলিতেন। কারন, ইসলামে আহলে কিতাবদের জবাহ হালাল ও তাহাদের সহিত বিবাহ জায়েজ বলা হইয়াছে। ইংরেজরা আহলে কিতাবদের মধ্যে গন্য হইবে কিনা, এই বিষয়ে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অনেকেই তাহাদের মুশরিক প্রমান করিয়াছেন, আবার অনেকেই আহলে কিতাব বলিয়াছেন। উলামাদিগের মতভেদকে সামনে রাখিয়া সুযোগ গ্রহণ করতঃ ইংরেজদের আহলে কিতাব গন্য করিয়া তাহাদের জবাহ হালাল এবং তাহাদের মহিলাদের বিবাহ জায়েজ বলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহাদের থেকে দুরে থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন। দেখুন তাঁহার লেখা 'ইলামুল আ'লাম বিয়ান্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম'।

যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের আন্তরিক ভাবে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তিনি ইংরেজদের আদালতে না যাইবার পরামর্শ দিতেন না। তিনি তাঁহার লিখিত — 'তাদবীরে ফালাহ অ-নাজাত অ-ইসলাহ' নামক কিতাবে মুসলমাদের বহু বুঝাইয়াছেন — যে জাতির বিচারক কুরআন ও হাদীস, সেই জাতি কি কোন দিন আল্লাহ ও তাঁহার রাসুলের দুশমনদের আদালতে গিয়া ইসলামকে লাঞ্ছিত করিতে পারে! এই কিতাবে শত পরামর্শ দিয়া ইংরেজদের আদালতে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের আন্তরিক ভাবে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদের রাজা মহারাজাদের প্রতি অশ্রোদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন না। ইমাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহমাদ রেজা সব সময়ে খামের উপর টিকিট উল্টো করিয়া লাগাইতেন। উদ্দেশ্য, রানী ভিক্টোরিয়া ও রাজা পঞ্চম জর্জের মাথা নিচু করিয়া দেওয়া। (গুনাহে বেগুনাহী ৩২ পৃষ্ঠা)

যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের আন্তরিক ভাবে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তিনি খামের উপর অযোথা টিকিট লাগাইতে নিষেধ করিতেন না। যাহাতে ইংরেজদের রাজকোসে বেশি পয়সা না জমে সেজন্য খামের উপর অতিরিক্ত টিকিট লাগাইতে নিষেধ করিতেন। (হায়াতে আ'লা হজরত প্রথম খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা)

যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের আন্তরিক ভাবে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তিনি ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে তাঁহার ঘর থেকে টাকা পয়সা ও চিঠি পত্র গুলি বাহির করিয়া লইতে আদেশ করিতেন না। কারন, ঐ সমস্ত জিনিষের উপর ইংরেজদের রাজা ও রানীর ছবি ছিল। দেখুন - (অসায়া শরীফ ৮পৃষ্ঠা)

যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের অন্তরিক ভাবে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদেরকে বাঁদর বলিতেন না। মুফতী বুরহানুল হক জব্বল পুরী বর্ণনা করিয়াছেন - একদিন আসরের নামাজের পর ভ্রমনে বাহির হইয়া ছিলেন। এক দল সৈন্যকে দেখিয়া বলিলেন — 'কম বখ্তরা একে বারেই বাঁদর'। (ইকরামে ইমাম আহমাদ রেজা ৯১ পৃষ্ঠা)

যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের আন্তরিক ভাবে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তিনি ইংরেজ বিরোধী মানুষকে ভাল বাসিতেন না। কট্টর ইংরেজ বিরোধী বীর মুজাহিদ মাওলানা কিফাইয়াত আলী কাফী মুরাদাবাদী, যাহাকে ১৮৫৮ সালে শুলী দেওয়া হইয়া ছিল; ইমাম আহমাদ রেজা এই অমর শহীদের সম্পর্কে শত প্রশংসায় পদ্য রচনা করিয়া ছিলেন। (হাদাইকে বখ্শিশ বাদাউনী ছাপা ৯৩/৯৪ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত উদ্ধৃতিগুলির আলোকে কি প্রমান হয়না যে, ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী বৃটিশ বিরোধী মানুষ ছিলেন? ইনসাফের সহিত বিচার করিলে কি কোন ঈমান্দার তাঁহাকে ইংরেজদের এজেন্ট বলিতে পারিবেন? খোদা তায়ালা সমগ্র মানব জাতীকে ইনসাফ করিবার তৌফিক দান করেন। আমিন - ইয়া রব্বাল আলামীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৮)

ইংরেজদের দালাল বলিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে বদনাম করিয়া থাকে কাহারা এবং কেন বদনাম করিয়া থাকে?

উত্তর ঃ — ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে উলামায় দেওবন্দের সহিত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বিতর্ক বহুদিন থেকে চলিতে ছিল। প্রথমে তিনি অতি নম্রতার সহিত সমঝাইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু ভাগ্য লিপিতে যাহাদের দুর্ভাগ্য লিখিত রহিয়াছে তাহারা কোন দিন না বুঝিবে, না তাহাদের বোঝানো যাইবে। যখন বিতর্ক চরমাকার ধারন করিল এবং শেষ পর্যন্ত সম্ভব হইল না — ভূল স্বীকার করানো। দায়িত্ব আসিয়া গেল উলামায় ইসলামের উপর। প্রথম পর্য্যায় পালন করিলেন ইসলামের এই গুরু দায়িত্ব মুজাদ্দিদে আ'জম ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী। গর্জিয়া উঠিলেন শরীয়তের সাংবিধানিক উলোঙ্গ তলোয়ার হাতে নিয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের পরে নতুন নবীর আগমনে বিশ্বাসী হইবার অপরাধে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবীকে, নবী অপেক্ষা শয়তানের ইল্‌ম বেশি বলিবার এবং এই কুফরীকে সমর্থন করিবার অপরাধে খলীল আহমাদ আম্বেহঠী ও রশীদ আহমাদ গাংগুহীকে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের পবিত্র জ্ঞানের সহিত জন্তু জানোয়ারের জ্ঞানের তুলনা দেওয়ার অপরাধে আশরাফ আলী থানুবীকে কাফের বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী। ভারত থেকে আরব পর্যন্ত কয়েক শত শীর্ষস্থানীয় উলামায় কিরাম বহু বিবেচনার পর তাঁহার ফতওয়ার সমর্থনে স্বাক্ষর করিলেন। সারা দুনিয়ায় দেওবন্দীদের কলংক ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের এই কলংক মুছিবার জন্য নিজেদের কুফরী উক্তিগুলির অপব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উলামায় আহলে সুন্নাত তাহাদের অপব্যাখ্যার খন্ডনে কিতাব লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপরের চার জন দেওবন্দী আলেমদের কুফরী বাক্যগুলি যথাক্রমে তাহজীরুন্নাস, বারাহীনে কাতেয়া, হিফুজুল ঈমান ইত্যাদি কিতাবে রহিয়াছে। উলামায় ইসলামের ফতওয়াগুলি রহিয়াছে- 'হুসামুল হারামাইন' ও 'আস্ সাওয়ারিমুল হিন্দীয়া' কিতাবে।

দেওবন্দী আলেমগন নিরূপায় হইয়া - 'উল্টা চোর কোতওয়াল কো ডাঁটে' এর ভূমিকা গ্রহন করিলেন। মুজাদ্দিদে আ'জম ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে প্রতিশোধ নিতে শরীয়ত থেকে সরিয়া রাজনৈতিক ময়দানে তাঁহাকে কলংক করিতে চাহিলেন। চরম অপ প্রচার আরম্ভ করিলেন -'ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী বৃটিশের দালাল। আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক অপ প্রচার পুরা দমে চালাইতেছেন। সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করিয়া এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত মানুষ, সেই সঙ্গে এক দল অনোভিজ্ঞ আলেম পর্যন্ত পড়িয়া গেলেন চরম বিভ্রান্তিতে। ভারত, পাকিস্তানের সত্যানুসন্ধানী কিছু বুদ্ধিজিবী ব্যক্তি ইতিহাসের আলোকে যাচাই করিতে আরম্ভ করিলেন ইমাম আহমাদ রেজার রাজনৈতিক জীবন।

সুবহান আল্লাহ ! যাহারা চোর চোর বলিয়া চিল্লাইতে ছিলেন তাহারাই চোর বলিয়া প্রমান হইতেছেন। যাহারা ইংরেজদের দালাল বলিয়া ইমাম আহমাদ রেজাকে কলংক করিতে চাহিতেছেন বাস্তবে তাহারাই কলংক হইতেছেন। ইতিহাসের আলোতে ইমাম আহমাদ রেজাকে ঝলমলে সাদা দেখাইতেছে এবং পাশে দেখা যাইতেছে দেওবন্দী আলেমদের বদ সুরাত কালো মুখ। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে আজই সংগ্রহ করুন বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ রেজবী মাহির প্রফেসার ডক্টর মাসউদ আহমাদ দেহলবীর লেখা 'গুনাহে বেগুনাহী', রাজা গোলাম মোহাম্মাদ লাহোরীর 'ইমতিয়াজে হক' ও শাহ হুসাইন গারদেজীর 'হাক্বাইক্বে তাহরীকে বালাকোট' আমার লেখা - সেই মহানায়ক কে? ইত্যাদি। তবে এক ঝলকে উলামায় দেওবন্দকে দেখিয়া উপলব্ধি করুন -তাহারা কেমন বৃটিশ বিরোধী ছিলেন !

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওবন্দীদের ইমামে রব্বানী রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাহেব বলিয়াছেন - 'আমি যখন প্রকৃত পক্ষে সরকারের অনুগত, তখন মিথ্যা অভিযোগে আমার লোম বেঁকা হইবেনা। আর যদি মরিয়া যাই, তাহা হইলে সর্কার আমার মালিক। তাহার অধিকার রহিয়াছে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। (তাজকিরা তুর রশীদ প্রথম খন্ড ৮০ পৃষ্ঠা)

অনুরূপ দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানুবী এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন- জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিঙ্গাসা করিয়া ছিল - যদি রাজত্ব তোমাদের হইয়া যায়, তাহা হইলে ইংরেজদের সহিত কেমন ব্যবহার করিবে? আমি বলিলাম- উহাদের অনুগত করিয়া রাখিব। তবে সেই সঙ্গেই উহাদের অত্যন্ত আরামের সহিত রাখিব। কারন, উহারা আমাকে আরাম দিয়াছে। (ইফাদা তুল ইয়াউমিয়া পৃষ্ঠা ৬৯৭)

দেওবন্দ মাদ্রাসা সম্পর্কে বৃটিশ সর্কারের গোপন রিপোর্ট ঃ — 'এই মাদ্রাসা সর্কারের বিরোধী নয়। বরং সর্কারের স্বপক্ষে সাহায্যকারী'।

(নঈ দুনিয়া মাদানী নং — ৪৩ পৃষ্ঠা, কলম নং — ২)

উলামায় দেওবন্দ যদি বৃটিশ বিরোধী হইতেন, তাহা হইলে গাংগুহী সাহেব সর্কারকে মালিক এবং তাহাদের অনুগত বলিয়া ঘোষনা করিতেন না।

উলামায় দেওবন্দ যদি বৃটিশ বিরোধী হইতেন, তাহা হইলে থানুবী সাহেব বৃটিশের সূখ শান্তির চিন্তা করিতেন না।

উলামায় দেওবন্দ যদি বৃটিশ বিরোধী হইতেন, তাহা হইলে বৃটিশ সরকার দেওবন্দ মাদ্রাসার স্বপক্ষে সুন্দর রিপোর্ট পেশ না করিয়া মাদ্রসার ভিতের প্রথম ইঁটটি উঠাইয়া ফেলিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৯)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী কি ইসলামের মধ্যে কোন নতুন ফিরকা কায়েম করিয়া ছিলেন? বেরেলবী কাহাদের বলা হয়?

উত্তর ঃ — লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের সাচ্চা নায়েব ও মুজাদ্দিদে জামান অর্থাৎ যুগো সংস্কারক ছিলেন। ইসলামের মধ্যে নতুন ফিরকা আবিষ্কার করার জন্য মুজাদ্দিদের আগমন হয় না, বরং মুজাদ্দিদ নতুন ফিরকার পূর্ণ বিরোধীতা ও মুকাবিলা করিয়া থাকেন। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী তের বৎসর বয়স থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালনে রত ছিলেন। তাঁহার যুগে কাদিয়ানী থেকে আরম্ভ করিয়া ওহাবী - দেওবন্দী পর্যন্ত যত ফিরকা জন্ম নিয়াছিল, তিনি প্রত্যেকের সহিত মুকাবিলা করিয়াছেন। ওহাবী ফিৎনা সব চাইতে মারাত্বক ফিৎনা। ইহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম সম্পর্কে যঘন্য ধারনা পোষন করিয়া থাকে। যথা — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম হায়াতুন নবী নহেন, তিনি শাফায়াত করিতে পারিবেন না, তাঁহার অসিলা দিয়া দোওয়া চাওয়া শির্ক, তাঁহার রওজা শরীফ যিয়ারত করিতে যাওয়া ব্যাভিচারের পর্য্যায়পাপ, তাঁহার প্রতি দরুদ শরীফ ও মীলাদ শরীফ পাঠ করা বিদয়াত - হারাম ইত্যাদি। (আশ্ শিহাবুস্ সাকিব ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ৬৭ পৃষ্ঠা) ওহাবীরা যেমন মাজহাব বিরোধী তেমন তরীকা বিরোধী। ইহারা হানাফী, শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বালী মাজহাবের মধ্যে না কোন মাজহাব মানিয়া থাকে, না ক্বাদেরীয়া, চিশ্তীয়া, নক্শা বন্দীয়া ও মুজাদ্দেদীয়া তরীকার মধ্যে কোন তরীকা সমর্থন করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া ইহারা হানাফী মাজহাবের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘোর শত্রু। এই ওহাবী সম্প্রদায় ভারতে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। যথা - দেওবন্দী, তাবলিগী ও জমীয়তে উলামায় হিন্দ, জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি। যেহেতু অখন্ড ভারত হানিফী প্রধান দেশ, সেহেতু ইহারা নিজেদেরকে হানাফী বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে এবং হানাফী মাজহাব অনুযায়ী আমল করিয়া আসিতেছিল। বর্তমানে ইহারা হানাফী মাজহাব বিরোধী আমল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। দেওবন্দী আলেম ও তালেবুল ইল্ম এবং তাবলিগী জামায়াতের অধিকাংশ মানুষ নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠায় না, ইহারা আট রাকয়াত তারাবীহ পড়িয়া থাকে ইত্যাদি। যেখানে ইহাদের প্রভাব পড়িয়াছে সেখানে মীলাদ শরীফ, কিয়াম, উরুষ শরীফ ও ফাতিহা ইত্যাদি বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করিয়া চরম ফিৎনা আরম্ভ করিয়াছে। ইমাম আহমাদ রেজা যেমন মাজহাবের দিক দিয়া শক্ত হানিফী ছিলেন, তেমনই তরীকার দিক দিয়াও কট্টর ক্বাদেরী ছিলেন। তাঁহার অনুস্বরণকারীদের বেরেলবী বলা হয়। উপমহাদেশে এক মাত্র বেরেলবীরাই খাঁটি হানিফী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২০)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বিশেষত্ব কি ছিল ?

উত্তর ঃ — (১) - 'মোহাম্মাদ' শব্দ শুনিলে অবশ্যই 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম' বলিতেন। (২) -শয়ন করিবার সময়ে নিজের মুবারক দেহকে 'মোহাম্মাদ' শব্দের ন্যায় করিয়া লইতেন। (৩) - কোন সময়ে কিবলার দিকে মুখ করিয়া থুথু ফেলিতেন না। অনুরূপ কোন সময়ে কিবলার দিকে পা করিতেন না। (৪) - হাওয়াই তুলিবার সময়ে দাঁতে আঙ্গুল রাখিয়া চাপিতেন, যাহাতে শব্দ পয়দা না হয়। (৫) - কখনো 'হা হা' করিয়া হাসিতেন না। (৬) - পাগড়ী পরিধান করতঃ নামাজ পড়িতেন। (৭) - নিজের আয়না, চিরুনী আলাদা রাখিতেন। (৮) - অবশ্যই মেসওয়াক করিতেন। (৯) - মাথা মুবারকে ফুল তৈল দিতেন। (১০) - মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে বিনা পয়সায় তা'বীজ দিতেন। (১১) - দোকান্দার বিনা পয়সায় মাল দিতে ইচ্ছা করিলে অথবা কম মূল্যে দিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না, বরং বাজারী মূল্য দিয়া মাল লইতেন। (১২) - মানুষের অন্তর জয় করা জরুরী মনে করিতেন। (১৩) - মসজিদ থেকে বাড়ীতে ফিরিবার সময়ে পাগড়ী খুলিয়া বগলে দাবাইয়া লইতেন। (১৪) - পথ চলিবার সময়ে আস্তে আস্তে পা ফেলিতেন এবং সাধারনতঃ নিচের দিকে তাকাইয়া চলিতেন। (১৫) - কিতাব ও ফতওয়া লেখার কাজে অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন। (১৬) - আসরের নামাজের পর একটি বিশেষ সময়ে মেহমান ও সাধারণ মানুষের সাক্ষাতের সূযোগ দিতেন। (১৭) - খুব ধীরস্থির ভাবে এবং এত্‌মিনানের সহিত নামাজ আদায় করিতেন। (১৮) - প্রত্যেক মানুষের সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন। (১৯) - সামার্থনুযায়ী সবাইকে সম্মান দিতেন। (২০) - সাইয়েদদিগকে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তি করিতেন। (২১) - কাহারো শরীয়ত বিরোধী কাজ করিতে বা বলিতে দেখিলে সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করিয়া দিতেন। (ইমাম আহমাদ রেজা নম্বর ৩৬১/৩৬৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২১)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর আ ওলাদদিগের তালিকা কি এবং বর্তমানে তাঁহার আওলাদগনের মধ্যে সব চাইতে বড় আলেম কে?

উত্তর ঃ —

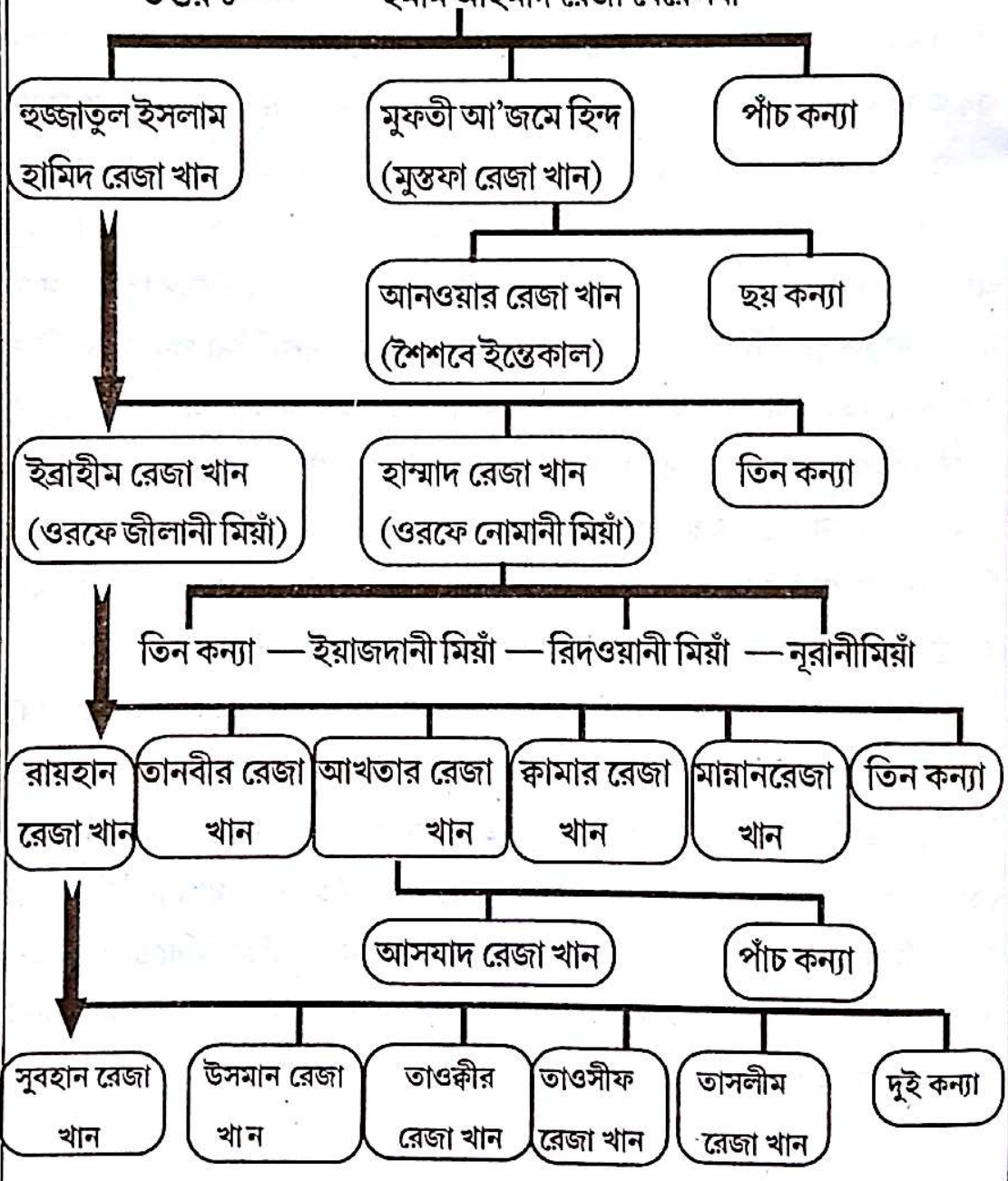

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বড় সাহেব জাদা হামিদ রেজা খানের উপাধি ছিল - হুজ্জাতুল ইসলাম। ১২৯২ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৫ সালে হুজ্জাতুল ইসলাম জন্ম গ্রহন করিয়াছেন। তিনি সেই যুগে সব চাইতে বড় আলেম ছিলেন। তিনি তাঁহার পরম পিতা ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর খিলাফতের মসনদে বসিয়া প্রায় ২২ বৎসর ইসলামের খিদমত করিয়াছেন। তিনি বহু কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে 'ফাতাওয়ায় হামিদীয়া' সব চাইতে বিখ্যাত। সত্তর বৎসর বয়সে ১৩৬৩ হিজরী অনুযায়ী ১৯৪৩ সালে নামাজের অবস্থায় 'তাশাহ্ হুদ' পাঠ করিবার সময় ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার জানাজা পড়াইয়া ছিলেন মুফতীয়ে আ'জমে পাকিস্তান আল্লামা সরদার আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর রওজা পাকের মধ্যে হুজ্জাতু ইসলামের রওজা মুবারক রহিয়াছে। হুজ্জাতুল ইসলামের সাহেব জাদাগনের মধ্যে হজরত হাম্মাদ রেজা খান ওরফে নো'মানী মিয়াঁর খান্দান পাকিস্তানে রহিয়াছে। মুফাস্সীরে আ'জমে হিন্দ হজরত ইব্রাহীম রেজা খান ওরফে জীলানী মিয়াঁর খান্দান ভারতে রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে হজরত রায়হানে মিল্লাত আল্লামা রায়হান রেজা খান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ১৪০৫ হিজরী ১৮ই রমজান অনুযায়ী ১৮৮৫ সালে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইনি আরব, আফ্রীকাহ, দক্ষিণ আফ্রীকাহ, হল্যান্ড, বৃটেন, আমেরিকা, মাষ্টার, মারিসাম, শ্রীলংকা, নেপাল, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে দ্বীন ইসলামের প্রচারে সফর করিয়াছেন।

হজরত তানবীর রেজা খান এর কোন সংবাদ নাই। হজরত আখতার রেজা খান, ক্বামার রেজা খান, মান্নান রেজা খান হায়াতে রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আল্লামা আখতার রেজা খান আজহারী সাহেব কিবলা বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানের সব চাইতে বড় মুফতী এবং বিশ্বব্যাপী আহলে সুন্নাতের পীর মুর্শিদ। ইনি পাক ভারত উপমহাদেশ তথা এশিয়া, আফ্রীকাহ ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ইসলাম প্রচারের কাজে সফর করিয়া থাকেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁহার পবিত্র হাতে বায়েত গ্রহণ করিতেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্তমানে উলামায় ইসলাম তাঁহাকে 'তাজুশ্ শরীয়ত' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। যেহেতু তিনি মিসরের জামে আজহার থেকে ফারিগ হইয়াছেন সেহেতু সাধারণতঃ তাঁহাকে আজহারী মিয়াঁ বলা হইয়া থাকে। আল্লাহু তায়ালা তাঁহার দীর্ঘায়ু দান করেন। আমিন — ইয়া রব্বাল আলামীন।

—ঃ আমার পীরের পরিচয় ঃ—

আমার পীরের পরিচয় আখতার রেজা নাম -
বেরেলী তাঁহার বাসস্থান ঘোরেন সারা জাহান।
ইল্মে জাহেরের সাগর তিনি - ইল্মে মারেফাতের ময়দান
হুজুর মুফতীয়ে আ'জমের নমুনা - ইমাম আহমাদ রেজার খান্দান।
হজ করিবার মহান মানসে - মক্কা শরীফ যান
বন্দী তাঁহার করিয়াছিল - তথাকার ওহাবী নাদান।
তাহারা এমন নাদানের নাদান - জানেনা আমার মুর্শিদেরই মান
বর্তমানে যাঁহার নামে - কাঁপে হিন্দ পাকিস্তান।।
পরিশেষে দুয়া করি দরবারে রহমান
দয়া করে দীর্ঘ আয়ু কর তাঁহার দান।।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২২

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বাক্যাবলী কি কোন সতন্ত্র কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ? সেই কিতাব থেকে কিছু কিছু অংশের উপর আলোকপাত করিলে ভাল হয়।

উত্তর ঃ — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বাক্যাবলী একত্রিত করিয়াছেন তাঁহার কনিষ্ঠ সাহেব জাদা মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ আল্লামা মুস্তফা রেজা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এই বাক্যাবলীর সমষ্টিগত নাম 'আল মাল ফুজ'। যাহা চার খন্ডে সমাপ্ত 'আল মাল ফুজ' কিতাব হইতে কিছু সুন্দর সুন্দর কথা নকল করা হইতেছে।

প্রশ্ন ঃ — বক্তার জন্য আলেম হওয়া জরুরী ?

উত্তর ঃ — আলেম না হইলে ওয়াজ করা হারাম।

প্রশ্ন ঃ — হুজুর! হাফেজ কত জনকে শাফায়াত করিবে ? শোনা গিয়াছে যে, তাহার আত্মীয়দের দশ ব্যক্তিকে শাফায়াত করিবে ?

উত্তর ঃ — হ্যাঁ, তাহার পিতা মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন তাজ পরিধান করানো হইবে যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত হইয়া যাইবে। শহীদ পঞ্চাশ জনের, হাজী সত্তর জনের এবং আলেমগন অগনিত মানুষকে শাফায়াত করিবেন। এমন কি আলেম এর সঙ্গে যাহাদের সামান্য সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাদের পর্যন্ত শাফায়াত করিবেন। কেহ বলিবে - আমি অজুর পানি দিয়াছিলাম। কেহ বলিবে - আমি অমুক কাজ করিয়া ছিলাম। মানুষের হিসাব হইতে থাকিবে এবং তাহাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হইবে। আলেমগনের হিসাব হইয়া যাইবার পরও তাহাদের জান্নাতে যাইতে দেওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইবে না। আলেমগন বলিবেন — ইলাহী! সবাই জান্নাতে যাইতেছে, আমাদের কেন যাইতে দেওয়া হইতেছে না? উত্তর দেওয়া হইবে - আজ তোমরা আমার নিকটে ফেরেশ্তাদের মত। শাফায়াত কর, তোমাদের শাফায়াতে মানুষকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক সূন্নী আলেমকে বলা হইবে - তোমাদের শিষ্যদের শাফায়াত কর, যদিও তাহাদের সংখ্যা আকাশের তারকা রাজির সমান হয়।

প্রশ্ন ঃ — হুজুর! এক ব্যক্তি আমার নিকট হইতে কিছু টাকা ঋণ লইয়াছে, কিন্তু পরিশোধ করিতেছে না ।

উত্তর ঃ — এই যুগে ঋণ দেওয়ার পর পাইবার আশা করা কঠিন ধারনা। আমি মানুষের নিকটে পনেরো শত টাকা পাইব। টাকা দেওয়ার সময়ে মনে করিয়া ছিলাম - পরিশোধ করিলে ভাল। অন্যথায় কাহারো নিকটে চাহিবনা। যাহারা ঋণ লইয়াছে তাহারা দেওয়ার কথা মুখে আনে নাই। (ফের নিজেই বলিলেন) যখন এই প্রকার ঋণ প্রদান করিতেছি, তখন একেবারে করিতেছি না কেন? এই কারনে যে, হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে - যখন কাহারো নিকটে কাহারো ঋণ থাকিবে এবং পরিশোধ করিবার দিন অতি বাহিত হইয়া যাইবে, তখন এই পরিমান টাকা দান করিবার সওয়াব পাইবে। এই বড় সওয়াবের জন্য আমি ঋণ দিয়াছি, একেবারে দান করি নাই। কারন, প্রত্যেক দিন পনেরো শত করিয়া টাকা দান করিবার জন্য কোথায় পাইতাম।

প্রশ্ন ঃ — ইদ্দাতের মধ্যে বিবাহ জায়েজ?

উত্তর ঃ — ইদ্দাতের মধ্যে বিবাহ তো দুরের কথা, বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া পর্যন্ত হারাম।

প্রশ্ন ঃ — হজরত নূহ আলাইহিস্ সাল্লাম কি পৃথিবীতে এক হাজার বৎসর অবস্থান করিয়া ছিলেন?

উত্তর ঃ — না, বরং তিনি প্রায় ষোল শত বৎসর ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন ঃ — কিয়ামত কবে হইবে এবং ইমাম মাহদী কবে প্রকাশ হইবেন?

উত্তর ঃ — কিয়ামত কবে হইবে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত রহিয়াছেন এবং আল্লাহর জানানোয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম জানেন। কিয়ামতের বিবরনে বলা হইয়াছে- 'আলিমুল গায়বি ফালা ইউজহিরু আলা গয়রিহী আহাদান ইল্লা মানির্তাদা মির্ রসুল' অর্থাৎ আল্লাহ গায়েব জ্ঞাত রহিয়াছেন। তিনি কাহারো নিকট গায়েব প্রকাশ করেন না কিন্তু তাঁহার পছন্দনীয় রসুলের নিকটে।

ইমাম কাস্তালানী প্রমূখগন ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই গায়েবের অর্থ কিয়ামত -যাহা উপরের আয়াত শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম জালাল উদ্দীন সীউতীর আগে অনেক উলামায় কিরাম হাদীসের ভিত্তিতে হিসাব করিয়াছেন যে, এই উম্মাত হাজার হিজরী অতিক্রম করিবে না। ইমাম জালাল উদ্দীন সীউতী ইহার বিরোধীতা করতঃ এক খানা পুস্তিকা প্রনয়ন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুস্তিকা - 'আল্ কাশ্ফু আন তাজাউজি হাজিহিল উম্মাতিল্ আল্ফু' এর মধ্যে প্রমান করিয়াছেন যে, এই উম্মাত নিশ্চয় হাজার হিজরী অতিক্রম করিবে। তিনি এক হিসাবে ধারণা করিয়াছেন যে, তের শত হিজরীতে দুনিয়া শেষ হইয়া যাইবে। ইমাম জালাল উদ্দীন সীউতী ৯১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন। আল্ হামদু লিল্লাহ, তের শত হিজরী থেকে ২৬ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। কিয়ামত তো দুরের কথা, কিয়ামতের বড় বড় শর্ত গুলির মধ্যে কিছুই প্রকাশ হয় নাই। ইমাম মাহদী সম্পর্কে ধারাবাহিক বহু হাদীস আসিয়াছে। কিন্তু সেগুলিতে কোন সময় নির্দিষ্ট নাই। কিছু ইল্মের মাধ্যমে আমার ধারণা হইতেছে যে, ১৮৩৭ হিজরীতে কোন ইসলামী রাজত্ব থাকিবে না এবং ১৯০০ হিজরীতে হজরত ইমাম মাহদী প্রকাশ হইবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন ঃ — ইহা কি সত্য ? পবিত্র মিরাজের রাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম আর্শে পৌঁছিয়া পবিত্র জুতা জোড়া খুলিতে ইচ্ছা করিলেন যে, হজরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে অদিয়ে আয়মানে জুতা শরীফ খুলিতে আদেশ হইয়া ছিল। সঙ্গে সঙ্গে গায়েব থেকে আওয়াজ আসিল মাহবুব! তুমি পবিত্র জুতা পরিধান করিয়া তাশরীফ রাখিলে আর্শের ইজ্জত বাড়িয়া যাইবে।

উত্তর ঃ — এই বর্ণনা একেবারেই মিথ্যা।

প্রশ্ন ঃ — মিরাজ শরীফের রাতে যখন বোরাক্ব হাজির করা হইল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম কাঁদিয়া ফেলিলেন। হজরত জিব্রাইল আমীন কারন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন — আজ আমি বোরাক্বে যাইতেছি, কাল কিয়ামতে আমার উম্মাত খালি পায়ে পুল সিরাত্ব পার হইবে; ইহা মুহাব্বতের বিপরীত। তখন আল্লাহু তায়ালা বলিলেন - হাশরের দিন তোমার প্রত্যেকটি উম্মাতের জন্য কবরে একটি করিয়া বোরাক্ব পাঠানো হইবে। এই বর্ণনাটি সত্য কি না ?

উত্তর ঃ — ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই প্রকার আরো বহু ভিত্তিহীন বর্ণনা রহিয়াছে। কি আর বলা যাইবে।

প্রশ্ন ঃ — যদি কোন যুবতীকে কোন বৃদ্ধ বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে খেজাব করিয়া চুল কালো করা চলিবে কিনা ?

উত্তর ঃ — বুড়ো গরু শিং ভাঙিলে বাছুর হইবে না।

প্রশ্ন ঃ — ফাতাওয়ায় আলম গিরীর লেখক কে ?

উত্তর ঃ — উক্ত কিতাবের লেখক মাওলানা নিজামুদ্দীন। সুলতান আলমগীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি উলামায় কিরামকে একত্রিত করিয়া লেখাইয়া ছিলেন। কয়েক লক্ষ টাকা খরচা হইয়া ছিল। বহু কিতাব সংগ্রহ করা হইয়া ছিল এবং সমস্ত কিতাবের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এই কিতাব লেখা হইয়া ছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন ঃ — হুজুর! ইহা কি ঠিক — কাবা শরীফ জান্নাতে যাইবে?

উত্তর ঃ — হ্যাঁ, কাবা শরীফ এবং সমস্ত মসজিদ।

প্রশ্ন ঃ — দাফনের সময়ে আজান দেওয়া হয় কেন?

উত্তর ঃ — শয়তান তাড়াইবার জন্য। হাদীস শরীফে আছে - যখন আজান হয়, তখন শয়তান ৩৬ মাইল দুরে পলায়ন করে। হাদীসের ভাষায় আসিয়াছে - 'রোহা' পলায়ন করে। মদীনা শরীফ হইতে রোহার ব্যবধান ছত্রিশ মাইল। যখন মুনকীর নাকির প্রশ্ন করিয়া থাকে- তোমার প্রতি পালক কে? এই অভিশপ্ত নিজের দিকে ইংগিত করত ঃ বলিয়া থাকে যে, আমাকে বলিয়া দাও। যখন আজান হয়, তখন পলায়ন করে। চঞ্চলতা থাকেনা। অতঃপর প্রশ্ন করে - তোমার দ্বীন কি? ইহার পর প্রশ্ন করে - ইহার সম্পর্কে কি বলিতেছে? ইহা জানা নাই - স্বয়ং হুজুর উপস্থিত হইয়া থাকেন অথবা হুজুরের রওজা পাকের পরদা উঠাইয়া দেওয়া হয়। শরীয়তে বিস্তারিত বিবরন নাই। যেহেতু পরিক্ষার সময়। এই কারনে - এই নবী বলা হইবেনা। এই লোকটি বলা হইবে।

প্রশ্ন ঃ — হুজুর শরীয়তে 'বিসমিল্লাহ' খানী করিবার কোন নির্দিষ্ট বয়স আছে?

উত্তর ঃ — শরীয়তে নির্দিষ্ট কিছুই নাই। হ্যাঁ, আউলিয়ায় কিরামদের নিকটে নির্দিষ্ট সময় চার বৎসর চার মাস চারদিন। হজরত খাজা কুতবুল হক অদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাদী আল্লাহু আনহুর বয়স যেদিন চার বৎসর চার মাস চার দিন হইয়া ছিল, সেই দিন 'বিসমিল্লাহ' খানির দিন ধার্য্য হয়। মানুষকে দাওয়াত করা হইল। হজরত খাজা গরীব নাওয়াজ রাদী আল্লাহু আনহু উপস্থিত হইলেন। বিসমিল্লাহ শরীফ পড়াইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইলহাম হইল - অপেক্ষা কর। হামিদ উদ্দীন নাগ্ওয়ারী আসিতেছেন, তিনিই বিসমিল্লাহ শরীফ পড়াইবেন। এদিকে নাগরে কাজী হামিদ উদ্দীন

pdf By Syed Mostafa Sakib

রহমাতুল্লাহ আলাইহির ইলহাম হইল - অতি শীঘ্র যাও, আমার এক বান্দাকে 'বিসমিল্লাহ' পড়াইয়া দাও। কাজী সাহেব শীঘ্র উপস্থিত হইলেন এবং হজরতকে বলিলেন - সাহেব জাদা, পড় - 'বিসমিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম'। হজরত পড়িলেন - আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বা নির্রাজিম, বিসমিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম। এবং প্রথম থেকে পনেরো পারা পর্যন্ত মুখস্ত শুনাইয়া দিলেন। হজরত কাজী সাহেব এবং খাজা সাহেবকে বলিলেন - আমি আমার মায়ের পেটে এতটাই শুনিয়া ছিলাম। এই পর্যন্ত মায়ের মুখস্ত ছিল, আমারও ইহা মুখস্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন ঃ — মরনের সময় থেকে কি আরবী ভাষা হইয়া যাইবে ?

উত্তর ঃ — এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে কিছু বর্ণিত হয় নাই। ইবরিজ শরীফের লেখক হজরত আব্দুল আজিজ দাব্বাগ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - মুনকির নাকীরের প্রশ্ন সির্য়ানী ভাষায় হইবে এবং কিছু শব্দও বলিয়াছেন।

প্রশ্ন ঃ — হজরত খিজির আলাইহিস সালাম নবী কিনা ?

উত্তর ঃ — অধিকাংশরই অভিমত এবং সঠিকও ইহাই যে, তিনি নবী এবং জীবিত। সমুদ্রের খিদমত তাঁহার দায়িত্বে রহিয়াছে এবং ইলিয়াস আলাইহিস সালাম এর উপর স্থলভাগের খিদমত করিবার দায়িত্ব। (তার পর বলিলেন) - চার জন নবী জীবিত আছেন। এখন পর্যন্ত ইহাদের উপর মৃত্যু আসে নাই। অনুরূপ প্রত্যেক নবী জীবিত রহিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহু তায়ালা আম্বিয়াগনের দেহকে খাওয়া মাটির উপর হারাম করিয়া দিয়েছেন। আল্লাহর নবী জীবিত রহিয়াছেন। আহারও প্রদান করা হইয়া থাকে। আম্বিয়া আলাইসি্ সালামগনের উপর কেবল খোদায়ী প্রতি শ্রুতি পূর্ণ হইবার জন্য মৃত্যু আসিয়া থাকে। অতঃপর প্রকৃত জীবন ও দুনিয়াবী অনুভূতি প্রদান করা হয়। যাইহোক, ঐ চার জনের মধ্যে দুইজন আকাশে এবং দুই জন জমীনে। হজরত খিজির ও ইলিয়াস আলাইহিমাস্ সালাম জমীনে এবং হজরত ইদ্রীস ও হজরত ঈসা আলাইহিমাস্ সালাম আকাশে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২৩)

ইল্মে গায়েব সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর ধারনা কি ছিল ? তিনি নাকী বলিতেন - আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের ইল্মে গায়েব একই সমান ?

উত্তর ঃ — ওহাবী - দেওবন্দীদের পক্ষ থেকে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর প্রতি যে সমস্ত অপবাদ দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে ইহা একটি বিশেষ অপবাদ। মক্কা ও মদীনা শরীফের উলামায় কিরামগন তাঁহাকে ইল্মে গায়েব সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, তিনি ইহার উত্তরে সেখানেই আরবী ভাষায় মাত্র ছয় সাত ঘন্টার মধ্যে 'আদ্ দাওলাতুল মাক্কীয়া' নামক কিতাব লিখিয়া ছিলেন। উক্ত কিতাবে তিনি হাদীসের স্রোত বহাইয়া প্রমান করিয়া দিয়াছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের খোদা প্রদত্ত ইল্মে গায়েব ছিল। তাঁহার আওলাদগন হইতে আজ পর্যন্ত কোন বেরেলবী আলেম বলেন নাই যে, হুজুরের ইল্মে গায়েব নিজস্ব ছিল অথবা তাঁহার ইল্ম আল্লাহর ইল্মের সমান ছিল। উদ্ধৃতির আলোকে ইহার সত্যতা যাঁচাই করুন।

ইমাম আহমাদ রেজা ফাজেলে বেরেলবী বলিয়াছেন - 'ইল্মে গায়েব আল্লাহু তায়ালার জন্য খাস। অন্য কাহারো জন্য সম্ভব নয়। যদি কোন ব্যক্তি ইল্মে গায়েব অন্য কাহারো জন্য খোদা প্রদত্ত নয় বলিয়া প্রমান করে, যদিও উহা সামান্য হইতে সামান্যতম ও সুক্ষ হইতে সুক্ষতম হয়; তাহা হইলে সে ব্যক্তি অবশ্যই কাফের ও মোশরেক হইবে। (আদ দাওলাতুল মাক্কীয়া ১৭৮ পৃষ্ঠা, খালেসুল ইতেক্বাদ ৯/১০ পৃষ্ঠা)

জেলা সাজাহান পুর হইতে জনৈক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ রেজার দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন - আমি শুনিয়াছি এবং দেওবন্দীদের কয়েক খানা কিতাবে দেখিয়াছি, আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের ইল্মকে আল্লাহু তায়ালার

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইল্মের সমতুল্য বলিয়া থাকেন। এ বিষয়ে আপনার ধারনা কি ? তাহা সরাসরি আপনার নিকট থেকে জানিবার জন্য আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বলিলেন - কুরআনে আজীজ ইহার ফয়সালা দিয়াছে - 'মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অভি শম্পাত'। এ বিষয়ে আমার যাহা ধারনা তাহা আমার কিতাব গুলিতে লিখিয়া দিয়াছি। সেই কিতাব গুলি ছাপা হইয়া প্রকাশও হইয়া গিয়াছে। সেই কিতাব গুলির মধ্যে যদি ইহার নাম ও নিশান থাকে, তাহা হইলে কেহ দেখাইয়া দিক। আমরা আহলে সুন্নাত। ইল্মে গায়েব সম্পর্কে আমাদের ধারনা ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালা হুজুরকে ইল্মে গায়েব প্রদান করিয়াছেন। (আল মালফুজ ১ম খন্ড ৩৫ পৃষ্ঠা, হায়াতে আ'লা হজরত ১ম খন্ড ২২৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর সাহেব জাদা মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ আল্লামা মোস্তফা রেজা খান বলিয়াছেন - ইল্মে গায়েব আল্লাহ তায়ালার জন্য খাস। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের ইল্মে গায়েব খোদা প্রদত্ত ছিল। যে ব্যক্তি হুজুরের ইল্মে গায়েব খোদা প্রদত্ত ছিলনা প্রমান করিবে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। তাহার তওবা করা ফরজ এবং স্ত্রী থাকিলে পূনরায় বিবাহ পড়াইতে হইবে। (ফাতাওয়ায় মোস্তফাবীয়া ১ম খন্ড ৪১ পৃষ্ঠা)

হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান বলিয়াছেন - ইল্মে গায়েব আল্লাহর জন্য খাস। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের তথা সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম গনের ইল্মে গায়েব খোদা প্রদত্ত ছিল। (জায়াল হক ১ম খন্ড ৪৭ পৃষ্ঠা)

সাদরুশ্ শরীয়াত আল্লামা আমজাদ আলী বলিয়াছেন - ইল্মে গায়েব জাতি (নিজস্ব) আল্লাহ তায়ালার জন খাস। যে ব্যক্তি এই জাতি ইল্মে গায়েব অন্য কাহারো জন্য প্রমান করিবে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। (বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ড ৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম গনকে ইল্মে গায়েব প্রদান করিয়াছেন। আসমান ও জমীনের প্রতিটি জর্রা প্রতিটি নবীর সম্মুখে রহিয়াছে কিন্তু

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবীগনের এই ইল্মে গায়েব খোদা প্রদত্ত। (বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ড ১০ পৃষ্ঠা)

মুফতী শামসুদ্দীন জৌন পুরী বলিয়াছেন -আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামগনকে গায়েব জানাইয়াছেন। জমীন ও আসমানের প্রতিটি যর্রা প্রতিটি নবীর সম্মুখে রহিয়াছে। এই ইল্মে গায়েব হইল খোদা প্রদত্ত। যেহেতু আল্লাহ তায়ালার ইল্ম কাহারো প্রদান করা নয়, সেহেতু তাঁহার ইল্ম হইল নিজস্ব। সূতরাং -আল্লাহ তায়ালার ইল্ম ও রসুলের ইল্মের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ হইয়া গেল। অতএব নবী ও রসুলের জন্য খোদা প্রদত্ত ইল্মে গায়েব স্বীকার করা শির্ক নয় বরং ঈমান। (কানুনে শরীয়ত ১ম খন্ড ১৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আব্দুল মোস্তফা আ'জমী বলিয়াছেন -আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীগনকে বিশেষ করিয়া খাতেমুন নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামকে বহু গায়েবের ইল্ম প্রদান করিয়াছেন। এমন কি জমীন ও আসমানের প্রতিটি যর্রা প্রতিটি নবীর সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম গনের এহেন ইল্মে গায়েব খোদা প্রদত্ত ছিল। (জান্নাতী জেওর ১৯১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২৪)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী পীরকে বা কবরকে সিজদা করা জায়েজ বলিতেন ?

উত্তর ঃ — না, কখনই না। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা। মহান মুজাদ্দিদের প্রতি ওহাবী - দেওবন্দীদের যঘন্নতম অপবাদ মাত্র। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আল্লাহ ছাড়া কাহারো জন্য কোন প্রকারের সিজদা জায়েজ বলেন নাই। এ বিষয়ে তিনি এক খানা সতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন। কিতাব খানার নাম - 'আজ্ জোবদা তুজ জাকিয়া লি তাহরীমি সুজুদিত্ তাহিয়া'। এই কিতাবে চল্লিশটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়া পরিস্কার প্রমান করিয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সিজদা করিলে সর্ব সম্মতি ক্রমে কাফের ও মোশরেক হইবে এবং সম্মানার্থে সিজদা করা হারাম ও গোনাহে কাবীরা। সম্মানার্থে সিজদা করিলে কাফের হইবে কিনা, উলামাদের মতভেদ রহিয়াছে। এক দল ফকীহ কাফের হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত কোনো বিশ্বস্থ বেরেলবী আলেম কোনো কিতাবে কবর সিজদা জায়েজ বলিয়াছেন বলিয়া প্রমান নাই। তথাপিও বেদ্বীনের দলেরা বদনাম করিতে কুন্ঠিত নয়। সম্ভবত ঃ ১৯৯৪ সালে জেলা উত্তর ২৪ পরগণার বশির হাট এলাকার দুইজন লোক আমার বাড়ীতে জালসার জন্য একটি দিন দিয়া আসেন। আমি দেশে ফিরিয়া তাহাদের চিঠি লিখিলাম - আপনাদের জালসায় আমাকে পাইতে হইলে অবশ্যই আমার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া যান। এই চিঠির মধ্যে আমার লিখিত এক খানা বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া ছিলাম — 'কবরে সিজদা কি জায়েজ'? পত্র পাইয়া দুইটি লোক সাক্ষাতের জন্য আসিলেন এবং বলিলেন - আমরা ফুরফরা পন্থী। আমাদের এলাকায় দেওবন্দী তাবলিগীদের উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। তাই আপনার সরনাপন্ন হইয়াছি। কিন্তু আপনাকে দাওয়াত করিয়া আমরা বিপাকে পড়িয়া ছিলাম। ফুরফুরা পন্থী ও দেওবন্দী আলেমরা

pdf By Syed Mostafa Sakib

চরম অপপ্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, গোলাম ছামদানী সাহেব কবরে সিজদা জায়েজ বলেন। আপনার পাঠান বিজ্ঞাপন তাহাদের মুখে চূন কালী ফেলিয়া দিয়াছে। আপনার বিজ্ঞাপন লইয়া অনেক আলেমের বাড়ীতে পর্যন্ত গিয়া দেখাইয়াছি। সবাই নির্ব্বাক হইয়াছেন। আল হামদু লিল্লাহ, আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া বেরেলবী জামাত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বহু ভূল ভাঙাইয়া দিয়াছি। কিন্তু আলেমদের অপ প্রচার বন্ধ করিতে পারি নাই।

(২৫)

ইমাম আহমাদ রেজা ইল্মে তাসাউফের দিক দিয়া কোন্ সিলসিলায় ও তরীকায় ইজাজাত ও খিলাফাত প্রাপ্ত ছিলেন এবং খাস করিয়া ইল্মে তাসাউফ সম্পর্কে তিনি কি কোন কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন ?

উত্তর ঃ — ইমাম আহমাদ রেজা বেরলবী কেবল জাহিরী বিদ্যায় জগৎ বিখ্যাত ছিলেন না। তিনি ইল্মে মা'রেফাতের দিক দিয়াও দুনিয়ার এক অদ্বিতীয় আরেফ ও কামেল ছিলেন। যেমন সর্কারে বাগদাদ শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জিলানী, গরীব নাওয়াজ খাজা আজমিরী শায়েখ মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী, হজরত জোনায়েদ বাগদাদী ও হজরত বায়যিদ বোস্তামী রাহেমাহুমুল্লাহ প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের বিলায়েতে, তাসাউফে ও মারেফাতে কাহার কোন সন্দেহ নাই, তেমনই ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বিলায়েতে, তাসাউফে ও মা'রেফাতে কাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি বহু তরীকায় ও সিলসিলায় ইজাজাত ও খিলাফাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যথা -(১) ক্বাদেরীয়া বর্ক্বতীয়া জাদীদাহ (২) -ক্বাদেরীয়া আবাইয়া কাদীমা (৩) ক্বাদেরীয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহদালীয়া (৪) -ক্বাদেরীয়া রাজ্জাকীয়াহ (৫) -ক্বাদেরীয়া মুনাও ওরীয়াহ (৬) -চিশ্‌তীয়া নিজামীয়া কাদীমাহ (৭) -চিশ্‌তীয়া মাহবুবীয়াহ জাদীদাহ (৮) -সহর ওরদীয়া অহিদীয়া (৯) - সহর ওরদীয়া ফাজলীয়াহ (১০) - নক্‌শাবন্দীয়া আলাইয়া সিদ্দীকিয়াহ (১১) নক্‌শাবন্দীয়া আলাইয়া আলাবীয়াহ (১২) -বাদীঈয়া (১৩) -আলাবীয়া মানামীয়া ইত্যাদি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে 'আল ইজাযাতুল মাতিনাহ' পাঠ করিতে হইবে। ইল্মে তাসাউফের উপর খাস করিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী দুইখানা কিতাব লিখিয়াছেন — (ক) ১৩০৮ হিজরীতে 'কাশ্‌ফ হাকায়েক অ আস্‌রারে দাকায়েক' (খ) ১৩১২ হিজরীতে 'আত্ তালাত্তুফ্ বে জওয়াবে মাসাইলিত তাসাউফ'। এই কিতাব দুইখানা উরদু ভাষায় লেখা। সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! ইমাম আহমাদ রেজার পেশানীর নূর দেখিয়া মক্কা মুয়াজ্জামার মহান বুজর্গ শায়েখ হুসাইন ইবনো সালেহ শাফয়ী বিনা পরিচয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়া গিয়া বহুক্ষন দেখিতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন— নিশ্চয় আমি এই কপালে নূর দেখিতে পাইতেছি। (ফাজেলে বেরেলবী উলামায় হিজাজ কী নজর মে ৬৯ পৃষ্ঠা, তাজকিরায় উলামায় হিন্দ ৯৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২৬)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর প্রতি হিজাজী আলেম বা মক্কা ও মদীনা শরীফের উলামায় কিরামদের ধারণা কি রূপ ছিল ?

উত্তর ঃ — সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! এই প্রশ্নের উত্তর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। পূর্ণ পিপাসা নিবারণের জন্য পাঠ করিতে হইবে - 'আল ইজাজাতুল মাতীনা' ও 'ফাজেলে বেরেলবী উলামায় হিজাজ কী নজর মে'। এখানে কেবল এক ঝলক আলোকপাত করা হইতেছে।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ১৯০৫ সালে দ্বিতীয়বার হজ পালনের জন্য মক্কা, মদীনা শরীফের সফর করিয়া ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ছিল খৃষ্টাব্দ অনুযায়ী ৪৯ বৎসর এবং হিজরী অনুযায়ী ৫১ বৎসর। সঙ্গে ছিলেন ছোট ভাই হজরত হাসান রেজা খান ও বড় সাহেব জাদা হুজ্জাতুল ইসলাম হামিদ রেজা খান। ইমাম আহমাদ রেজার খোদা প্রদত্ত অসাধারণ পান্ডিত্ব ও প্রতিভা দেখিয়া হিজাজী উলামায় কিরাম তাঁহার প্রতি এমনই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে, ইতিপূর্বে কোন হিন্দুস্তানী আলেমের জন্য ইহার নযীর নাই। উলামায় হিজাজ দলে দলে আসিয়া সনদ ও ইজাজতের আবেদন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাহাদের আবেদনে বহু বড় বড় শায়েখকে খিলাফাত ও ইজাজাত প্রদান করিয়াছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর সম্মান সম্পর্কে শায়েখ মোহাম্মাদ আব্দুল হক এলাহাবাদী মুহাজিরে মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরিদ শায়েখ মোহাম্মাদ কারীমুল্লাহ মুহাজিরে মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজের চাক্ষুস দর্শনের কথা নিম্নোরূপ ভাষায় বর্ননা করিয়াছেন — 'আমি কয়েক বৎসর থেকে মদীনা মুনাওয়ারাতে বসবাস করিতেছি। হিন্দুস্তান থেকে হাজার হাজার আলেম এখানে আসিয়া থাকেন, যাহাদের মধ্যে বহু সলেহ ও মুত্তাকী থাকেন। আমি দেখিয়াছি, তাহারা শহরের ছোট বড় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান। কোন লোক তাহাদের দিকে মুখ তুলিয়া দেখেনা। কিন্তু ফাজেলে বেরেলবীর এমনই শান যে, এখানকার উলামা ও বুজর্গ সবাই তাঁহার

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিকে দলে দলে চলিয়া আসিতেছেন এবং সম্মান প্রদানের জন্য শীঘ্র আগে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অবদান, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন। (আল্ ইজাজাতুল মাতীনা ৭পৃষ্ঠা, ফাজেলে বেরেলবী উলামায় হিজাজ কী নজর মে ৭১পৃষ্ঠা)

(২৭)

হিজাজী আলেমগন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর পান্ডিত্য ও প্রতিভা কিভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন?

উত্তর ঃ — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী যখন দ্বিতীয়বার হজ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হিজাজ মুকাদ্দাসে পৌঁছিয়া গেলেন, তখন ভারতীয় ওহাবীরা এই ধারণায় ইল্মে গায়েব সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উলামায় হিজাজের মাধ্যমে তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিল যে, তিনি এই গুলির উত্তর দিতে পারিবেন না। কারণ, সফরের অবস্থায় তাঁহার কাছে কোন কিতাব নাই। এই ব্যাপারটি ব্যাপক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাচ্চা নায়েব আল্লাহ তায়ালার অশেষ অনুগ্রহে অসুস্থ অবস্থায় দুই বৈঠকে মাত্র সাড়ে আট ঘন্টায় 'আদ্দাওলাতুল মাক্কীয়া বিল মাদ্দাতিল গায়বীয়াহ' নামক কিতাব লিখিয়া আলেমানা জবাব দিয়াছিলেন। যাহাতে তিনি হাদীস ও দলীলের দরিয়া বহাইয়া দিয়াছেন। সাড়ে তিন শত আরবী আলেমের সামনে শরীফে মক্কার (মক্কার গভর্নরের) দরবারে দুই বৈঠকে পাঠ করিয়া শোনানো হইয়াছিল এই জবাবনামা কিতাবটি। উলামায় কিরাম তাঁহার জবাবে যেমন আশ্চর্য হইয়াছিলেন, তেমনই তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে তাহারা দলে দলে দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন ইমাম অহমাদ রেজার দরবারে। বহু আরবী আলেম তাঁহার এই কিতাবের স্বপক্ষে সুন্দর ভাষায় অভিমত লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেইগুলি দেখান সম্ভব নয়। সত্তর বৎসর বয়সী শায়েখ আহমাদ আবুল খায়ের মিরদাদ বলিয়াছিলেন - আমি আপনার পায়ে চুম্বন দিব, আমি আপনার জুতাতে চুম্বন দিব। (জামেউল আহাদীস ৬৫পৃষ্ঠা, ফাজেলে বেরেলবী উলামায় হিজাজ কী নজর মে ১৬১পৃষ্ঠা)

(২৮)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর যুগে মক্কা ও মদীনা শরীফের অবস্থা কেমন ছিল এবং তাঁহার কিতাবের স্বপক্ষে উলামায় হিজাজ ছাড়া পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশের আলেম স্বাক্ষর করিয়া ছিলেন?

উত্তর ঃ — এই সময়ে সৌদী আরবে ওহাবী রাজ ছিলনা। সবাই ছিল আহলে সুন্নাত — কেহ হানাফী, কেহ শাফয়ী, কেহ মালিকী ও কেহ হাম্বালী। মোট কথা, চার মাযহাবের মানুষ। মক্কা ও মদীনা শরীফের চার মাযহাবের মুফতী ও মাশায়েখগন ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় আলেমগন যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহারাও তাঁহার কিতাবের স্বপক্ষে সাক্ষর করিয়া ছিলেন। যথা — (১) শায়েখ ইব্রাহীম আব্দুল মুয়াল্লাস সাকা মুদার্রিস জামে আযহার - মিসর (২) - শায়েখ আব্দুর রহমান আহমাদ হানাফী মুদার্রিস জামে আযহার - মিসর (৩) শায়েখ ইউসুফ ইবনো ইসমাঈল নাবহানী- বেরূত (৪) - শায়েখ মোহাম্মাদ আযহারী - তুর্কী (৫) - শায়েখ মাহমূদ ইবনো সিবগা তুল্লাহ - মাদারেসী (মুহাজিরে মাদানী) (৬) - শায়েখ মোহাম্মাদ সাইদ ইবনো আব্দুল ক্বাদের - বাগদাদী (৭) - শায়েখ আব্দুল হামীদ ইবনো মোহাম্মাদ আদীব শাফয়ী - দামাশকী (৮) - শায়েখ মোহাম্মাদ ইয়াহ্ হিয়া - দামাশকী (৯) - শায়েখ ইউসুফ আত্তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুদার্রিস দরগাহে ক্বাদেরীয়া - বাগদাদ শরীফ (১০) - শায়েখ উসমান ক্বাদেরী - হায়দ্রাবাদ (১১) - শায়েখ মোহাম্মাদ আমীন দামেশকী (১২) - শায়েখ হামদান - আলজাজায়ের। (ফাজেলে বেরেলবী উলামায় হিজাজ কী নজর মে ১১৪পৃষ্ঠা)

(২৯)

আরব ও অনারবের উলামায় কিরাম ইমাম আহমাদ রেজার খোদা প্রদত্ত প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার প্রসংশায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা সম্পর্কে কি উলামায় দেওবন্দের কোন উক্তি পাওয়া যায় ?

উত্তর ঃ — যেহেতু ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী তাঁহার মুজাদ্দেদীয়াতের দায়িত্ব পালন করত ঃ উলামায় দেওবন্দের বদ্ আকিদাহ গুলি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া দুনিয়াকে দেখাইয়া দিয়াছেন। এই কারনে তাহারা তাঁহাকে কোন সময়ে দুই চোখে দেখিতে পারেন না। তথাপিও তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কলমের ইচ্ছায় কিছু বলিয়া দিয়াছেন। যথা — (ক) - আসরাফ আলী থানুবী সাহেব দেওবন্দী জগতের জগৎ বিখ্যাত আলেম। থানুবী সাহেব বলিয়াছেন - আমার অন্তরে আহমাদ রেজার জন্য অসীম সম্মান রহিয়াছে। তিনি আমাকে কাফের বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইশ্‌কে রসুলের ভিত্তিতে বলিয়া থাকেন। অন্য কোন উদ্দেশে তো বলেন না। (চটান - লাহোর ২২শে এপ্রিল ১৯৬৯ সাল, সংগৃহিত রেজা কুইজ ১৬৭ পৃষ্ঠা) থানুবী সাহেব আরো বলিয়াছেন - সম্ভবতঃ (আমাদের সহিত) তাঁহার (ইমাম আহমাদ রেজার) বিরোধীতার কারন আসলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের মুহাব্বাত। তিনি ভূল বুঝিয়া আমাদিগকে নাউজু

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের সম্পর্কে বেয়াদব ধারনা করিয়া থাকেন। (আশরাফুস্ সাওয়ানেহ্ প্রথম খন্ড ১২৯ পৃষ্ঠা)

থানুবী সাহেব আরো বলিয়াছেন - আমার যদি সুযোগ হইত, তাহা হইলে আমি মৌলবী আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর পিছনে নামাজ পড়িয়া নিতাম। (উস্ ওয়ায় আকাবির ১৮ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত 'কান্যুল ঈমান' এর বাংলা অনুবাদের ভূমিকা উনিশ পৃষ্ঠা)

(খ)- দেওবন্দীদের বিখ্যাত আলেম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী সাহেব বলিয়াছেন - মাওলানা আহমাদ রেজা খান এক একটি মসলার ব্যাখ্যায় বহু কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার ইল্মের বৈশিষ্ট নয়, বরং খোদা প্রদত্ত প্রতিভা। অন্যথায় একজন আলেমে দ্বীনের পক্ষে এত কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া কি সম্ভব ? কাশ্মীরী সাহেবের এই উক্তির বর্ণনা কারী মুহাদ্দিসে আ'জমে পাকিস্তান আল্লামা সরদার আহমাদ লায়েল পুরী। (রেজা কুইজ ১৬২ পৃষ্ঠা) ফাজেলে দেওবন্দ মাওলানা কাজী আল্লাহ বখ্শ লিয়াকতপুরী বলিয়াছেন - আমরা দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর নিকট দওরায় হাদীস পড়িতে ছিলাম। এই সময় কোন এক তালেবুল ইল্ম হাজের নাজের সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিলে কাশ্মীরী সাহেব হাজের নাজের এর বিপক্ষে দলীল দিতে আরম্ভ করিলে কোন এক তালেবুল ইল্ম বলিলেন যে, বেরেলবীর মৌলবী আহমাদ রেজা হাজের নাজের হইবার স্বপক্ষে। তখন কাশ্মীরী সাহেব বলিয়াছেন- প্রথমে আহমাদ রেজা তো হইয়া যাও, তাহা হইলে এই মসলা আপনা আপনি বুঝের মধ্যে চলিয়া আসিবে। (রেজা কুইজ ৫৬/৫৭ পৃষ্ঠা)

(গ)- দারুল উলুম দেওবন্দের একজন বড় আলেম মুর্তজা হাসান দারভাঙ্গী 'আশাদ্দুল আযাব' এর মধ্যে লিখিয়াছেন - খান সাহেব (ইমাম আহমাদ রেজা) কিছু দেওবন্দী আলেমের প্রতি যে ধারনা করিয়াছেন প্রকৃতই তাহারা যদি এই প্রকারই ছিলেন তাহা হইলে তাহাদেরকে কাফের বলা খান সাহেবের উপর ফরজ ছিল। যদি তিনি তাহাদের - কাফের না বলিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজেই কাফের হইয়া যাইতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঘ) -ওহাবী আলেম মাওলানা নিজামুদ্দীন আহমাদ পুরী বলিয়াছেন - দুঃখের বিষয় যে, আমি তাঁহার (ইমাম আহমাদ রেজার) যুগে থাকিয়াও তাঁহার খবর জানিলাম না ও ফায়েজ থেকে বঞ্চিত থাকিলাম। (রেজা কুইজ ১৬৫ পৃষ্ঠা)

(ঙ) -আবুল আ'লা মওদুদী বলিয়াছেন - মাওলানা আহমাদ রেজা খানের জ্ঞান গরিমাকে আমি আন্তরিকভাবে শ্রোদ্ধা করি। তিনি বিধানাবলীর বিষয়ে অত্যন্ত উঁচু মানের ছিলেন। তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঐ সমস্ত লোককেও স্বীকার করিতে হইবে, যাহারা তাঁহার সাথে বিরোধ রাখে। (কানযুল ঈমান এর বাংলা অনুবাদ এর ভূমিকা কুড়ি পৃষ্ঠা)

মক্কা ও মদীনা শরীফের সেই সমস্ত আলেম ফাজেলদিগের নাম কি যাঁহারা ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর খলীফা ও শাগরেদ ছিলেন ?

উত্তর ঃ — মক্কা ও মদীনা শরীফে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর মুরীদ ও শিষ্যদের সংখ্যা বহু। এখানে কেবল বড় বড় আলেম দিগের নাম লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। (১) -শায়েখ ইসমাঈল খলীল মাক্কী (২) -শায়েখ আহমাদ খাজরাবী মাক্কী (৩) -শায়েখ সালেহ কামাল মাক্কী (৪) -শায়েখ সাইয়েদ মুস্তফা ইবনো খলীল (৫) -শায়েখ আবু হুসাইন মুহাম্মাদ মারযুকী মাক্কী (৬) -শায়েখ আসয়াদ দাহানী মাক্কী (৭) -শায়েখ মোহাম্মাদ আবিদ হুসাইন মাক্কী "মালেকী মাযহাবের মুফতী" (৮) -শায়েখ জামাল হুসাইন মাক্কী (৯) -শায়েখ মোহাম্মাদ আব্দুল হাই আল হাসানী (১০) -শায়েখ মামুন মাদানী (১১) - শায়েখ আব্দুর রহমান (১২) -শায়েখ আলী ইবনো হুসাইন (১৩)

pdf By Syed Mostafa Sakib

-শায়েখ জামাল ইবনো মোহাম্মাদ আমীর (১৪) -শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনো আবিল খায়ের (১৫) -শায়েখ আব্দুল্লাহ দাহলান (১৬) -শায়েখ বাকার রফী (১৭) -শায়েখ হাসান আ'জমী (১৮) -শায়খুদ্ দালায়েল সাইয়েদ মোহাম্মাদ সাঈদ (১৯) -শায়েখ উমার মাহরুসী (২০) -শায়েখ উমার ইবনো হামদান (২১) -শায়েখ আবু হাসান মারযুকী (২২) -শায়েখ হুসাইন মালেকী (২৩) -শায়েখ মোহাম্মাদ জামাল (২৪) -শাহেয়খ আব্দুল্লাহ মিরদাদ (২৫) -শায়েখ আহমাদ আবুল খায়ের মিরদাদ (২৬) -শায়েখ সাইয়েদ সালেম (২৭) -শায়েখ সাইয়েদ আলাবী ইবনো হাসান (২৮) -শায়েখ সাইয়েদ আবু বাকার ইবনো সাইয়েদ (২৯) -শায়েখ মোহাম্মাদ ইবনো উসমান দাহলান (৩০) -শায়েখ মোহাম্মাদ ইউসুফ (৩১) -শায়েখ আব্দুল কাদের কারদী (৩২) -শায়েখ মোহাম্মাদ আবু বাকার রশীদী (৩৩) -শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ ইবনো সাঈদ মাগরিবী (৩৪) -শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ শাফয়ী (৩৫) -শায়খুল হাজ জিয়াউদ্দীন মুহাজিরে মাদানী -রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩১)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অখন্ড ভারতে বড় বড় আলেম ফাজেল খলীফা ও শাগরিদ কারা ছিলেন ?

উত্তর ঃ — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর সেই সমস্ত ভারতীয় খলীফা ও শিষ্যদের নাম লিপিবদ্ধ করা হইতেছে যাঁহাদের নাম আমার জানার মধ্যে রহিয়াছে। (১) - সাদরুশ্ শরীয়াহ আল্লামা আমজাদ আলী আ'জমী (২) - সাদরুল আফাজিল সাইয়েদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (৩) - হুজ্জাতুল ইসলাম হজরত হামিদ রেজা খান বেরেলবী (৪) - মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ মুস্তফা রেজা খান বেরেলবী (৫) - সাইয়েদ হাকীম আজীজ গওস বেরেলবী (৬) - মাওলানা হাসানইন রেজা খান বেরেলবী (৭) - মাওলানা মোহাম্মাদ রেজা খান বেরেলবী (৮) - মাওলানা সাইয়েদ আইউব আলী (৯) - মাওলানা রহম ইলাহী বেরেলবী (১০) - মাওলানা হাসান রেজা খান বেরেলবী (১১) - মালিকুল উলামা জাফরুদ্দীন বিহারী "প্রন্সিপ্যাল শামসুল উলুম পাটনা" (১২) - মাওলানা শাহ গোলাম মোহাম্মাদ বিহারী (১৩) - মুহাদ্দিসে আ'জমে হিন্দ সাইয়েদ মোহাম্মাদ কাছুছোবী (১৪) - সুলতানুল মুনাজিরীন সাইয়েদ মোহাম্মাদ আশরাফ কাছুছোবী (১৫) - মুফতী জিয়াউদ্দীন পেলিভিতী (১৬) - মাওলানা হাবীবুর রহমান খান পেলিভিতী (১৭) - মাওলানা আব্দুল হক পেলিভিতী (১৮) - মাওলানা আব্দুহ হাই পেলিভিতী (১৯) - শায়খুল মুহাদ্দেসীন সাইয়েদ দীদার আলী শাহ মুহাদ্দিসে লাহুরী (২০) - মাওলানা আবুল বর্কাত সাইয়েদ আহমাদ কাদেরী লাহুরী (২১) - মাওলানা আবুল হাসানাত মোহাম্মাদ আহমাদ লাহুরী (২২) - মুবাল্লিগে ইসলাম আব্দুল আলীম সিদ্দিকী মিরাঠী (২৩) - মাওলানা আহমাদ মুখতার সিদ্দিকী মিরাঠী (২৪) - মাওলানা শাহ হাবীবুল্লাহ ক্বাদেরী মিরাঠী (২৫) - মাওলানা মোহাম্মাদ হুসাইন মিরাঠী (২৬) - সাইয়েদ আব্দুস্

pdf By Syed Mostafa Sakib

সালাম জব্বল পুরী (২৭) - মুফতী বুরহানুল হক জব্বল পুরী (২৮) - ক্বারী মোহাম্মাদ বাশীরুদ্দীন জব্বল পুরী (২৯) - মাওলানা সাইয়েদ ফতেহ আলী শাহ (৩০) - মাওলানা আবু মোহাম্মাদ ইমামুদ্দীন কোটলী (৩১) - মাওলানা মোহাম্মাদ শরীফ কোটলী (৩২) - মাওলানা সাইয়েদ আহমাদ শরীফ জিলানী (৩৩) - মুফতী আবু ইউসুফ মোহাম্মাদ শরীফ সিয়াল কোটী (৩৪) - মাওলানা সাইয়েদ গোলাম জান জাম যোধপুরী (৩৫) - মাওলানা নবাব সুলতান আহমাদ খান (৩৬) - মাওলানা সাইয়েদ আমির আহমাদ (৩৭) - হাফিজ সাইয়েদ আব্দুল কারীম (৩৮) - মাওলানা মোহাম্মাদ মুনাওয়ার চট্ট গ্রামী (৩৯) - মাওলানা সাইয়েদ নূর আহমাদ চট্ট গ্রামী (৪০) - মাওলানা সাইয়েদ শাহ মোহাম্মাদ চট্টগ্রামী (৪১) - মাওলানা ওয়াজুদ্দীন বাঙ্গালী (৪২) - মাওলানা মোহাম্মাদ ইসমাঈল (৪৩) - মাওলানা রহীম বখশ কুরাইশী (৪৪) - মাওলানা সাইয়েদ শাহ আহমাদ আশরাফ (৪৫) - মাওলানা আব্দুর রশীদ আজীমাবাদী (৪৬) - মাওলানা মীর মুমিন আলী মুমিন জুনাইদী (৪৭) - হাফিজ ইকীনদ্দীন (৪৮) - মাওলানা মুনাওয়ার হুসাইন (৪৯) - মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান আশরাফ - অধ্যাপক মুসলিম ইউনিভার সিটি আলী গড় (৫০) - মাওলানা কুতবুদ্দীন ব্রক্ষ্মচারী (৫১) - মাওলানা মোহাম্মাদ শফী আহমাদ (৫২) - মাওলানা ইরফান আলী (৫৩) - মাওলানা আলী হুসাইন সীতাপুরী (৫৪) - মাওলানা সাইয়েদ মুখতার আশরাফ (৫৫) - মাওলানা লায়াল খান কালকাতাবী (৫৬) - মাওলানা আহমাদ হুসাইন খান রামপুরী (৫৭) - মাওলানা ক্বাদের বখ্শ সাহসারা মী (৫৮) - মাওলানা আব্দুল অহীদ পাটনুবী (৫৯) - মাওলানা আবরার হুসাইন সিদ্দিকী (৬০) - মাওলানা লায়াল মোহাম্মাদ খান মাদ্রাজী (৬১) - মাওলানা উমার ইবনো আবু বাকার (৬২) - মাওলানা মোহাম্মাদ শফী বীসাল পুরী (৬৩) - মুফতী গোলাম জান হাজারোবী (৬৪) - মাওলানা মোহাম্মাদ উমার হাজারোবী (৬৫) - মাওলানা আহমাদ হুসাইন আমরুহী - রহমাতুল্লাহি আলাইহিম ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩২)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বড় বড় শিষ্য ও খলীফাগন লেখনীর ময়দানে দ্বীনের কে কি খিদমাত করিয়াছেন ?

উত্তর ঃ — আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বড় বড় খলীফা ও শিষ্যগন লেখনীর ময়দানে কম বেশি কিছু না কিছু খিদমাত করিয়াছেন। কিন্তু সবার সংবাদ আমার জানা নাই। অবশ্য আমি যাঁহাদের সম্পর্কে অবগত রহিয়াছি তাঁহাদের সবার সমস্ত খিদমাত সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কেবল কতিপয় শীর্ষস্থানীয় শিষ্যদের উপর সামান্য আলোকপাত করিব।

(১) - ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বড় সাহেব জাদা হুজ্জাতুল ইসলাম হজরত হামিদ রেজা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় বহু কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'ফাতাওয়ায় হামিদীয়া' বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

(২) - ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর ছোট সাহেব জাদা মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ আল্লামা মুস্তফা রেজা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বহু কিতাব লিখিয়াছেন। তিনি প্রায় এক লক্ষ ফাতাওয়ার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার 'ফাতাওয়ায় মুস্তফাবীয়া' সব চাইতে বিখ্যাত।

(৩) - সাদরুল আফাযিল আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বহু কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধে সব চাইতে বড় খিদমাত হইল তাঁহার 'তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান' ও 'ফাতাওয়ায় সাদরুল আফাযিল'।

(৪) - সাদরুশ্ শরীয়াহ ফকীহুল হিন্দ আল্লামা আমজাদ আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বহু কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'বাহারে শরীয়ত' ও 'ফাতাওয়ায় আমজাদীয়া' বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। বাহারে শরীয়তের মধ্যে প্রয় দশ হাজারের মত মসলা রহিয়াছে। বর্তমানে এই কিতাব খানা আলেমদের নিকট অত্যন্ত নির্ভর যোগ্য। এই কিতাব খানা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলা দেশ ছাড়াও আরব দেশ গুলিতে ইহার সমাদর হইতেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) - মালিকুল উলামা আল্লামা যাফরুদ্দীন বিহারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছোট বড় বহু কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'জামেউর রেজবী' বা 'সহীহুল বিহারী' হইল বর্তমানে বিশ্বের জন্য হানাফী মাযহাবের উপর হিমালয় পর্বত সমান খিদমাত। কেবল তাই নয়, মসলাকে আ'লা হজরত হাদীসের আলোকে মজবুত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে নয় হাজার দুই শত সাতাশিটি হাদীস। প্রকাশ থাকে যে, বোখারী শরীফের মধ্যে রহিয়াছে নয় হাজার বিরাশিটি হাদীস। একই হাদীস একাধিক স্থানে আসিয়াছে, এই প্রকার হাদীস গুলি বাদ দিলে মোট হাদীসের সংখ্যা হইবে দুই হাজার সাত শত একষট্টিটি হাদীস। (আসমাউর রিজালিল হাদীস ৯৬ পৃষ্ঠা) মিশকাত শরীফ হইতে সিহা সিত্তার বোখারী শরীফ পর্যন্ত এই হাদীসের কিতাব গুলির লেখক প্রত্যেকেই শাফয়ী মাযহাব অবলম্বী। এই জন্য তাঁহারা এই কিতাবগুলিতে নিজেদের মাযহাবের স্বপক্ষে হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন। ওহাবী দেওবন্দী থেকে আরম্ভ করিয়া আহলে সুন্নাত বেরেলবীগন পর্যন্ত তাহাদের মাদ্রাসায় এই কিতাব গুলি পড়াইয়া থাকেন। অবশ্য উলামায় আহলে সুন্নাত এই কিতাবগুলি পড়াইবার সময় বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ দ্বারা হানাফী মাযহাবকে মজবুত করিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু গায়ের মুকাল্লিদ - লা মাযহাবী তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় হানিফীদিগকে ঘৃনা করিয়া থাকে যে, ইহারা হাদীস না মানিয়া কেবল ইমাম আবু হানিফার কথা মানিয়া থাকেন। কিন্তু গোমরাহ সম্প্রদায় না ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে চিনিয়াছে, না তাঁহার মাযহাবের মজবুতী সম্পর্কেঅবগত হইতে পারিয়াছে। আজই আপনি 'সহীহুল বিহারী' সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করুন। আপনি এই কিতাব খানা পাঠ করিলে নিশ্চয় নিশ্চয় বলিতে বাধ্য হইবেন যে, হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাব হিমালয় পর্বত অপেক্ষা বেশি মজবুত। মোসনাদে ইমাম আ'জম, তাহাবী শরীফ ও মুয়াত্তায় ইমাম মোহাম্মাদ ইত্যাদি কিতাবগুলিতে হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবকে মজবুত করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে হানাফী মাযহাবের সাথে সাথে মাসলাকে আ'লা হজরতকে মজবুতকরা হইয়াছে 'সহীহুল বিহারী' কিতাবের মধ্যে। সুন্নী উলামাগন! গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন। আমার মনে হয় মিশকাতের পরিবর্তে 'সহীহুল বিহারী' পড়াইবার প্রয়োজন। আর যদি একান্তই মিশকাত রাখিয়া দিতে চান, তাহা হইলে উহার পাশে 'সহীহুল বিহারী' কেও পড়ান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩৩)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর যুগে বড় বড় আলেম বলিতে কাহারা ছিলেন?

উত্তর ঃ — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর যুগে তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু বড় বড় আলেম ছিলেন। এখানে শীর্ষস্থানীয় কতিপয় আলেমগনের নাম উল্লেখ করা হইতেছে।

(১) -মাওলানা নূর আহমাদ বাদায়ুনী (মৃত্যু ১৩০২ হিজরী)

(২) -মাওলানা ফাইজুল হাসান সাহারান পুরী (মৃত্যু ১৩০৪ হিজরী)

(৩) -আবুল হাসানাত মাওলানা আব্দুল হাই ফিরিংগী মহল্লী (মৃত্যু ১৩০৪ হিজরী)

(৪) -মাওলানা শাহ আব্দুর রাজ্জাক ফিরিংগী মহল্লী (মৃত্যু ১৩০৭ হিজরী)

(৫) -মাওলানা ইরশাদ হুসাইন রামপুরী (মৃত্যু ১৩১১ হিজরী)

(৬) -মাওলানা আব্দুল হক্ব খয়রাবাদী (মৃত্যু ১৩১৮ হিজরী)

(৭) -মাওলানা শাহ আব্দুল ক্বাদের বাদায়ুনী (মৃত্যু ১৩১৯ হিজরী)

(৮) -মাওলানা আহমাদ হাসান কান পুরী (মৃত্যু ১৩২২ হিজরী)

(৯) -উস্তাজুল উলামা মাওলানা হিদায়তুল্লাহ খান জৌন পুরী (মৃত্যু ১৩২৬ হিজরী)

(১০) -মাওলানা অসী আহমাদ মুহাদ্দিস সুরাতী (মৃত্যু ১৩৩৩ হিজরী)

(১১) -উস্তাজুল উলামা মুফতী লুৎফুল্লাহ আলীগড়ী (মৃত্যু ১৩৩৪ হিজরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১২) - মাওলানা আলী আহমাদ মুহাদ্দিসে সাহারান পুরী (মৃত্যু ১২৯৭ হিজরী)

(১৩) - মাওলানা কাসেম নানুতুবী, দেওবন্দ মাদ্রসার প্রতিষ্ঠাতা (মৃত্যু ১২৯৭)

(১৪) - মাওলানা মোহাম্মাদ মাজহার নানুতুবী মাদ্রাসা মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরের হেড মোদার্রেস (মৃত্যু ১৩০২ হিজরী)

(১৫) - নবাব সিদ্দিক হাসান কুনূজী (মৃত্যু ১৩০৭ হিজরী)

(১৬) - মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (মৃত্যু ১৩২৩ হিজরী)

(১৭) - মাওলানা আহমাদ হাসান আমরুহী (মৃত্যু ১৩৩০ হিজরী)

(১৮) - মাওলানা নাযীর হোসাইন দেহলবী (মৃত্যু ১৩৩০ হিজরী)

(১৯) - মাওলানা আব্দুর রহীম মুজাফ্ ফার পুরী (মৃত্যু ১৩৩০ হিজরী)

(২০) - মাওলানা আব্দুল্লাহ গাজী (মৃত্যু ১৩৩৭ হিজরী)

(২১) - মাওলানা খলীল আহমাদ আম্বেহঠী (মৃত্যু ১৩৪২ হিজরী)

(২২) - মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (মৃত্যু ১৩৫০ হিজরী)

(২৩) - মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী (মৃত্যু ১৩৬৩ হিজরী)

(২৪) - মৌলবী মোহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতুবী দেওবন্দ মাদ্রাসার হেড মুদার্রিস।

(২৫) - মাওলানা রফীউদ্দীন,দেওবন্দ মাদ্রাসার সেক্রেটারী।

(২৬) - মৌলবী মাহমুদুল হাসান দেওবন্দের মুদার্রিস।

(২৭) - মৌলবী হুসাইন আহমাদ টান্ডুবী (সংগৃহীত ইমাম আহমাদ রেজা নম্বর ৪২৩/৪২৪ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩৪)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরলবীর উপর এ পর্যন্ত কতখানা কিতাব লেখা হইয়াছে?

উত্তর ঃ — আমার পক্ষে সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর জীবনের উপর লেখা সতন্ত্র কিতাব আমার দফতরে ডজনাধিক রহিয়াছে ও আমি ছোট বড় দুই ডজনের বেশি দেখিয়াছি এবং আমার জানার মধ্যে রহিয়াছে শতাধিক। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিতাবের নাম উদ্ধৃত করিতেছি। যথা - (১) 'হায়াতে আ'লা হজরত' চার খন্ড - লেখক জাফরুদ্দীন বিহারী (২) - 'মায়ারেফে রেজা' চার খন্ড - লেখক আখতান শাজাহান পুরী (৩) - মুজাদ্দিদুল উম্মাত (আরবী) লেখক মুফতী শুজায়াত আলী বাদাউনী (৪) - ইমাম আহমাদ রেজা কা তারজুমায় কুরয়ান হাকায়েক কী রওশী মে - লেখক আল্লামা আখতার রেজা আযহারী (৫) - সাওয়ানেহে আ'লা হজরত - লেখক শাহমানা মিয়াঁ ক্বদেরী (৬) - সাওয়ানেহে আ'লা হজরত - লেখক বদরুদ্দীন আহমাদ কাদেরী (৭) - ফাজেলে বেরেলবী আওর তারকে মাওয়ালাত- লেখক প্রফেসার মাসউদ আহমাদ (৮) - ফাজেলে বেরেলবী উলামায় হিজাজ কী নজর মে - লেখক (//) (৯) - রেজা বেরেলবী - লেখক (//) (১০) - কালামুল ইমাম - লেখক (//) (১১) হজরত মুজাদ্দিদ আওর ইকবাল - লেখক (//) (১২) - হায়াতে ইমাম আহমাদ রেজা, সংক্ষিপ্ত - লেখক (//) (১৩) - হায়াতে ইমাম আহমাদ রেজা, মধ্যম - লেখক (//) (১৪) - হায়াতে ইমাম আহমাদ রেজা, বিস্তারিত-লেখক (//) (১৫) - ইকরামে ইমাম আহমাদ রেজা - লেখক (//) এশিয়া কা মাযলুম আবকারী, ইংরাজী - লেখক (//) (১৬) - মাহাসিনে কানযুল ঈমান - লেখক শের মোহাম্মাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৭) - আলমুযমিলুল মুয়াদ্দিদ লি তালীফাতিল মুজাদ্দিদ - লেখক জাফরূদ্দীন বিহারী (১৮) - মায়ারেফে রেজা - লেখক মাওলানা মোহাম্মাদ আতহার নাঈমী - সাইয়েদ মোহাম্মাদ রেয়াসাত আলী কাদেরী (১৯) - ফাজেলে বেরেলবী কা ফেকহী মাকাম - লেখক মাওলানা গোলাম রসুল সাঈদী (২০) - মাকালাতে ইয়াউমে রেজা - লেখক কাজী আব্দুন নবী কাওকাব (২১) - মুজাদ্দিদে ইসলাম - লেখক সাবির কাদেরী (২২) - কারামাতে আ'লা হজরত - লেখক ইকবাল আহমাদ নূরী (২৩) - ইমাম আহমাদ রেজা কী ফিকহী বাসীরাত - লেখক মাওলানা মোহাম্মাদ আহমাদ মিসবাহী (২৪) - ইমাম আহমাদ রেজা আওর তাসাউফ - লেখক (//) (২৫) - ইমাম আহমাদ বেরেলবী - লেখক মাওলানা কাওসার নিয়াজী (২৬) - রেজা কুইজ বুক - লেখক প্রফেসার হাফিজ মোহাম্মাদ শাকীল (২৭) - উজালা - লেখক প্রফেসার মাসউদ আহমাদ (২৮) - কালামে রেজা - লেখক নাযীর লুধিয়ানাবী (২৯) - ইমাম আহমাদ রেজা আওর রদ্দে বেদয়াত - লেখক মাওলানা ইয়াসীন আখতার মিসবাহী (৩০) - ইমাম আহমাদ রেজা আওর আলামিজমিয়াত - লেখক প্রফেসার মাসউদ আহমাদ (৩১) - ইমাম আহমাদ রেজা আপনোঁ আওর গায়রোঁ কী নজর মে - লেখক আল্লামা আব্দুল হাকীম শারফ কাদেরী (৩২) - ফাজেলে বেরেলবী আওর রদ্দে বেদয়াত - লেখক মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মাদ ফারূক (৩৩) - ইমাম আহমাদ রেজা নাম্বার - প্রকাশনায় ইদারায় 'কারী' দিল্লী (৩৪) - ইমাম আহমাদ রেজা নাম্বার - প্রকাশনায় 'আ'ল মিযান' সাইয়েদ মোহাম্মাদ মাদানী (৩৫) - ইরশাদে আ'লা হজরত - লেখক আব্দুল মুবীন নোমানী (৩৬) - ইনতেখাবাতে আ'লা হজরত - লেখক (//) (৩৭) - ইমাম আহমাদ রেজা আরবাবে দানেশ কী নজর মে - লেখক ইয়াসীন আখতার মিসবাহী (৩৮) - ইমাম আহমাদ রেজা আওর উরদু তারাজামে কুরয়ান কা তাকাবুলী মুতালায়া - লেখক সাইয়েদ মোহাম্মাদ মাদানী (৩৯) - তাজাল্লীয়াতে ইমাম আহমাদ রেজা - লেখক কারী মোহাম্মাদ আমানত রসুল (৪০) - ফান্নে তাফসীর মে ইমাম আহমাদ রেজা কা মাকামে ইমতিয়াজ - লেখক আল্লামা আরশাদুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাদেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আলহামদু লিল্লাহ ! যখন চল্লিশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন আর আদৌ প্রয়োজনবোধ করিতেছিনা। অবশ্য এই কিতাবগুলি প্রায় সবই উরদু ভাষায় লিখিত। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর জীবনের উপর বাংলা ভাষায় প্রথম সতন্ত্র কিতাব ১৯৯৪ সালে প্রকাশ হইয়াছে। কিতাবটির নাম 'ইমাম আহমাদ রেজা' লেখক - গোনাহগার গোলাম ছামদানী রেজবী। লেখকের দ্বিতীয় কিতাব আপনার হাতে রহিয়াছে।

(৩৫)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বিপক্ষে কি কোন কিতাব লেখা হইয়াছে?

উত্তর ঃ — দুই দেওবন্দী দাজ্জাল ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বিপক্ষে দুইখানা কিতাব লিখিয়াছেন। খলীল আহমাদ আম্বেহ্ঠী 'আল মুহান্নাদ' ও হোসায়েন আহমাদ (নকলী) মাদানী 'আশ্‌শিহাবুস সাকিব'। এই কিতাবগুলি লিখিবার কারনে আজ পর্যন্ত দুই দাজ্জাল (ধোকাবাজ) দুনিয়ার কাছে কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) বলিয়া কলংক হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের কিতাবগুলি যেন নিজেদের অবস্থার জবানে বলিতেছে - আমাদিগকে দাজ্জালদের কবরের পাশে দাফন করিয়া দেওয়া হউক অথবা কোন চৌরঙ্গীতে পুড়াইয়া দেওয়া হউক। এই অপবিত্র কাজে ইহারা কেন আগাইয়া ছিলেন তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে আমার 'ইমাম আহমাদ রেজা' নামক পুস্তকে। এখানে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হইতেছে।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী যখন নিজের দ্বীনী দায়িত্ব পালন করতঃ দেওবন্দীদের কিতাবগুলির আপত্তিকর উক্তিগুলি হিজাজী উলামায় কিরামদিগের সামনে রাখিয়া দিলেন এবং তাহারা গভীরভাবে বিবেচনা করিবার পর দেখিলেন যে, দেওবন্দী আলেমগন নিশ্চয় নিশ্চয় অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছেন। তখন তাহারা ইমাম আহমাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

রেজা বেরেলবীকে শত মুখে সাবাশ দিয়া তাঁহার স্বপক্ষে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কেবল স্বাক্ষর দিয়া সমাপ্ত করেন নাই, বরং স্বাক্ষরের সাথে সাথে বড় বড় অভিমত লিখিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন - ইনি যুগের মুজাদ্দিদ, কেহ বলিয়াছেন - ইনি ইমামুল আইম্মাহ, কেহ বলিয়াছেন - ইনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি অন্যতম মুজিজা ইত্যাদি। মোট কথা সারা দুনিয়ার কাছে দেওন্দীরা কলংক হইয়া পড়েন। প্রকাশ থাকে যে, যখন হিজাজী আলেমগন ধুম ধামের সহিত স্বাক্ষর করিতে ও মুহাদ্দিসে বেরেলবীকে মহাসম্মানে ভুষিত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহাঅপরাধী এই কুখ্যাত কিতাব 'আলমুহান্নদ' এর লেখক খলীল আহমাদ আম্বেহ্ঠী। মুহাদ্দিসে বেরেলবী যে চারজন আলেমের কিতাব থেকে আপত্তিকর উক্তিগুলি হিজাজী আলেমদের দৃষ্টিতে আনিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে আম্বেহঠী সাহেব একজন অন্যতম। আর তিনজন হইলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও আশরাফ আলী থানুবী।

খলীল আহমাদ আম্বেহঠীসাহেব এক সুযোগে শরীফে মক্কার দরবারে উপস্থিত হইয়া অতি বিনয়ীর সহিত নিজেদের কিতাবের সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শরীফে মক্কা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন - তুমি খলীল আহমাদ আম্বেহঠী ? উত্তর দিলেন হ্যাঁ।

শরীফে মক্কা - তোমার প্রতি দুঃখ যে, তুমি 'বারাহীনে কাতিয়া' কিতাবে অশোভনীয় ও নাজায়েজ কথা লিখিয়াছো যে, আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা বলিতে পারেন। আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবনা কেন? আমি তোমাকে জিন্দীক লিখিয়া দিয়াছি। এই সমস্ত কথা 'বারাহীনে কাতিয়া' কিতাবে ছাপিয়া গিয়াছে। এখন আপত্তি ও অস্বীকার করিতেছো কেন?

আম্বেহঠীর উত্তর ঃ — আমার সর্দার ! নিশ্চয় ঐ কিতাব আমার। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার মিথ্যা বলিবার মসলা উহাতে নাই। আর যদি উহাতে থাকে, তাহা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইলে আমি তওবা করিতেছি। উহা ছাড়াও যে সমস্ত কথা আহলে সুন্নাতের বিপরীত হইয়া গিয়াছে সেগুলি থেকে তওবা করিতেছি।

শরীফে মক্কা ঃ — "নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুল কারীদের ভাল বাসেন। তবে 'বারাহীনে কাতিয়া' আমার নিকটে রহিয়াছে। এখনই বাহির করিব এবং দেখাইব যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে কেমন সাহসে কাজ করিয়াছো।" ইহাতে আম্বেহঠী অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করিতে থাকে এবং বলিতে থাকে যে, যদি এই কথাগুলি 'বারাহীনে কাতিয়া'তে আছে বলা হইতেছে, তাহা হইলে আমার উপর অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। আমি একজন মুওয়াহ্হিদ (একত্ববাদী) মুসলমান। আমি এই কথা বলিনাই এবং ইহা ছাড়াও কোন কথা আহলে সুন্নাতের বিপরীত বলিনাই।

(শরীফে মক্কা বলেন) এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, যে কথাগুলি বারাহীনে কাতিয়া কিতাবে ছাপিয়া গিয়াছে তাহা কেমন করিয়া অস্বীকার করিতেছে !

মোট কথা, আমার পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া গেল যে, এই ব্যক্তি ধোকাবাজী করিতেছে, যেমন রাফেজীরা ধোকাবাজী করা অয়াজিব ধারণা করিয়া থাকে। আমার ইচ্ছা ছিল যে, এমন কোন ব্যক্তিকে ডাকিব যে বারাহীনে কাতিয়ার ভাষা বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে কুফরী কথাগুলি স্বীকার করাইয়া তওবা করাইব কিন্তু যেদিন আমার কাছে আসিয়াছিল তারপর দিন জিদ্দায় চলিয়া গিয়াছে। লা হাওলা অলা কুওয়াত ইল্লা বিল্লাহ। (আলমালফুজ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ১৮-২১, ফাজেলে বেরেলবী উলামায় হিজাজকে নজর মে ১৬৪/১৬৫ পৃষ্ঠা)

খলীল আহমাদ আম্বেহঠী শরীফে মক্কা (মক্কার গভর্নর) শরীফ আলী পাশার দরবার থেকে কোন প্রকার প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করত ঃ দেশে ফিরিবার পর প্রপ্রাগান্ডা আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, আহমাদ রেজা বেরেলবীকে মক্কায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা করিয়া মক্কা মদীনা শরীফের আলেমদের কিছু উল্টে পাল্টে বুঝাইয়া ফতওয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। হিন্দুস্তান থেকে পক্ষের ও বিপক্ষের কিছু

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষ ইহার সত্যতা যাঁচাই করিবার জন্য সেখানে চিঠি লিখিয়াছিলেন। সেখান থেকে উত্তর আসিবার পর কালো মেঘ সরিয়া যায়। অতঃপর খলীল আহমাদ আম্বেহঠী 'আল্ মুহান্নাদ' ও হুসাইন আহমাদ মাদানী 'আশ্ শিহাবুস সাকিব' রচনা করিয়া ছিলেন। বইগুলির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাজ্জালীতে ভরা। বইগুলিতে দেখানো হইয়াছে যে, যেন মক্কা ও মদীনা শরীফের আলেমগন দেওবন্দীদের আকীদাহ সম্পর্কে জানিবার জন্য কিছু প্রশ্ন রাখিয়াছেন এবং ইহারা সেই গুলির উত্তর দিয়াছেন। যদি এক মুহূর্তের জন্য মানিয়া নেওয়া হয় যে, হিজাজী আলেমগন ইহাদের কাছে প্রশ্ন পত্র পাঠাইয়া ছিলেন এবং ইহাদের এই কিতাবগুলি হইল সেগুলির জবাব। তাহা হইলে আজো পাঠক নিরপেক্ষ হইয়া এই কিতাবগুলি পাঠ করিলে অবশ্যই দেখিতে পাইবেন যে, বাস্তবের সহিত এই অপবিত্র কিতাবগুলির কোন সম্পর্ক নাই। এখানে কেবল কিতাবগুলির দুই একটি নোংরামী লিপিবদ্ধ করিতেছি। হিন্দুস্তানে ওহাবী কাহাদের বলা হয় ? মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাব নজদী মুসলমানদের হত্যা করা, উহাদের ধন সম্পদ লুট করিয়া নেওয়া হালাল মনে করিত এবং সমস্ত মানুষকে মোশরেক মনে করিত। এবিষয়ে তোমাদের ধারণা কী ? ইহার উত্তরে খলীল আহমাদ আম্বেহঠী সাহেব লিখিয়াছেন - যাহারা সুদকে হারাম বলিয়া থাকে তাহাদের ওহাবী বলা হয়, চাই তাহারা যত বড়ই মুসলমান হউক না কেন। (আল মুহান্নাদ' মুতার্জম ৬ পৃষ্ঠা)

ওহাবীদের প্রতি আমরা সেই ধারণা রাখিয়া থাকি, যে ধারণা রাখিতেন 'দুর্রে মুখতার' এর লেখক। আল্লামা শামী তাহাদের সম্পর্কে লিখিয়াছেন - ''আমাদের যুগে আব্দুল ওহ্হাবের অনুসারীরা নজ্দ হইতে প্রকাশ হইয়া মক্কা ও মদীনা শরীফের উপর আক্রমন করিয়াছে। তাহাদের ধারণা ইহাই যে, কেবল তাহারাই মুসলমান। যাহারা উহাদের মানেনা তাহারা মুশরিক। তাহারা আহলে সুন্নাতের সাধারন মানুষ থেকে উলামাগনকে পর্যন্ত কতল করা হালাল জানিত। (আল মুহান্নাদ ১১/১২ পৃষ্ঠা)

ওহাবীদের সম্পর্কে হুসাইন আহমাদ মাদানী লিখিয়াছেন - মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাব নজ্দী ১৩ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবের 'নজদ' নামক স্থানে প্রকাশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইয়াছিল। যেহেতু সে ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিল আকীদাহ পোষন করিত। এই কারনে সে আহলে সুন্নাতের সহিত যুদ্ধ ও হত্যা কান্ড করিয়াছে। সে তাহার ধারনার উপর চলিবার জন্য আহলে সুন্নাতকে বাধ্য করিত। সুন্নীদের ধন সম্পদ লুটের মাল এবং হালাল ধারনা করিত। তাহাদিগকে হত্যা করা সওয়াবের কাজ ও রহমত ধারনা করিত। বিশেষ করিয়া মক্কা ও মদীনাবাসীকে এবং সাধারন ভাবে সমস্ত আরব্বাসীকে কঠিন কষ্ট দিয়াছে। পুর্ববর্তী ইমামগন এবং তাহাদের অনুসারীগনের সম্পর্কে অত্যন্ত কটুভাষা ও বেয়াদবী মুলক কথা ব্যবহার করিয়াছে। হাজার হাজার মানুষ তাহার ও তাহার সৈন্যদের হাতে শহীদ হইয়াছেন। মোট কথা, তিনি একজন অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্ত পিপাষু ও ফাসেক মানুষ ছিলেন। (আশ্ শিহুবুস সাকিব ৪২ পৃষ্ঠা)

মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাবের ধারনা ছিল, সমস্ত আলেম ও সমস্ত দেশের মুসলমান মুশরিক ও কাফের। তাহাদের সহিত যুদ্ধ ও হত্যা কান্ড করা এবং তাহাদের ধন সম্পদ কাড়িয়া নেওয়া হালাল, জায়েজ বরং অয়াজিব। (আশ্ শিহাবুস সাকিব ৪৩ পৃষ্ঠা)

ওহাবীদের কথা হইল যে, (নাউজু বিল্লাহ) আমাদের হাতের লাঠি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের থেকে বেশি উপকারী। আমরা লাঠি দ্বারা কুকুরকে তাড়াইতে পারি কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বারায় এই টুকুও করিতে পারিনা। (আশ্ শিহুবুস সাকিব ৪৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক — খুব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলুন! দুই দাজ্জাল ওহাবীদের সম্পর্কে হিজাজী আলেমদের কাছে আর কি বলিতে বাকী রাখিলেন? ইহাদের প্রতি অবিশ্বাস করিবার মত হিজাজী আলেমদের কাছে আর কি থাকিতে পারে?

প্রিয় পাঠক ! এইবার দেখুন - যে আম্বেহঠী ও মাদানী প্রাণ খুলিয়া ওহাবীদের হাজার বদনাম করিয়া খাঁটি সুন্নী সাজিতে সামান্য লজ্জাবোধ করিলেন না, সেই খলীল আহমাদ আম্বেহঠী ও হুসাইন আহমাদ মাদানীর ভক্তিভাজন মুর্শিদ, ইহারা যাহার জুতা সোজা করিয়া দেওয়া গৌরব মনে করিয়া থাকেন রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী কি বলিতেছেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

-"মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাবের অনুসারীদের ওহাবী বলা হয়। তাহাদের আকীদাহ - ধারনা খুবই ভাল ছিল এবং তাহারা হাম্বালী মাযহাব অবলম্বী ছিল।" (ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ১ম খন্ড ৮ পৃষ্ঠা) গাংগুহী সাহেব আরো লিখিয়াছেন- "মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাবকে লোকে ওহাবী বলিয়া থাকে। তিনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি হাম্বালী ছিলেন। হাদীসের প্রতি আমল করিতেন এবং শির্ক ও বেদয়াত বন্ধ করিতেন। (রশীদিয়া তৃতীয় খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)

একদিকে মুরীদেরদল দুনিয়ার কাছে ওহাবীদের দুরনাম বদনাম করিয়া সুন্নী সাজিতেছেন। আবার অন্যদিকে মুর্শিদ ওহাবীদের সুনাম করিয়া হিন্দুস্থানের মানুষকে ওহাবী বানাইবার জন্য পথ সাইজ করিতেছেন। এখন মিথ্যাবাদী কে? মুরীদ, না মুর্শিদ? আজ বাস্তবে দেখা যাইতেছে যে, আসলে মিথ্যাবাদী হইলেন মাদানী ও পাদানী। ইহারা নিজেদের আসল কথা গোপন করিয়াছেন। বিশ বৎসর আগে দেওবন্দীদের ওহাবী বলিলে তাহারা সাপের মত ফোনা তুলিত, কিন্তু আজ তাহা আর নাই। এখন দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াতের বড় বড় আলেম নিজেদের ওহাবী বলিয়া গৌরব করিতেছেন। যেমন তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস সাহেবের ইন্তেকালের পর তাহার প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আলোচনা কালে দেওন্দীদের সব চাইতে বড় মোনাজির মাওলানা মন্‌জুর নো'মানী বলিয়াছেন - "আমি আমার সম্পর্কে পরিস্কার বলিতেছি, আমি বড় কঠিন ওহাবী"। ইহার উত্তরে তাবলিগী নেসাবের লেখক মাওলানা জাকারিয়া সাহেব বলিয়াছেন — "মৌলবী সাহেব! আমি নিজেই তোমার থেকে বড় ওহাবী"। (সাওয়ানে ইউসুফ ১৯১/১৯৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক! একবার ঈমান ও ইনসাফ শর্তে আওয়াজ দিন! যাহারা সুদকে হারাম বলে মানুষ কি তাহাদের ওহাবী বলিয়া থাকে? দাজ্জালের দলেরা দুনিয়াকে কত বড় ধোকা দিয়া যেখানকার জিনিষ সেখানে চলিয়া গিয়াছে। আজও তাবলিগী জামায়াত তাহাদের সেই পুরাতন দাজ্জালী জাল ব্যবহার করতঃ মানুষকে ধোকা দিয়া চলিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা এই ফিৎনা থেকে না বাঁচাইলে কাহার বাঁচিবার উপায় নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩৬)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর পীর কে ছিলেন এবং তাঁহার শাজারাহ শরীফ আছে কি ?

উত্তর ঃ — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ১২৯৪ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৭ সালে একুশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা আল্লামা নাকী আলী খানের সহিত মারহারা শরীফ উপস্থিত হইয়া পিতা - পুত্র এক সঙ্গে সাইয়েদ শাহ আলে রসুল মারহারাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পবিত্র হাতে বায়েত গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইমামুল আউলিয়া, সুলতানুল আরেফীন শাহ আলে রসুল মারহারাবী সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সমস্ত সিলসিলার খিলাফত ও ইজাজত প্রদান করতঃ বলিলেন - আমি খুব চিন্তিত ছিলাম - যদি কেয়ামতের দিন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, আলে রসুল! তুমি আমার জন্য দুনিয়া থেকে কি আনিয়াছো ? আমি ইহার উত্তর কি দিব। আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমার সেই চিন্তা দুর হইয়া গেল। কিয়ামতের দিন খোদা তায়ালা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি মাওলানা আহমাদ রেজা খানকে দেখাইয়া দিব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

— ঃ শাজারাহ শরীফ ঃ —

(১) — *হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম*

(২) — হজরত আলী

(৩) — ইমাম হুসাইন

(৪) — ইমাম জয়নুল আবেদ্বীন

(৫) — ইমাম বাকির

(৬) — ইমাম জাফর

(৭) — ইমাম মুসা কাজেম

(৮) — ইমাম আলী রেজা

(৯) — শায়েখ মারুফ কারখী

(১০) — শায়েখ সির্রি সাখত্বী

(১১) — জুনাইদ বাগদাদী

(১২) — আবু বাকার শিবলী

(১৩) — আব্দুল অহেদ তামিসী

(১৪) — আবুল ফারাহ তারতুসী

(১৫) — আবুল হাসান হানকারী

(১৬) — আবু সাঈদ মাখজুমী

(১৭) — শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জিলানী

(১৮) — শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক

(১৯) — আবু সালেহ নসর

(২০) — মুহী উদ্দীন আবু নসর

(২১) — সাইয়েদ আলী

(২২) — সাইয়েদ মুসা

(২৩) — সাইয়েদ হাসান

(২৪) — সাইয়েদ আহমাদ জিলানী

(২৫) — বাহা উদ্দীন

(২৬) — ইবরাহীম ইয়ারজ

(২৭) — মোহাম্মাদ ভিকারী বাদশাহ

(২৮) — কাজী জিয়া উদ্দীন

(২৯) — শায়েখ জামালুল আউলিয়া

(৩০) — সাইয়েদ মোহাম্মাদ

(৩১) — সাইয়েদ আহমাদ

(৩২) — ফাজলুল্লাহ

(৩৩) — শাহ বারকাতুল্লাহ

(৩৪) — শাহ আলে মোহাম্মাদ

(৩৫) — শাহ হামাজা

(৩৬) — শাহ আলে আহমাদ আচ্ছে মিয়াঁ

(৩৭) — শাহ আলে রসুল মারহারাবী

(৩৮) — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী

রিদওয়া নুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩৭)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বাপ ও দাদা কেমন মানুষ ছিলেন?

উত্তর ঃ — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর দাদা মাওলানা শাহ রেজা আলী খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি শরীয়তের অদ্বিতীয় আলেম, ত্বরীকাতের কামেল ওলী এবং যুগের কুতুব ছিলেন। ইহার পূর্বে তাঁহার খান্দানে যত বুজর্গ চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রথম জীবনে বাদশাহের কোন পদস্ত কর্মচারী ছিলেন। শেষ জীবনে তাঁহারা সব কিছু ত্যাগ করিয়া ইবাদাত উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন। কুতবুল ওয়াক্ত শাহ রেজা আলীর থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইনি কোন সময়ে সরকারী কোন পদে নিযুক্ত হন নাই। প্রথম জীবন থেকেই দরবেশী গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই আবিদ জাহিদ আরিফের থেকে বহু কারামাত প্রকাশ হইয়া ছিল। ১২২৪ হিজরীতে এই মহা সাধক জন্ম গ্রহন করত ঃ ১২৮২ হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়া ছিলেন।

১২৪৬ হিজরীতে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর পিতা মাওলানা নাকী আলী খানের জন্ম হয়। তিনি স্বীয় পিতা আল্লামা রেজা আলী খানের নিকট থেকে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করত ঃ যুগের অদ্বিতীয় আলেম হইয়া ছিলেন। ১২৯৫ হিজরীতে মক্কা মদীনা শরীফের জিয়ারতে যান। তিনি তাজদারে মারহারার নিকট হইতে সমস্ত সিলসিলার খিলাফাত ও ইজাজত প্রাপ্ত ছিলেন। ১২৯৭ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তিনি মস্ত বড় লেখক ছিলেন। তাঁহার লিখিত কিতাবগুলির নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১) -আল কালামুল আউজাহ ফী তাফসীরে আলাম নাশরাহ (২) -অসীলাতুন্ নাজাত (৩) -সাদরুল কুলুব ফী জিকরিল মাহবুব (৪) -জওয়াহিরুল বায়ান ফী আসরারিল আরকান (৫) - উসুলুর্ রাশাদ তাসহীহু মাবানীল ফা সাত (৬) - হিদাইয়াতুল বারীয়া ইলাশ্ শরীয়াতুল আহমাদীয়া (৭) - ইজাকাতুল আসাম লি মানিই আলাল মাউলাদে অল কিরাম (৮) - তাজকিয়াতুল ইকান ফী রদ্দে তাকবীয়া তুল ঈমান (৯) - ইজালা তুল আওহাম (১০) - ফাজলুল ইল্মে ওল উলামা (১১) - আল কওয়াকিবুজ্ জাওহারা ফী ফাজাইলিল ইল্মে অ - আদাবিল উলামা (১২) - আর রেওয়া ইয়াতুর রাবীয়া ফী আখলাকিন নবুবীয়া (১৩) - আন্না ওয়াতুন নাকবীয়া ফী খাসাইসিন নবুবীয়া (১৪) - লাময়াতুন্ নিব্রাস ফী আদাবিল আকলে অল লিবাস (১৫) -আত্ তামকীন ফী তাহকীকে মাসাইলিত্ তাজনীন (১৬) - আহসানিল ওয়া ফী আদাবিদ দুয়া (১৭) - খায়রুল মুখাতাবা ফীল মুহাসাবাতে অল মুরাকাবা (১৮) - ইহদাইয়াতুল মাশারিক্ ইলা সিয়ারিন্ নাফসে অল আফাক্ (১৯) - ইরশাদুল আহবাব ইলা আদাবিল ইহ্তেসাব (২০) - আজমালুল ফিকির ফী মাবাহি সিজ জিকির (২১) - আইনুল মুশাহাদাহ লি হুস্নিল মুজাহাদা (২২) - তাশাউ ওয়াকুল আউ ওয়াহ ইলা তুরুকি মুহাব্বা তিল্লাহ (২৩) - নিহা ইয়া তুস্ সায়াদা ফী তাহকীকিল হিম্মাতি অল ইরাদাহ (২৪) - আকবাজ জরীয়া ইলা তাহকীকিত্ তরীকাহ (২৫) - তারবীহুল আর ওয়াহ্ ফী তাফসীরে সুরাতিল ইন্শিরাহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩৮)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর শেষ উপদেশ কী ছিল ?

উত্তর ঃ — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ১৪ই মুহার্রম ১৩৪০ হিজরী মোতাবিক ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে ভুয়ালী পাহাড় থেকে বেরেলী ফিরিয়া আসেন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িলে দেশ বিদেশ হইতে মানুষ দলে দলে আসিয়া জিয়ারত ও বায়েত গ্রহণ করিতে থাকেন। দুর্বলতা থাকা সত্বেও ওয়াজ ও উপদেশ দিতে থাকেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের জিকির অধিক পরিমানে করিতে থাকেন। বিশেষ করিয়া নিজের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য ঈমান হিফাজতের দুয়া করিতে থাকেন। আল্লাহর ভয়ে এমন ভাবে কাঁদিতে থাকেন যে, তাঁহার এবং উপস্থিতগনের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। অধিকাংশ সময় বলিতে থাকেন — যে ব্যক্তি ঈমানের উপর মরিতে পারিল,সে সব কিছু পাইয়া গেল। কখনও বলিতেন — যদি ক্ষমা করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার দয়া। আর যদি ক্ষমা না করেন, তাহা তঁহার ন্যায় বিচার। একদিন মানুষকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকিয়া দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করিবার ব্যাপারে যে গুরুত্ব পূর্ণ ভাষন দিয়া ছিলেন, তাহার একাংশ এখানে নকল করা হইতেছে।

প্রিয় ভায়েরা ! আমি জানি না, কতদিন তোমাদের কাছে থাকিব। মানুষের জীবনে তিনটি সময় আসে। শৈশব কাল, যৌবন কাল, বৃদ্ধ কাল। শৈশব চলিয়া গিয়াছে যৌবন আসিয়াছে। যৌবন চলিয়া গিয়া বৃদ্ধ কাল আসিয়াছে। অপেক্ষা করিবার মত আর কোন কাল রহিয়াছে। একমাত্র মৃত্যু বাকী। মানুষ! তোমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের ভোলা ভেড়া (সহজ সরল মানুষ) এবং তোমাদের চারি দিকে নেকড়ে রহিয়াছে। উহারা তোমাদের গোমরাহ করিতে চায়, ফিৎনায় ফেলিতে চায়,নিজেদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সঙ্গে জাহান্নামে লইয়া যাইতে চায়। উহাদের থেকে বাঁচিবে এবং দুরে থাকিবে। দেওবন্দী, রাফেজী, নেচরী,কাদিয়ানী, চাকড়ালোবী; এই সব ফিরকা গুলি হইল নেকড়ে। তোমাদের ঈমানকে লক্ষ্য করিতেছে। উহাদের আক্রমন থেকে ঈমান বাঁচাইবে। আল্লাহ এবং তাঁহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামকে আন্তরিক মুহাব্বাত করিবে। তোমাদের কোন প্রিয়জন উহাদের সম্বন্ধে সামান্য বেয়াদবী করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার থেকে পৃথক হইয়া যাইবে। তোমাদের কোন বড় বুজর্গ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের ব্যাপারে বেয়দবী করিলে, দুধ থেকে মাছি ফেলিয়া দেওয়ার ন্যায় তাহাকে দুর করিয়া দিবে। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ৩৮৫/৩৮৬ পৃষ্ঠা)

(৩৯)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী কী জীবনের শেষ মূহুর্তে কোন অসীয়ত করিয়া ছিলেন ?

উত্তর ঃ — ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ইন্তেকালের মাত্র দুই ঘন্টা সতেরো মিনিট পূর্বে তাঁহার অসীয়ত নামা লেখাইয়া ছিলেন। ইহাতে তাঁহার কাফন দাফন জরুরী বিষয়ে চৌদ্দ নম্বর পর্যন্ত অসীয়ত রহিয়াছে। বারোটা একুশ মিনিটে অসীয়ত নামা লেখানো সমাপ্ত হইলে সয়ং আ'লা হজরত তাঁহার পবিত্র হাত দিয়া আল্লাহ তায়ালার প্রসংশা এবং তাঁহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া ছিলেন। এখানে অসীয়ত নামা সংক্ষিপ্ত ভাবে নকল করা হইতেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাকান্দানী আরম্ভ হইলে পোষ্ট কার্ড, খাম, টাকা, পয়সা, কোন ছবি এই দালানে রাখিবেনা। অপবিত্র অথবা ঋতু বর্ত্তী মহিলা আসিবেনা। কুকুর বাড়ীতে থাকিবে না। সূরায়ে ইয়াসীন, সূরায় রওদ উচ্চ অওয়াজে পাঠ করিবে। সীনাতে দম আসা পর্যন্ত 'কালেমা তাইয়েবা' পাঠ করিতে থাকিবে। গোসল ইত্যাদি সুন্নত মুতাবিক হইবে। হামিদ রেজা ফাতাওয়ায় লিখিত দুয়া গুলি খুব মুখস্ত করিয়া নিতে পারিলে জানাজা পড়াইবে। অন্যথায় মৌলবী আমজাদ আলী। শরীয়ত সাপেক্ষ কারণ ছাড়া জানাজা বিলম্ব করিবে না। আমার প্রসংশার্থে কোন কবিতা পাঠ করিবে না। কবরে ডান কাত করিয়া শোয়াইবে। কবর সমাপ্ত হইয়া গেলে মাথার দিকে — 'আলিফ, লাম, মীম' হইতে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে — 'আমানার রাসুল' হইতে শেষপর্যন্ত পাঠকরিবে। হামিদ রেজা খান সাত বার উচ্চ স্বরে আজান দিবে। আমার সামনের দিকে দাঁড়াইয়া তিন বার তালক্বীন করিবে। অনুরূপ সামনের দিকে দাঁড়াইয়া দেড় ঘন্টা এমন শব্দে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে — যাহাতে আমি শুনিতে পাই। সম্ভব হইলে পূর্ণ তিন রাত তিন দিন ধারাবাহিক ভাবে কুরআন মাজিদ — দরুদ শরীফ পাঠ করিতে থাকিবে। আল্লাহ চাহে তো নতুন স্থানে আমার মন বসিয়া যাইবে। যথা সাধ্য শরীয়তের ইত্তেবা ত্যাগ করিবে না। আমার দ্বীন ও মাজহাব, যাহা আমার কিতাব গুলিতে প্রকাশ — উহার উপর খুব দৃঢ়তার সহিত কায়েম থাকা সব চাইতে গুরুত্ব পূর্ণ ফরজ।

আল্লাহ তৌফিক দান করেন। (অসায়া শরীফ ৯ পৃষ্ঠা হইতে ১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ঃ

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অসীয়ত অনুযায়ী তাঁহার বড় সাহেব জাদা হুজ্জাতুল ইসলাম হজরত হামিদ রেজা খান দাফনের পর কবরের নিকট সাত বার আজান দিয়াছিলেন। দাফনের পর কবরের কাছে আজান দেওয়া জায়েজ। এ বিষয়ে স্বয়ং আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফের মধ্যে একাধিক স্থানে আলোচনা করিয়াছেন। কেবল তাই নয়, তিনি 'ইজানুল আজর ফী আজানিল কবর' নামক এক খানা কিতাব লিখিয়াছেন। যাহাতে তিনি প্রায় ছত্রিশটি দলীল পেশ করিয়াছেন। এখন পাঠকের অবগতির জন্য আহলে সুন্নাতের সেই সমস্ত কিতাবের নাম লিপিবদ্ধ করা হইতেছে যেগুলির মধ্যে দাফনের পর আজান দেওয়া জায়েজ বলা হইয়াছে।

যথা — (১) - রদ্দুল মুহতার ২য় খন্ড ২৩৫ পৃষ্ঠা (২) - সহীহুল বিহারী ৯১৩ পৃষ্ঠা (৩) - নুজহাতুল ক্বারী শরহে বোখারী ৩য় খন্ড ১০৩ পৃষ্ঠা (৪) - মিরাতুল মানা জীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ ১ম খন্ড ৪০০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খন্ড ৪৯৭ পৃষ্ঠা (৫) - ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ২য় খন্ড ৪৬৪ পৃষ্ঠা (৬) - বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ড ৩১ পৃষ্ঠা (৭) - নিজামে শরীয়ত ৭৪ পৃষ্ঠা (৮) - জান্নাতী জেওর ২৭৫ পৃষ্ঠা (৯) - আনওয়ারুল হাদীস ২৩৮ পৃষ্ঠা (১০) - ইসলামী জিন্দেগী ১১৪ পৃষ্ঠা (১১) - আনওয়ারে শরীয়ত ৩৯ পৃষ্ঠা (১২) - জায়াল হক প্রথম খন্ড ৩৭১ পৃষ্ঠা (১৩) - ফাতাওয়ায় ফায়জুর রসুল প্রথম খন্ড ৪৫৫ পৃষ্ঠা (১৪) - ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অসায়া শরীফ ১০ পৃষ্ঠা (১৫) - ফাতাওয়া মারকাযে তারবীয়াতে ইফ্তা ৫৪ পৃষ্ঠা (১৬) — ফাতওয়ায় ফকীহে মিল্লাত প্রথম খন্ড ৯০ পৃষ্ঠা (১৭) - ফাতাওয়ায় আমজাদীয়া প্রথম খন্ড ৩২৮ পৃষ্ঠা (১৮) - ফাতাওয়ায় বারকাতী পৃষ্ঠা ১২৩ (১৯) - ফাতাওয়ায় ইউরোপ ২৩০ (২০) - মাহ্নামায় আশরাফীয়া' (২১) - জামেউল আহাদীস ২য় খন্ড ১১৪ পৃষ্ঠা ও 'আ'লা হজরত' এর ভিন্ন সংখ্যা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪০)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর ইন্তেকাল, কাফন, দাফন কী প্রকারে হইয়াছিল ?

উত্তর ঃ — ইমাম আহমাদ রেজা বেরলবী ইন্তেকালের ছয় বৎসর পূর্বে তাঁহার ইন্তেকালের সাল ইংগিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। ঠিক সেই মুতাবিক ১৩৪০ হিজরী ২৫শে সফর অনুযায়ী ১৯২১ সালে ২৮শে অক্টোবর শুক্রবার বেলা ২টা ৩৮মিনিটে উলামায় কিরামদের মাঝে কালেমা শরীফ 'লা -ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পাঠ করিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ আখিরাতের রাহী হইয়া যান। (ইন্না লিল্লাহি অ-ইন্না ইলাইহি রাজেউন) অসীয়ত মুতাবিক যথা নিয়মে কাফন ও দাফনের কাজ সমাপ্ত হয়। সাইয়েদ আতহার আলী সাহেব কবর খনন করিয়া ছিলেন। গোসল দিয়া ছিলেন মাওলানা আমজাদ আলী এবং হাফিজ আমির হাসান মুরাদাবাদী সাহায্য করিয়া ছিলেন। সাইয়েদ সুলাইমান আশরাফ, সাইয়েদ মাহমুদ জান, সাইয়েদ মোমতাজ আলী, মাওলানা মোহাম্মাদ রেজা খান পানি ঢালিয়া ছিলেন। মাওলানা হাসানাইন রেজা খান, হাকীম হোসাইন রেজা খান, জনাব লিয়াকত আলী খান রেজবী, মুনশী ফিদা ইয়ার খান পানি বহনের কাজে ছিলেন। মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ মুস্তফা রেজা খান অসীয়ত নামার দুয়াগুলি স্মরণ করাইতে ছিলেন। হুজ্জাতুল ইসলাম হামিদ রেজা খান সিজদার স্থান গুলিতে কাফুর লাগাইয়া ছিলেন। নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী কাফন বিছাইয়া ছিলেন। জানাজার নামাজ পড়াইয়া ছিলেন শাহজাদায়ে আ'লা হজরত আল্লামা হামিদ রেজা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

আল হামদু লিল্লাহ, সুম্মা আল হামদু লিল্লাহ! আজ ২০শে সফর ১৪১৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে ২৬শে জুন বৃহস্পতি বার সকাল সাত ঘটিকায় শত কাজের মধ্যে থেকে মাত্র সতের দিনে সমাপ্ত করিলাম - 'এশিয়া মহাদেশের ইমাম'।

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ এশিয়া মহাদেশের ইমাম ঃ-

ইহা যেন সেই মহা মনিষি মুজাদ্দিদে আ'জম ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রাদী আল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে তাঁহার জীবনের উপর লেখা এই ক্ষুদ্র কিতাব খানা উপহার প্রদান করা হইল। জানি না, এই অধমের উপহারে তাঁহার পবিত্র আত্মা সন্তুষ্ট হইবেন কিনা !

ঃ সমাপ্ত ঃ

মোবাইল নং-
৯৭৩২৩৫৭৬৬৮

মান্‌কাবাতে রেজা

মৌলানা এম, এ, হালিম ক্বাদেরী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

ভাষিয়ে দাও গো সাফিনা ইশ্‌কে আহমাদ রেজার -
দেখবে নূরানী জালওয়া নবী মোস্তফার।।

১ — ইল্মো আমলে গড়া এ জীবন তরী -
এ তরীর আহমাদ রেজা হয় যদি কান্ডারী।
পাবে সন্ধান তুমি মহান, আল্লাহ তায়ালার - দেখবে নূরানী .... মোস্তফার।।

২ — কামিয়াবী আখেরের যদি চাও পেতে -
সঁপে দাও গো নিজেকে আজ রেজবীয়াতে।
বাধা বেঈমানে দিকনা, যতই বারে বার - দেখবে নূরানী .... মোস্তফার।।

ভাষিয়ে দাও গো সাফিনা ইশ্‌কে আহমাদ রেজার -

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩ — বেরেলীর সর জমিন জান্নাতের দরজা -
যেথায় আরাম করিছেন ইমাম আহমাদ রেজা।
ছেড়োনা কেউ ছেড়োনা, দামান আহমাদ রেজার - দেখবে নূরানী ..... মোস্তফার।।

৪ — উড়িলো জগতে যেদিন রেজবী নিশান -
ওহাবী ঝান্ডা ভেঙে হলো খান খান।
গেল বিশ্ব ভরে দরূদ সালামের সূরে - দুর হইল যত কুফরীয়াতের আধাঁর।।

৫ — বাতি জ্যোতি যেমন ওগো ভিন্ন যে নয় -
দুয়ে মিলে হয় যেমন আলোর পরিচয়।
ঠিক তেমনি ঐ রিশ্‌তা নবী ও আহমাদ রেজার - দেখবে নূরানী ..... মোস্তফার।।

৬ — একিন ঈমানে রাজের পর্দা তুলে দেখো -
থাকতে নয়ন কেন অন্ধ হয়ে থাকো।
অজানা ভেদ জেনে নাও ইশ্‌কেআহমাদ রেজার - দেখবে নূরানী ..... মোস্তফার।।

৭ — এম, এ, হালিম ডরেনা ঐ ঝড় তুফানে -
পিরের ছবি আঁকা তার হৃদয় আসনে।
পিরের অসিলাতে বেশাক হবেগো পার - দেখবে নূরানী ..... মোস্তফার।।

ভাষিয়ে দাওগো সাফিনা ইশ্‌কেআহমাদ রেজার -
দেখবে নূরানী জালওা নবী মোস্তফার।।

pdf By Syed Mostafa Sakib